অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

অধ্যয়ন ইঞ্জিল শরীফ

সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড : ১-২ করিন্থীয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক :

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:

Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible CHURCH

সপ্তম খণ্ড : ১ করিন্থীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক

করিন্থীয় মণ্ডলীর কাছে রচিত দু'টি পত্রই যে পৌল লিখেছেন, এ বিষয়ে প্রাথমিক মণ্ডলীগুলো সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃতি দান করেছে।

লিখবার তারিখ ও স্থান

পৌল ইফিষে টানা তিন বছর ধরে অবস্থান করেছিলেন। সেই সময়ে আনুমানিক ৫৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পৌল এই চিঠিটি লেখেন বলে পাক-কিতাবের পণ্ডিতগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন।

পত্রটি লেখবার সময়ে করিন্থ নগরীর অবস্থা

করিন্থ শহরটি ছিল গ্রীক ও রোমীয় সাম্রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ শহর। খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতক থেকেই এই নগরী ছিল গ্রীক বিশ্বের অন্যতম প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। গ্রীসের আর কোন নগরী স্থল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য এর মত এতটা উপযোগী ছিল না। এর অবস্থান ছিল শারোণ উপসাগর, আয়োনীয় সাগর এবং কিংক্রিয়া বন্দরের মধ্যবর্তী স্থানে। একই সাথে দু'টো সমুদ্রকে এই নগরী যুক্ত করেছিল। ধারণা করা হয় যে, পৌলের সময়ে করিন্থ নগরে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার স্বাধীন নাগরিক ও প্রায় ৪ লক্ষ কৃতদাসের বসবাস ছিল। করিন্থীয়রা ছিল বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অহংকারী, জাতিগতভাবে ধনী এবং নৈতিকতার দিক থেকে দুর্নীতিগ্রস্থ। ১৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মুম্মিয়ুস কর্তৃক নগরীটি ধ্বংস হওয়ার পর রোমীয় সরকার তা পুনর্নির্মাণ করে উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলে। ৫০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তে প্রথমবারের মত যখন সুসমাচার করিন্থে পৌঁছায়, তখন নগরটি রোমীয় শাসনের অধীনস্থ ছিল। করিন্থে পৌল দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন এবং এর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের কথা তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য নগরীটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল:

- **সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য:** ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধার কারণে ভ্রমণকারী ও বণিকদের যাতায়াতের কেন্দ্রস্থল হিসেবে এই নগরী পরিচিতি লাভ করেছিল। এর দু'টো পোতাশ্রয় ছিল; একটি হচ্ছে শারোণ উপসাগরের ছয় মাইল পূর্বে অবস্থিত *কিংক্রিয়া* (*Cenchrea*) এবং আরেকটি হচ্ছে করিন্থীয় উপসাগরের দেড় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত *লিখিয়াম* (*Lechaeum*)। পশ্চিমে ইতালি ও স্পেন এবং পূর্বে এশিয়া মাইনর, ফিনিশিয়া ও মিসরের সাথে করিন্থ নগরীর দারুন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

- **শিল্পকলা ও কৃষ্টিগত উৎকর্ষতা:** যদিও করিন্থ এথেন্সের মত শিল্প ও দর্শনভিত্তিক শহর ছিল না, বা অনেক বেশি শিক্ষার্থীদের আনাগোনাও এখানে ছিল না, তবুও গ্রীক শিল্প, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির নমুনায় তা যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। করিন্থীয়রা গ্রীক দর্শনে আগ্রহী ছিল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাদের প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল।
- **ধর্মীয় পরিস্থিতি:** করিন্থে অন্তত ১২টি পৌত্তলিক দেবতার মন্দির ছিল। তবে করিন্থবাসীর গর্ব ছিল প্রেমের দেবী আফ্রোদিতের বিশাল একটি মন্দির, যেখানে উপাসনাকারীরা ধর্মীয় বেশ্যাবৃত্তির চর্চা করতো এবং তাদের মনোরঞ্জনে সেবাদাসীরা নিয়োজিত থাকতো। নগরীর বিশাল এরেনা বা রঙ্গমঞ্চের পাশে ছিল গ্রীক আরোগ্যদায়ী দেবতা আসক্লিপিয়ের মন্দির। নগরীর প্রাণকেন্দ্রে ছিল দেবতা আপল্লোর মন্দির, যা খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল। এছাড়া করিন্থবাসী ইহুদীরা একটি মজলিস-খানা প্রতিষ্ঠা করেছিল। একবিংশ শতকে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা শহরটির ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি মজলিস-খানার দেয়ালের ভগ্নাংশ আবিষ্কার করেন।
- **অনৈতিকতা এবং লাম্পট্য:** অন্য যে কোন বড় বাণিজ্যিক নগরীর মত করিন্থ ছিল প্রকাশ্য ও লাগামহীন অনৈতিকতার কেন্দ্র। দেবী আফ্রোদিতের মন্দিরে লোকেরা ধর্মের নামে বেশ্যাবৃত্তি লালন করতো। সেখানে প্রায় এক হাজার মন্দির-বেশ্যা আগত পূজাকারীদের যৌন লালসা মেটানোর জন্য অপেক্ষমান থাকতো। করিন্থের অনৈতিকতার কথা এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, 'করিন্থীয়দের মত কাজ করা' বলতে অনৈতিকতা ও যৌনাচারে লিপ্ত হওয়া বোঝাতো। কলুষতা ও নোংরামিতে পরিপূর্ণ করিন্থ শহর যেন ইঞ্জিল শরীফের সময়কার সাদুম ও আমুরা হয়ে উঠেছিল।

পত্রটির উদ্দেশ্য

৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পৌল এথেন্স থেকে করিন্থ নগরীতে আসেন এবং ঈসায়ী মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন (প্রেরিত ১৮:১-৭)। করিন্থের ইহুদী মজলিস-খানায় তবলিগের মধ্য দিয়ে পৌল এই নগরীতে প্রথম সুসমাচারের বীজ বপন করেন। চিঠিটি পাঠ করলে আমাদের কাছে এ কথা পরিষ্কার হবে

যে, যদিও করিন্থীয় মণ্ডলী রূহানিক বর লাভ করেছিল (১:৪-৭), তবুও তা ছিল অপরিপক্ক ও ধার্মিকতা থেকে বিচ্যুত (৩:১-৪)। মণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য মারফত পৌল এই সকল বিষয়ে অবগত হন এবং ইফিষ থেকে এই পত্র লেখেন। পৌলের উদ্দেশ্য ছিল:

- মণ্ডলীতে যে সব দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল তার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া এবং সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা।
- দলাদলি (১:১০-৪:২১), অনৈতিকতা (৫:৬:১২-২০), পৌত্তলিক আদালতে মামলা চালানো (৬:১-৮) এবং প্রভুর ভোজের অপব্যবহারের (১:১৭-৩৪) মত ভুল চর্চাগুলো শুধরে দেয়া।
- পুনরুত্থান সম্পর্কিত (অধ্যায় ১৫) ভুল শিক্ষার সংশোধন করা।
- জেরুশালেমের দরিদ্র ঈমানদারদের জন্য দান দেওয়া সম্পর্কিত নির্দেশনা দেওয়া (১৬:১-৪)।

প্রধান আয়াত:
"কিন্তু হে ভাইয়েরা, আমাদের ঈসা মসীহের নামে আমি তোমাদেরকে বিনয় করে বলি, তোমরা সকলে এক হও, তোমাদের মধ্যে দলাদলি না থাকুক, কিন্তু এক মনে ও এক উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হও।" (১:১০)।

প্রধান প্রধান লোক: পৌল, তীমথি, ক্লোয়ীর বাড়ির লোকজন।

প্রধান স্থানসমূহ: করিন্থের এবাদতের স্থানসমূহ।

পত্রখানির রূপরেখা:

১. শুভেচ্ছা (১:১-৯)
২. মণ্ডলীতে দলাদলি (১:১০-৪:২১)
   ক. মণ্ডলীতে দলাদলির সত্যতা (১:১০-১৭)
   খ. দলাদলির কারণ (১:১৮-৪:১৩)
   গ. দলাদলি দূর করার জন্য উৎসাহ প্রদান (৪:১৪-২১)
৩. মণ্ডলীর জীবনে নৈতিক ও আদর্শগত বিশৃঙ্খলা (অধ্যায় ৫-৬)
   ক. মণ্ডলীতে দোষী ভাইয়ের শাসনের কথা (অধ্যায় ৫)
   খ. ঈমানদারদের মধ্যে মামলা-মকদ্দমা (৬:১-১১)
   গ. দেহে ও রূহে আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করা (৬:১২-২০)
৪. বিবাহ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী (অধ্যায় ৭)
   ক. বিয়ে বিষয়ক নির্দেশনা (৭:১-৭)
   খ. বিবাহিতদের বিষয় (৭:৮-২৪)
   গ. কুমারী ও বিধবাদের বিষয় (৭:২৫-৪০)
৫. মূর্তির প্রসাদ সম্বন্ধে (৮:১-১১:১)
৬. উপযুক্তভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করা (১১:২-১৪:৪০)
৭. পাক-রূহের বিবিধ মেহেরবানী-দান (অধ্যায় ১২-১৪)
৮. মসীহের পুনরুত্থান সম্পর্কীত (অধ্যায় ১৫)
৯. চাঁদা সংগ্রহ ও ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্বন্ধে (অধ্যায় ১৬)

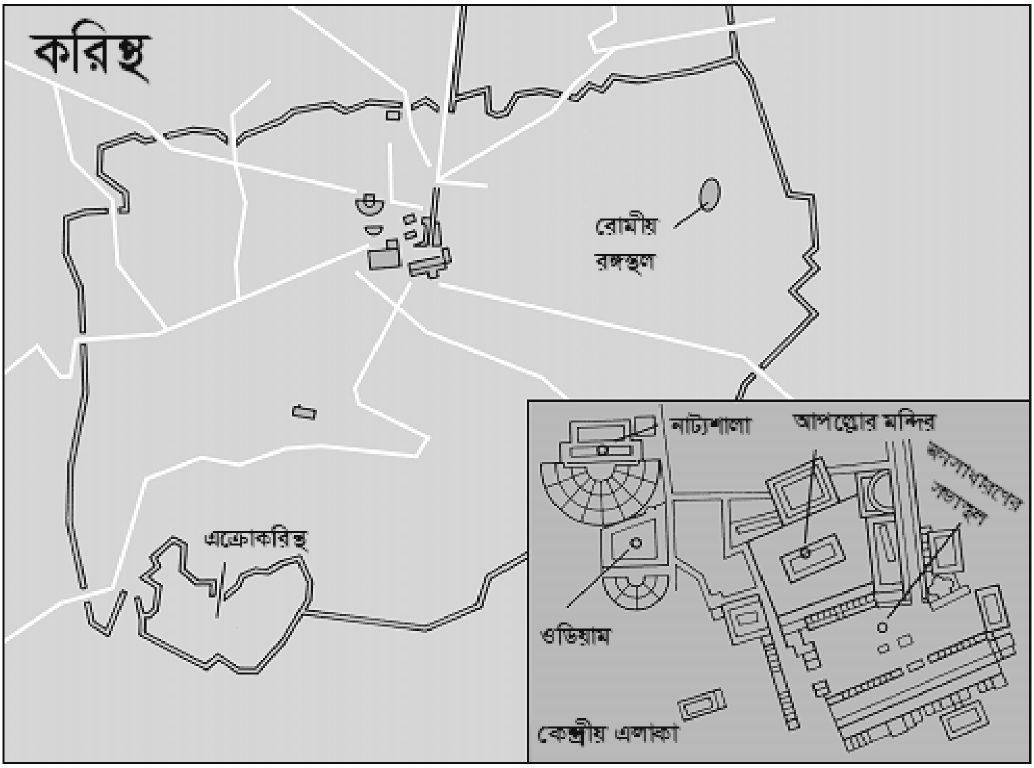

১ করিন্থীয় কিতাবের মূল বিষয়বস্তু

ক্রুশের অর্থ ১:১৮-২:১৬	মসীহ্ আমাদের জন্য যা করেছেন তার চেতনা পরস্পরের মাঝে জাগিয়ে তোলা। কারও মধ্যে অহঙ্কার বা সবজান্তার ভাব থাকবে না। আমাদেরকে মসীহের মত অন্তর ধারণ করতে হবে।
প্রভুর শেষ ভোজের কাহিনী ১১:২৩-৩৯	প্রভুর শেষ ভোজটি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার আগে সাহাবীদের প্রতি মসীহের বলা শেষ কথাগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রভুর ভোজ আমাদেরকে অবশ্যই যথোপযুক্ত উপায়ে ও ভাবগাম্ভীর্য সহকারে পালন করতে হবে।
মহব্বতের গুণগান ১৩:১-১৩	আমরা যা কিছু করি তার সবই মহব্বতের নির্দেশনা অনুসারে করা উচিত। আমাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন বেহেশতী দান, সক্ষমতা, পছন্দ, অপছন্দ আছে। কিন্তু বিনা প্রশ্নে প্রত্যেককে মহব্বত করার জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে।
ঈসায়ীদের গন্তব্য ১৫:৪২-৫৮	মসীহ্ আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করে এই ওয়াদা করেছেন যে, তিনি মৃত্যুর পর আবার জীবন দানের জন্য পুনরুত্থিত হবেন, যেন আমাদের দুনিয়াবী দেহ পরিবর্তিত হয়ে বেহেশতী দেহ ধারণ করে। সেই দেহ নিয়ে আমরা অনন্ত কাল বেঁচে থাকব এবং ঈসা মসীহের সাথে বেহেশতে রাজত্ব করব।

BACIB
International Bible CHURCH

শুভেচ্ছা

১ ১ আমি পৌল, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে ঈসা
মসীহের আহ্বানপ্রাপ্ত প্রেরিত এবং ভাই
সোস্থিনি– ২ করিন্থে অবস্থিত আল্লাহ্‌র মণ্ডলীর
সমীপে, মসীহ্‌ ঈসাতে পবিত্রীকৃত ও আহ্বানপ্রাপ্ত
পবিত্র লোকদের এবং যারা সমস্ত জায়গায়
আমাদের ঈসা মসীহের নামে ডাকে, তাদের
সকলের সমীপে এই পত্র লিখছি: মসীহ্‌ ঈসা
তাদের এবং আমাদের প্রভু।
৩ আমাদের পিতা আল্লাহ্‌ এবং ঈসা
মসীহের রহমত ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত
হোক।
৪ আল্লাহ্‌র যে রহমত মসীহ্‌ ঈসার মাধ্যমে
তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি
তোমাদের বিষয়ে প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র শুকরিয়া
করছি; ৫ কেননা তাঁতেই তোমরা সমস্ত বিষয়ে,
সব রকম বলবার ক্ষমতায় ও সব রকম জ্ঞানে
ধনবান হয়েছ, ৬ এভাবে মসীহের সাক্ষ্য
তোমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে রয়েছে। ৭ এজন্য
আমাদের ঈসা মসীহের প্রকাশের অপেক্ষা করছো
বলে তোমরা কোন বরদানে পিছিয়ে পড় নি;
৮ আর তিনি তোমাদেরকে শেষ পর্যন্ত স্থির
রাখবেন, আমাদের ঈসা মসীহের দিনে
অনিন্দনীয় রাখবেন। ৯ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসযোগ্য, যাঁর
দ্বারা তোমরা তাঁর পুত্র আমাদের ঈসা মসীহের
সহভাগিতার জন্য আহ্বান পেয়েছ।

[১:১] ইফি ১:১; ২তীম ১:১।
[১:২] রোমীয় ১:৭।
[১:৩] রোমীয় ১:৭।
[১:৪] রোমীয় ১:৮।
[১:৫] ২করি ৯:১১; ২করি ৮:৭।
[১:৬] ১তীম ২:৬; প্রকা ১:২।
[১:৭] ১করি ১২:১-৩১; মথি ১৬:২৭।
[১:৮] আমোস ৫:১৮; ১থিষ ৫:২।
[১:৯] রোমীয় ৮:২৮; ১ইউ ১:৩; ইশা ৪৯:৭।
[১:১০] রোমীয় ৭:১; ১৫:৫; ১করি ১১:১৮।
[১:১২] ১করি ৩:৪,২২;´ ইউ ১:৪২।
[১:১৩] মথি ২৮;১৯।
[১:১৪] প্রেরিত ১৮:৮; ১৯:২৯
[১:১৬] প্রেরিত ১১:১৪; ১করি ১৬:১৫
[১:১৭] ইউ ৪:২; ১করি ২:১,৪,১৩।

মণ্ডলীতে দলাদলি

১০ কিন্তু হে ভাইয়েরা, আমাদের ঈসা মসীহের
নামে আমি তোমাদেরকে বিনয় করে বলি,
তোমরা সকলে এক হও, তোমাদের মধ্যে
দলাদলি না থাকুক, কিন্তু এক মনে ও এক
উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হও। ১১ কেননা, হে আমার
ভাইয়েরা, আমি ক্লোয়ীর পরিজনের দ্বারা
তোমাদের বিষয়ে সংবাদ পেয়েছি যে, তোমাদের
মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আছে। ১২ আমি এই কথা
বলছি যে, তোমরা প্রত্যেক জন বলে থাক, আমি
পৌলের, আর আমি আপল্লোর, আর আমি
কৈফার, আর আমি মসীহের। ১৩ মসীহ্‌ কি
বিভক্ত হয়েছেন? পৌল কি তোমাদের জন্য ক্রুশে
হত হয়েছে? অথবা পৌলের নামে কি তোমরা
বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ? ১৪ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করি
যে, আমি তোমাদের মধ্যে ক্রীস্প ও গায়ঃ ছাড়া
আর কাউকেও বাপ্তিস্ম দেই নি, ১৫ যেন কেউ না
বলে যে, তোমরা আমার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ
করেছ। ১৬ আর স্তিফানের পরিজনকেও বাপ্তিস্ম
দিয়েছি, আর কাউকেও বাপ্তিস্ম দিয়েছি বলে
আমার জানা নেই। ১৭ কারণ মসীহ্‌ আমাকে
বাপ্তিস্ম দেবার জন্য প্রেরণ করেন নি, কিন্তু
ইঞ্জিল তবলিগ করার জন্য প্রেরণ করেছেন; সেই
সুসমাচার তিনি আমাকে জ্ঞানীদের ভাষায় তব-
লিগ করতে পাঠান নি, যেন মসীহের ক্রুশ বিফল
না হয়।

১:১ ঈসা মসীহের আহ্বানপ্রাপ্ত প্রেরিত। ঈসা মসীহের সংবাদদাতারূপে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৌল তাঁর সবক'টি চিঠিতে এই উপাধি ব্যবহার করেন (ফিলিপীয়, ১ ও ২ থিষলনীকীয় এবং ফীলিমন ব্যতীত); প্রকাশ্যে এই দাবী করা বাস্তসম্মত ছিল, কারণ তাঁর এই কর্তৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছিল।

১:৩ রহমত ও শান্তি। রহমত সকল ঈসায়ী ঈমানদারের জীবনের আল্লাহ্‌ দত্ত ভিত্তি এবং শান্তি হচ্ছে মসীহ্‌তে প্রাপ্ত নাজাতের ফল।

১:৭ ঈসা মসীহের প্রকাশ। প্রাথমিক যুগের ঈসায়ীরা সর্বদা প্রভুর আসন্ন আগমনের অপেক্ষা করতেন। এ ব্যাপারে তাদের ঈমান ছিল অটল। তবে তাদের এই প্রত্যাশা ছিল শুধুই ঈসা মসীহের পুনরাগমনের, শেষ দিনগুলোতে যে সমস্ত ব্যতিক্রমী ও জটিল ঘটনাসমূহ ঘটতে যাচ্ছে তার জন্য নয়।

বরদানে পিছিয়ে পড় নি। রূহানিক বর বা উপহার; এটি হচ্ছে পাক-রূহের বাহ্যিক উপস্থাপন, যা ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজ করার জন্য মানুষকে সক্ষম করে তোলে। এখানে ব্যবহৃত গ্রীক শব্দটি হচ্ছে *কারিশমা*, যার অর্থ 'অনুগ্রহের দান'।

১:৮ তিনি। পিতা আল্লাহ্‌।

ঈসা মসীহের দিন। যে দিন তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন। এই দিন বলতে অনেক সময় মসীহের বেহেশতারোহণের পর থেকে শুরু হওয়া মণ্ডলীর রহমতের যুগকে বোঝায়। এই আগত দিনকে অ-ঈমানদারদের বিচার এবং ঈমানদারদের রহমত লাভের দিন হিসেবে প্রত্যাশা করা হয়।

১:৯ আল্লাহ্‌ বিশ্বাসযোগ্য। তিনি যা করতে প্রতিজ্ঞা করেছেন তা করবেন বলে তাঁর উপর আস্থা রাখা যায়। আল্লাহ্‌র নিজ বৈশিষ্ট্য তাঁর আহবানকে নিশ্চয়তা দেয়।

১:১২ আমি পৌলের ... কৈফার। মণ্ডলীর নেতাদের মধ্যে বিভক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। ঈমানদাররা সুসমাচার নয়, বরং সুসমাচার তবলিগকারীদের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছিলেন। কিন্তু পৌল এই ধরনের মনোভাবের প্রতি ভর্ৎসনা করেছেন।

আপল্লো। করিন্থীয় মণ্ডলীর একজন উল্লেখযোগ্য পরিচর্যাকারী। তাঁর বাগ্মিতা গ্রীকদের প্রভাবিত করেছিল এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের উপরে তাঁর জ্ঞান ইহুদীদেরকে প্রভাবিত করেছিল। পৌলের প্রস্থানের পর তিনি করিন্থে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

কৈফা। প্রেরিত পিতর। করিন্থীয় মণ্ডলীতে যারা পিতরকে অনুসরণ করতেন, তারা ছিলেন ইহুদী ঈসায়ী। সম্ভবত বারো জন সাহাবীর একজন হওয়ায়, কিংবা ইহুদীদের মধ্যে পরিচর্যা কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কারণে অনেকেই তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছিল।

আমি মসীহের। এ কথা যারা বলতো তারা সম্ভবত ছিল সেই সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষক ও ভণ্ড নবী, যারা প্রকাশ্যে প্রেরিত পৌলের বিরোধিতা করতো। তারা দাবী করতো যে, জ্ঞান মানুষকে শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করা এবং নৈতিক বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত করে। এই সমস্ত ভণ্ড শিক্ষকদের চেষ্টা ছিল মণ্ডলীকে তাদের ভ্রান্ত শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করা এবং মসীহের প্রকৃত অনুসারীদের বিরোধিতা করা।

১:১৭ বাপ্তিস্ম দেবার জন্য প্রেরণ করেন নি। পৌল বাপ্তিস্মকে হালকা করে দেখছেন না; বরং তিনি বলছেন যে, তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌-প্রদত্ত দায়িত্ব হল সুসমাচার তবলিগ করা। বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর সহকর্মীদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন।

মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র পরাক্রম ও প্রজ্ঞা

১৮ কারণ যারা বিনাশ পাচ্ছে, তাদের কাছে
সেই ক্রুশের কথা মূর্খতাস্বরূপ, কিন্তু নাজাত
পাচ্ছি যে আমরা, আমাদের কাছে তা আল্লাহ্‌র
পরাক্রমস্বরূপ। ১৯ কারণ লেখা আছে,
"আমি জ্ঞানবানদের জ্ঞান নষ্ট করবো,
বিবেচক লোকদের বিবেচনা ব্যর্থ করবো।"
২০ জ্ঞানবান কোথায়? আলেমই বা কোথায়? এই
যুগের বাদানুবাদকারীই বা কোথায়? আল্লাহ্‌ কি
দুনিয়ার জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেন নি?
২১ কারণ, আল্লাহ্‌র জ্ঞানক্রমে যখন দুনিয়া নিজের
জ্ঞান দ্বারা আল্লাহ্‌কে জানতে পারে নি, তখন
তবলিগের মূর্খতা দ্বারা যারা ঈমান এনেছে তাদের
নাজাত দিতে আল্লাহ্‌র বাসনা হল। ২২ কেননা
ইহুদীরা চিহ্ন-কাজ দেখতে চায় এবং গ্রীকেরা
জ্ঞানের খোঁজ করে; ২৩ কিন্তু আমরা ক্রুশে হত
মসীহ্‌কে তবলিগ করি; তিনি ইহুদীদের কাছে
বাধাস্বরূপ ও অ-ইহুদীদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ,
২৪ কিন্তু ইহুদী ও গ্রীক, আহ্বানপ্রাপ্ত সকলের
কাছে মসীহ্‌ আল্লাহ্‌রই পরাক্রম ও আল্লাহ্‌রই
জ্ঞানস্বরূপ। ২৫ কেননা আল্লাহ্‌র মূর্খতা বলে যা
মনে হয়, তা মানুষের জ্ঞানের চেয়ে বেশি
জ্ঞানযুক্ত এবং আল্লাহ্‌র দুর্বলতা বলে যা মনে
হয়, তা মানুষের শক্তির চেয়ে বেশি শক্তিশালী।
২৬ কারণ, হে ভাইয়েরা, তোমাদের যখন আহ্বান
করা হয়েছিল সেই সময়কার অবস্থা ভেবে দেখ,
মানুষের বিচার অনুসারে তোমাদের মধ্যে
অনেকেই যে জ্ঞানবান, পরাক্রমী, উচ্চপদস্থ
ছিলে তা নয়; ২৭ কিন্তু আল্লাহ্‌ দুনিয়ার মূর্খতার
বিষয়গুলো মনোনীত করলেন, যেন জ্ঞানবানদের
লজ্জা দেন; এবং আল্লাহ্‌ দুনিয়ার দুর্বল
বিষয়গুলো মনোনীত করলেন, যেন শক্তিমান
বিষয়গুলোকে লজ্জা দেন; ২৮ এবং দুনিয়ার যা যা
নীচ ও যা যা তুচ্ছ, যা কিছু নয়, সেসব আল্লাহ্‌
মনোনীত করলেন, যেন, দুনিয়াতে যা যা বড়
বলে মনে করা হয়, সেই সব মূল্যহীন হতে
পারে; ২৯ যেন কোন মানুষ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে
গর্ব না করতে পারে। ৩০ আল্লাহ্‌ই মসীহ্‌ ঈসাতে
তোমাদের জীবনের উৎস, যিনি আল্লাহ্‌ থেকে
আমাদের জন্য জ্ঞানস্বরূপ হয়েছেন, তিনিই
আমাদের ধার্মিকতা, পবিত্রতা এবং মুক্তি– যেমন
লেখা আছে, ৩১ "যে ব্যক্তি গর্ব করে, সে
প্রভুতেই গর্ব করুক"।

ক্রুশে হত মসীহ্‌কে তবলিগ করা

২ ১ হে ভাইয়েরা, আমি যখন তোমাদের
কাছে গিয়েছিলাম, তখন সুন্দর ভাষায় বা

[১:১৮] ২থিষ ২:১০। [১:১৯] ইশা ২৯:১৪। [১:২০] ইশা ১৯:১১,১২। [১:২১] রোমীয় ১১:১৪। [১:২২] মথি ১২:৩৮। [১:২৩] ১করি ২:২; গালা ৩:১। [১:২৪] রোমীয় ৮:২৮; কল ২:৩। [১:২৫] ২করি ১৩:৪। [১:২৬] রোমীয় ৮:২৮। [১:২৭] ইয়াকুব ২:৫। [১:২৮] রোমীয় ৪:১৭। [১:২৯] ইফি ২:৯। [১:৩০] ফিলি ৩:৯; ১করি ১:২। [১:৩১] ইয়ার ৯:২৩,২৪; জবুর ৩৪:২; ৪৪:৮। [২:১] ১করি ১:১৭।

১:১৮ আল্লাহ্‌র পরাক্রমস্বরূপ। ক্রুশের বার্তা কেবলমাত্র ক্রুশ সম্পর্কিত জ্ঞান ও সত্যের ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী শক্তিও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। সেই সাথে তা মানুষের দেহে আরোগ্য সাধন করে, বাদ-রূহ্‌ ছাড়ায় ও গুনাহ্‌র বন্ধন থেকে মুক্ত করে।

১:১৯ আমি জ্ঞানবানদের ... ব্যর্থ করবো। উদ্ধৃতিটি ইশা ২৯:১৪ আয়াত থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌ মিসরের সাথে সন্ধি করতে চাওয়ার জন্য এহুদার 'প্রজ্ঞার' নীতিকে দোষারোপ করেছেন, যখন সে আশেরিয়ার বাদশাহ্‌ সন্‌হেরিবের আগ্রাসনে আতঙ্কিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

১:২০ দুনিয়ার জ্ঞান। সকল মানবীয় বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রসূত দার্শনিক জ্ঞান অসার হিসেবে পরিণত হবে, কারণ আল্লাহ্‌ ও তাঁর প্রত্যাদেশ সম্পর্কে তারা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। দুনিয়ার জ্ঞান আল্লাহ্‌কে উপেক্ষা করে মানুষের আত্মনির্ভরশীলতায় জোর দেয়, নিজের ক্ষমতাকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বলে মনে করে এবং ঈসা মসীহের মাধ্যমে আগত আল্লাহ্‌র প্রত্যাদেশগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে।

১:২১ আল্লাহ্‌র জ্ঞানক্রমে। মানবীয় সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তাঁর কিতাবে যে নিয়ম দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করে।

আল্লাহ্‌কে জানতে পারে নি। তাঁর অন্তর ও স্বভাবের সাথে এক হতে পারে নি, যা দুনিয়ার কাছে অপরিচিত ছিল।

তবলিগের মূর্খতা। এখানে 'তবলিগের মূর্খতা' কথাটির মূল অর্থ হচ্ছে 'তবলিগকৃত বিষয়টির মূর্খতা', অর্থাৎ তবলিগের পদ্ধতি নয়, বরং ক্রুশারোপিত ও পুনরুত্থিত ঈসা মসীহের প্রভুত্ব ঘোষণার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

১:২২ ইহুদীরা চিহ্ন-কার্য দেখতে চায়। এতে আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের অবিশ্বস্ততা প্রকাশ পায়। ইহুদীদের এই প্রত্যাশা ছিল যে, মসীহের আগমন সূচিত হবে দৃষ্টিনন্দন চিহ্ন-কার্যের মধ্য দিয়ে।

গ্রীকরা জ্ঞানের খোঁজ করে। সাধারণ অর্থে সমস্ত গ্রীকদের বেলায় এ কথা সত্য, কিন্তু বিশেষভাবে এখানে গ্রীক দার্শনিকদের কথা বলা হচ্ছে।

১:২৩ ইহুদীদের কাছে বাধাস্বরূপ। ইহুদীরা আশা করেছিল এক বিজয়ী রাষ্ট্রনায়ক মসীহ্‌কে, কোন ক্রুশাহত ক্ষমতাহীন ব্যক্তিকে নয়।

অ-ইহুদীদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ। গ্রীকরা ও রোমীয়রা নিশ্চিত ছিল যে, কোন খ্যাতিমান ব্যক্তি ক্রুশাহত হতে পারেন না; তাই এটি তাদের কাছে অচিন্তনীয় যে, একজন ক্রুশাহত অপরাধী নাজাতদাতা হতে পারেন।

১:২৭ মূর্খতার বিষয়গুলো মনোনীত করলেন। আল্লাহ্‌র মানদণ্ড ও দুনিয়ার মানদণ্ড এক নয়। আল্লাহ্‌ দুনিয়ার জ্ঞান ও মানদণ্ডকে মিথ্যা ও তুচ্ছ বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

১:২৮ যা যা বড় ... মূল্যহীন হতে পারে। ঈসা মসীহের ক্রুশীয় মৃত্যু ও তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ এই দুনিয়ার অসার বিষয়গুলোকে মূল্যহীন করেছেন এবং মানবীয় মতাদর্শ ও তুচ্ছ জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও মূর্খতায় পরিণত করেছেন।

১:২৯ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে গর্ব না করতে পারে। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হল, মানুষ পরস্পরের মাঝে যতই আত্মপ্রশংসা করুক না কেন, তাঁর উপস্থিতিতে তারা যেন তা না করে, বরং শুধুমাত্র আল্লাহকে প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত করে।

১:৩০ আল্লাহ্‌ই ... জীবনের উৎস। আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে ঈসা মসীহের সাথে মিলন ও সহভাগিতার জন্য আহবান করেছেন। ঈমানদারদের নতুন জীবন আল্লাহ্‌ দান করেন, কিন্তু এর পথ তিনি করে দিয়েছেন মসীহের মধ্য দিয়ে। ক্রুশের উপর ঈসা মসীহের মৃত্যুর কারণে আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন নিশ্চিত হয়েছে।

২:১ আমি যখন তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম। ৫১ খ্রীষ্টাব্দে

জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা অনুসারে তোমাদেরকে যে
আল্লাহ্‌র নিগূঢ়তত্ত্ব জানিয়েছিলাম তা নয়।
২ কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের
মধ্যে আর কিছুই জানবো না, কেবল ঈসা মসীহ্‌
এবং তাঁকে ক্রুশে হত বলেই জানবো। ৩ আর
আমি তোমাদের কাছে যখন ছিলাম তখন দুর্বল,
ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে ছিলাম, ৪ আর আমার কথা ও
আমার তবলিগ জ্ঞানের বাক্‌চাতুর্যে মনোহর ছিল
না, বরং পাক-রূহ্‌ ও পরাক্রম দেখা গিয়েছিল,
৫ যেন তোমাদের ঈমান মানুষের জ্ঞানের উপরে
নয় কিন্তু আল্লাহ্‌র পরাক্রমের উপরে নির্ভর করে।

বেহেশতী জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা

৬ তবুও আমরা পরিপক্কদের মধ্যে জ্ঞানের
কথা বলছি, কিন্তু সেই জ্ঞান এই যুগের নয় এবং
এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়, এরা তো
ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়ছেন। ৭ কিন্তু আমরা
আল্লাহ্‌র সেই নিগূঢ়তত্ত্বরূপ জ্ঞানের কথা বলছি,
যা গুপ্ত ছিল, যা আল্লাহ্‌ আমাদের মহিমার জন্য
যুগপর্যায়ের আগেই স্থির করে রেখেছিলেন।
৮ এই যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউ তা
জানেন নি; কেননা যদি জানতেন, তবে মহিমার
প্রভুকে ক্রুশে দিতেন না। ৯ কিন্তু, যেমন লেখা
আছে,

"চোখ যা দেখে নি, কান যা শোনে নি
এবং মানুষের হৃদয়াকাশে যা ওঠে নি,
যারা তাঁকে মহব্বত করে,
আল্লাহ্‌ তাদের জন্য তা প্রস্তুত করে
রেখেছেন।"

১০ কারণ আমাদের কাছে আল্লাহ্‌ তাঁর রূহ্‌ দ্বারা
তা প্রকাশ করেছেন, কেননা পাক-রূহ্‌ সকলই
অনুসন্ধান করেন, আল্লাহ্‌র গভীর বিষয়গুলোও
অনুসন্ধান করেন। ১১ কারণ মানুষের মধ্যে কে
মানুষের সত্যিকারের বিষয়গুলো জানে? কেবল
মানুষের অন্তরস্থ রূহ্‌ই তার চিন্তাগুলো জানে;
তেমনি আল্লাহ্‌র বিষয়গুলো কেউ জানে না,
কেবল আল্লাহ্‌র রূহ্‌ই তা জানেন। ১২ কিন্তু
আমরা দুনিয়ার রূহ্‌কে পাই নি, বরং আল্লাহ্‌র
কাছ থেকে আসা রূহ্‌কে পেয়েছি, যেন আল্লাহ্‌
মেহেরবানী করে আমাদেরকে যা যা দান
করেছেন তা জানতে পারি। ১৩ আমরা সেসব
বিষয়েরই কথা, মানুষের জ্ঞান যেভাবে শিক্ষা
দেয় সেরকমভাবে নয়, কিন্তু পাক-রূহের দ্বারা
শিক্ষা পেয়ে বলছি; যারা পাক-রূহ্‌ লাভ
করেছেন তাদের কাছ রূহানিক সত্য ব্যাখ্যা

[২:২] গালা ৬:১৪; ১করি ১:২৩।
[২:৩] ১করি ৪:১০; ৯:২২;
[২:৪] রোমীয় ১৫:১৩।
[২:৫] ২করি ৪:৭; ৬:৭।
[২:৬] ইয়াকুব ১:৪; ১করি ১:২০।
[২:৭] রোমীয় ১৬:২৫।
[২:৮] জবুর ২৪:৭; ইয়াকুব ২:১।
[২:৯] ইশা ৬৪:৪; ৬৫:১৭।
[২:১০] গালা ১:১২; ২:২; ইফি ৩:৩,৫; ইউ ১৪:২৬।
[২:১১] ইয়ার ১৭:৯; মেসাল ২০:২৭।
[২:১২] রোমীয় ৮:১৫; ১করি ১:২০,২৭; ইয়াকুব ২:৫।
[২:১৩] ১করি ১:১৭।

করিন্থে তাঁর প্রারম্ভিক যাত্রার প্রাক্কালে।

সুন্দর ভাষায় ... তা নয়। সম্ভবত আপল্লো তাঁর তবলিগের মধ্য দিয়ে করিন্থীয়দের এমনভাবে প্রভাবিত করেছিলেন যে, তারা বাকপটুতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা উপরে অহেতুক জোর দিচ্ছিল। অপরদিকে পৌলের তবলিগকৃত বিষয়গুলো মণ্ডলীর বা দুনিয়ার আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন সুসমাচারের মূল সত্যটি এবং পাক-রূহের শক্তির উপরে গুরুত্ব দিতে। এ কারণে তিনি মানবীয় বাকপটুতা বা জ্ঞানের উপরে নির্ভর না করে পাক-রূহের উপরে নির্ভর করে তবলিগ করতেন।

২:২ আর কিছুই জানবো না। পৌল শুধুমাত্র ঈসা মসীহ্‌কে তাঁর শিক্ষা ও তবলিগের একমাত্র বিষয় বলে ঘোষণা করেন। তিনি মসীহের ক্রুশারোপণে মনোনিবেশ করে প্রকৃত জ্ঞান তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন।

২:৪ জ্ঞানের বাক্‌চাতুর্যে মনোহর ছিল না। এই উক্তির মধ্য দিয়ে তবলিগকারীদেরকে তবলিগের জন্য অধ্যয়ন করা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রতি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে না। পৌলের প্রতিটি পত্র তাঁর অপরিমেয় জ্ঞান প্রকাশ করে এবং তাঁর বাকপটুতা এরিওপেগাসের সামনে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় প্রতীয়মান হয়। পৌলের মতে যতক্ষণ না পাক-রূহ শ্রোতার হৃদয়ে কথা বলেন, সে পর্যন্ত একজন তবলিগকারীর জ্ঞান ও বাকপটুতা মূল্যহীন।

পাক-রূহ্‌ ও পরাক্রম দেখা গিয়েছিল। পৌলের তবলিগের সময় পাক-রূহ্‌ নিজে লোকদেরকে তাদের গুনাহ্‌, ধার্মিকতা ও বিচার সম্পর্কে চেতনা দিতেন এবং পুনরুত্থিত ঈসা মসীহ্‌ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতেন। পাক-রূহ্‌ নিজেই পৌলের তবলিগের মধ্য দিয়ে লোকদের জীবনে পরিবর্তন আনতেন এবং তারা গুনাহ্‌ ও মন্দতা থেকে মুক্ত হয়ে ঈমানদার হিসেবে পরিবর্তিত হত। এছাড়া অনেক অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে এই পরাক্রম প্রদর্শিত হত।

২:৫ জ্ঞানের উপরে নয় ... পরাক্রমের উপরে। প্রথম থেকেই পৌলের উদ্দেশ্য ছিল এ কথা নিশ্চিত করা যে, লোকদের 'ঈমান' স্বয়ং আল্লাহ্‌ স্থাপন করেছেন, কোন মানবীয় ক্ষমতায় বা জ্ঞানের প্রভাবে তা সাধিত হয় নি। বস্তুত করিন্থের মত নগরে মানুষের মাঝে ঈমানের ভিত্তি স্থাপন ও এর বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই অতিপ্রাকৃত ভিত্তির প্রয়োজন ছিল।

২:৬ পরিপক্ক। জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ঈসায়ীগণ।

সেই জ্ঞান এই যুগের নয়। প্রকৃত ঈসায়ী তবলিগের জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন তা কেবল কথার চাতুর্যতাপূর্ণ ব্যবহার নয়, বাকপটুতা নয়। দুনিয়াবী জ্ঞান পাক-রূহের কাজকে প্রতিরোধ করে, মানবীয় মূল্যবোধকে সামনে রাখে এবং ক্রুশের বাণীকে মূর্খের প্রলাপ বলে অভিহিত করে।

এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়। দুনিয়াবী শাসনকর্তাদের কর্তৃত্বের মন্দ পরিকল্পনার পশ্চাতে (যেমন পীলাত, কায়াফা) অন্ধকারের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা নিহিত রয়েছে।

২:৭ নিগূঢ়তত্ত্বরূপ জ্ঞান। নিগূঢ়তত্ত্ব হচ্ছে সেই রহস্যময় জ্ঞান যা একসময় লুক্কায়িত ছিল, কিন্তু এখন তা আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কাছে প্রকাশ করেছেন; তবে অ-ঈমানদারদের কাছে তা এখনও লুক্কায়িত।

আমাদের মহিমার জন্য। আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা অনুসারে প্রত্যেক ঈমানদার ঈসা মসীহের মহিমার অংশীদার হবেন।

২:১২ দুনিয়ার রূহ্‌; মানবীয় জ্ঞানের রূহ্‌, যা আল্লাহ্‌ হতে বিচ্ছিন্ন ও গুনাহ্‌পূর্ণ স্বভাবে পরিপূর্ণ। ঈসায়ীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তারা দুনিয়ার রূহ্‌ ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র রূহ্‌কে গ্রহণ করেন এবং সুসমাচার প্রদত্ত সকল দান ও রহমত লাভ করেন। দুনিয়ার রূহ্‌ কখনোই প্রেরিতদেরকে আল্লাহ্‌র জ্ঞান বিস্তারে অনুপ্রাণিত করে নি, করেছেন স্বয়ং পাক-রূহ্‌।

যেন ... জানতে পারি। যারা আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে, তাদের জন্য তিনি যে সমস্ত বিষয়গুলো প্রস্তুত করে রেখেছেন, তারা যেন সেগুলো পাক-রূহের প্রত্যাদেশ ও তাঁর প্রদত্ত জ্ঞানের আলোকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

২:১৩ পাক-রূহের ... শিক্ষা। যে বার্তা পৌল ঘোষণা করেছেন,

করছি। ১৪ কিন্তু যারা রূহানিক নয় তারা আল্লাহ্‌র
রূহের বিষয়গুলো গ্রহণ করে না, কেননা তার
কাছে সেসব মূর্খতা; আর সেসব সে বুঝতে পারে
না, কারণ তা রূহানিকভাবে পরীক্ষিত হয়।
১৫ কিন্তু যে রূহানিক লোক, সে সমস্ত বিষয়
পরীক্ষা করে দেখে; কিন্তু তাকে কেউ পরীক্ষা
করে দেখতে পারে না। ১৬ কেননা "কে প্রভুর মন
জেনেছে যে, তাঁকে উপদেশ দিতে পারে?" কিন্তু
মসীহের মন আমাদের আছে।

তবলিগকারীরা আল্লাহ্‌র সহকার্যকারী

৩ ১ হে ভাইয়েরা, যারা রূহানিক তাদের
কাছে যেভাবে কথা বলা প্রয়োজন সেই
রকমভাবে তোমাদের কাছে কথা বলি নি, কিন্তু
গুনাহ্‌-স্বভাবের লোকদের কাছে, মসীহ্‌ সম্বন্ধীয়
শিশুদের কাছে যেভাবে কথা বলে সেইভাবে
তোমাদের কাছে কথা বলেছি। ২ আমি
তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছিলাম, শক্ত খাবার
দিই নি, কেননা তখন তোমাদের শক্তি হয় নি;
৩ এমন কি, এখনও তোমাদের শক্তি হয় নি,
কারণ এখনও তোমরা দুনিয়াবী রয়েছ; বাস্তবিক
যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও ঝগড়া রয়েছে,
তখন তোমরা কি দুনিয়াবী নও এবং সাধারণ
মানুষের মত কি চলছো না? ৪ কেননা যখন
তোমাদের এক জন বলে আমি পৌলের, আর
এক জন বলে আমি আপল্লোর, তখন তোমরা
কি মানুষ মাত্র নও?
৫ ভাল, আপল্লো কি? আর পৌলই বা কি? তারা
তো পরিচারকমাত্র, যাদের মধ্য দিয়ে তোমরা
ঈমানদার হয়েছ– যেমন প্রভু এক এক জনকে
তাঁর কাজ দিয়েছেন। ৬ আমি রোপণ করলাম,
আপল্লো পানি সেচন করলেন, কিন্তু আল্লাহ্‌ বৃদ্ধি
দিতে থাকলেন। ৭ অতএব রোপক কিছু নয়,
সেচকও কিছু নয়, আল্লাহ্‌ই বৃদ্ধি দিয়ে থাকেন।
৮ আর রোপক ও সেচক উভয়েই এক এবং যার
যেমন নিজের শ্রম, সে তেমনি নিজের বেতন
পাবে। ৯ কারণ আমরা আল্লাহ্‌রই সহকার্যকারী;
তোমরা আল্লাহ্‌রই ক্ষেত, আল্লাহ্‌রই গাঁথনি।
১০ আল্লাহ্‌র যে রহমত আমাকে দেওয়া হয়েছে,
সেই অনুসারে আমি জ্ঞানবান গাঁথকের মত
ভিত্তিমূল স্থাপন করেছি, আর তার উপরে অন্য
লোকেরা গাঁথছে; কিন্তু প্রত্যেক জন দেখুক,
কিভাবে সে তার উপরে গাঁথে। ১১ কেননা কেবল
যা স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তিমূল কেউ
স্থাপন করতে পারে না, সেই ভিত্তিমূল হলেন
ঈসা মসীহ্‌। ১২ এখন এই ভিত্তিমূলের উপরে
যদি কেউ সোনা, রূপা, বহুমূল্য পাথর, কাঠ,

[২:১৪] ইউ ১৪:১৭; ১করি ১:১৮।
[২:১৫] ১করি ৩:১; গালা ৬:১।
[২:১৬] ইশা ৪০:১৩।
[৩:১] ১করি ২:১৫; রোমীয় ৭:১৪।
[৩:২] ইব ৫:১২-১৪।
[৩:৩] গালা ৫:২০।
[৩:৪] ১করি ১:১২।
[৩:৫] ইফি ৩:৭; কল ১:২৩,২৫।
[৩:৬] ১করি ৪:১৫; ৯:১; ১৫:১।
[৩:৮] জবুর ১৮:২০; ৬২:১২।
[৩:৯] ইশা ৬১:৩; ইফি ২:২০-২২।
[৩:১০] রোমীয় ১২:৩; ১৫:২০; ইফি ২:২০।
[৩:১১] ইফি ২:২০; ইশা ২৮:১৬।

তা পাক-রূহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষারই প্রতিফলন। এই রূহানিক সত্য উপযুক্ত রূহানিক শিক্ষা দ্বারা যথার্থভাবে প্রামাণ্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। পাক-রূহের অনুপ্রেরণা ও প্রত্যক্ষ নির্দেশনা ব্যতীত কেউ আল্লাহ্‌র গোপন সত্য প্রকাশ করতে পারে না।

২:১৪ যারা রূহানিক নয়। এমন একজন ব্যক্তি, যে কেবল প্রকৃতিগত বিচারবুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে সমস্ত কিছু বিবেচনা করে। অ-ঈসায়ীরা তাদের জীবনে মূলত কেবল পার্থিব ও প্রকৃতিগত বিষয়সমূহে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যেহেতু সে পাক-রূহ্‌কে ধারণ করে না, এই কারণে সে প্রকৃত সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে না– যা পাক-রূহ্‌ থেকে আসে।

২:১৫ যে রূহানিক লোক। পাক-রূহে পূর্ণ এবং রূহানিক বুদ্ধি ও জ্ঞানে পরিপক্ক।

তাকে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারে না। যে ব্যক্তির অন্তরে পাক-রূহের উপস্থিতি নেই, সে অপর কোন রূহানিক ব্যক্তির বিচার করার জন্য উপযুক্ত নয়। প্রকৃত ঈমানদারদেরকে অ-ঈমানদাররা কোনভাবেই কোন বিচারে অভিযুক্ত সাব্যস্ত করতে পারে না, কারণ তাদের মাঝে পাক-রূহের জ্ঞান নেই।

২:১৬ মসীহের মন আমাদের আছে। মসীহের মন জানার অর্থ হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর নাজাতের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারা; অর্থাৎ আল্লাহ্‌ যেভাবে কোন একটি বিষয়কে মূল্যায়ন করেন, সেভাবে তা মূল্যায়ন করা। পাক-রূহ্‌ ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে সমস্ত কিছু ঈসা মসীহের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে সক্ষম করে তোলেন।

৩:১ যারা রূহানিক ... কথা বলি নি। করিন্থীয় মণ্ডলীর প্রধান সমস্যাটি ছিল, তারা আল্লাহ্‌র রহমতের ভাগী হতে চেয়েছিল, অথচ দুনিয়া ও এর মন্দ পথগুলো ছাড়তে রাজি ছিল না। এ কারণেই করিন্থে প্রথমবার অবস্থানের সময়ে পৌল সেখানকার ঈসায়ীদেরকে রূহানিক ও পরিপক্ক ব্যক্তিদের মত সম্বোধন করতে পারেন নি, কারণ ঈমানের দিক থেকে তারা তখনও ছিল শিশু।

৩:২ দুধ ... শক্ত খাবার দিই নি। অর্থাৎ তিনি তাদের প্রাথমিক ঈসায়ী শিক্ষা দান করেছিলেন, তাদের পক্ষে কঠিন ও দুর্বোধ্য কোন শিক্ষা দেন নি।

৩:৩ সাধারণ মানুষের মত। আল্লাহ্‌র মানুষ হওয়ার পরিবর্তে করিন্থীয় মণ্ডলীর ঈসায়ীরা দুনিয়ার আর সকল মানুষের মত জীবন ধারণ করছিলেন। ঈসায়ী হয়েও তারা নীচ মানবীয় স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কাজ করছিলেন।

৩:৬ আমি রোপণ করলাম। পৌলের কাজ ছিল অগ্রদূতের মত; তিনি এমন জায়গায় তবলিগ করতেন যেখানে কেউ আগে কখনও তবলিগ করে নি।

আপল্লো পানি সেচন করলেন। আপল্লো প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীতে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন এবং পৌল যাদেরকে ঈসায়ী হিসেবে জয় করেছিলেন, তাদের রূহানিক উন্নতি সাধনের কাজ করেছিলেন।

আল্লাহ্‌ বৃদ্ধি দিতে থাকলেন। ঈমান সৃষ্টি ও বৃদ্ধি কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র কাজ। তাঁকে ছাড়া শুধু মানুষের চেষ্টায় কোন ফল আসবে না।

৩:৮ রোপক ও সেচক উভয়েই এক। যিনি সুসমাচার তবলিগ করে মানুষের মন পরিবর্তন করেছেন এবং যিনি মন পরিবর্তনকারীদের মাঝে পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে তাদের ঈমানকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করেছেন, তাদের উভয়ের কাজই সমান গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক যেভাবে 'রোপণ করা' ও 'পানি সেচন করা' একে অন্যের পরিপূরক। এ কারণে এই দু'টি পৃথক দায়িত্বে নিয়োজিতদের কখনো বিরোধে যাওয়া উচিত নয়।

৩:১০ জ্ঞানবান গাঁথক। গাঁথক ছিলেন সেই সমস্ত কর্মীরা যারা শরীয়ত-তাঁবু নির্মাণে ও সাজ-সজ্জায় শ্রম দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রধান গাঁথক বা স্থপতি সমস্ত নির্মাণ কাজের তদারকি করতেন, যিনি শ্রম না দিয়ে জ্ঞান দিয়েছিলেন। পৌল এখানে নিজেকে এই প্রধান গাঁথকের সাথে তুলনা করেছেন।

৩:১২ সোনা, রূপা, বহুমূল্য পাথর। মূল্যবান ও টেকসই কাজ,

খড় ও নাড়া দিয়ে গাঁথে, [13] তবে প্রত্যেক ব্যক্তির
কাজ প্রকাশিত হবে। কারণ বিচারের দিনই তা
প্রকাশ করবে, কেননা সেই দিনের প্রকাশ
আগুনের মধ্য দিয়েই হবে; আর প্রত্যেকের কাজ
যে কি রকম, সেই আগুনই তার পরীক্ষা করবে।
[14] যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি টিকে
থাকে, তবে সে বেতন পাবে। [15] যার কাজ পুড়ে
যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু সে নিজে নাজাত
পাবে। তবে তার অবস্থা এমন হবে যে, সে যেন
আগুনের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে।
[16] তোমরা কি জান না যে, তোমরা
আল্লাহ্‌র এবাদতখানা এবং আল্লাহ্‌র রূহ্
তোমাদের মধ্যে বাস করেন? [17] যদি কেউ
আল্লাহ্‌র এবাদতখানা বিনষ্ট করে, তবে আল্লাহ্
তাকে বিনষ্ট করবেন, কেননা আল্লাহ্‌র
এবাদতখানা পবিত্র, আর তোমরাই সেই
এবাদতখানা।
[18] কেউ নিজেকে ফাঁকি না দিক।
তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে এই
যুগে জ্ঞানবান বলে মনে করে, তবে সে জ্ঞানবান
হবার জন্য মূর্খ হোক। [19] যেহেতু এই দুনিয়ার
যে জ্ঞান, তা আল্লাহ্‌র কাছে মূর্খতা। কারণ লেখা
আছে, "তিনি জ্ঞানবানদেরকে তাদের ধূর্ততায়

[৩:১৩] ইয়ার ২৩:২৮,২৯; মালাখি ৩:৩।
[৩:১৫] এহুদা ২৩।
[৩:১৬] ইব ৩:৬; রোমীয় ৮:৯।
[৩:১৮] ইশা ৫:২১; ১করি ৮:২।
[৩:১৯] আইয়ুব ৫:১৩।
[৩:২০] জবুর ৯৪:১১।
[৩:২১] ১করি ৪:৬; রোমীয় ৮:৩২।
[৩:২২] রোমীয় ৮:৩৮।
[৩:২৩] গালা ৩:২৯।
[৪:১] ১করি ৩:৫; ৯:১৭; তীত ১:৭।
[৪:৪] ২করি ১০:১৮।
[৪:৫] জবুর ৯০:৮; ১করি ৩:১৩; রোমীয় ২:২৯।

ধরেন।" [20] আবার লেখা আছে, "প্রভু
জ্ঞানবানদের তর্কবিতর্ক জানেন যে, সেসব
অসার।" [21] অতএব কেউ মানুষকে নিয়ে গর্ব না
করুক। কেননা সকলই তোমাদের– [22] পৌল,
বা আপল্লো, বা কৈফা, বা দুনিয়া, বা জীবন, বা
মরণ, বা উপস্থিত বিষয়, বা ভবিষ্যৎ বিষয়,
সকলই তোমাদের; [23] আর তোমরা মসীহের ও
মসীহ্ আল্লাহ্‌র।

প্রেরিতদের পরিচর্যা

৪ [1] লোকে আমাদেরকে এরকম মনে করুক
যে, আমরা মসীহের সেবক ও আল্লাহ্‌র
নিগূঢ়তত্ত্বরূপ ধনের ধনাধ্যক্ষ। [2] আর এই স্থলে
ধনাধ্যক্ষের এই গুণ থাকা প্রয়োজন, যেন তাকে
বিশ্বস্ত দেখতে পাওয়া যায়। [3] কিন্তু তোমাদের
দ্বারা কিংবা মানুষের আদালতে যে আমার বিচার
হয়, তা আমার মতে অতি ক্ষুদ্র বিষয়; এমন কি,
আমি আমার নিজেরও বিচার করি না। [4] কারণ
আমি আমার নিজের বিরুদ্ধে কিছু জানি না, তবু
এতে প্রমাণ হচ্ছে না যে, আমি নির্দোষ; কিন্তু
যিনি আমার বিচার করেন, তিনি প্রভু। [5] অতএব
তোমরা সময়ের আগে, যে পর্যন্ত প্রভু না
আসেন, সেই পর্যন্ত কোন বিচার করো না;
তিনিই অন্ধকারের গুপ্ত বিষয়গুলো আলোতে

যা বেহেশতী বিচারে অটল থাকে; এটি শুদ্ধ ঈসায়ী মতবাদ ও জীবনের প্রতীকস্বরূপ।

কাঠ, খড় ও নাড়া। মূল্যহীন ও ভঙ্গুর কাজ, যা বেহেশতী বিচারে টিকে থাকবে না; এটি দুর্বল, নীরস শিক্ষা দান ও ফলহীন জীবনের প্রতীকস্বরূপ।

৩:১৪ যে যা গেঁথেছে ... সে বেতন পাবে। আল্লাহ্ হারানোদেরকে নাজাত দেন এবং নাজাতপ্রাপ্তদের বিশ্বস্ত সেবার জন্য পরিচর্যা-কারীদের পুরস্কারের ঘোষণা দেন।

৩:১৫ সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিতাবুল মোকাদ্দস পরিষ্কারভাবে এ কথা বলে যে, মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা আল্লাহ্‌র বিচারের অধীন নয়। তবুও ঈমানদারদের জন্য ভবিষ্যতে একটি বিচারের বিষয়ে আমরা দেখি। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততা এবং তাঁর কাছ থেকে যে অনুগ্রহ মানুষ লাভ করেছে, তার একটি মূল্যায়ন আল্লাহ্ করবেন। এই মূল্যায়নে যারা তাদের প্রাপ্ত দানের অনুরূপ কৃতজ্ঞতা দেখাতে ব্যর্থ হবে, তাদেরকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট না হলেও মহা ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

যেন আগুনের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। একটি গ্রীক বাগধারার অনুরূপ, যার অর্থ 'কোনমতে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে আসা'। এখানে বোঝানো হচ্ছে যে, সকল মানুষের কাজ আল্লাহ্‌র ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার আগুনে শুদ্ধ ও পবিত্র করা হবে।

৩:১৬ আল্লাহ্‌র এবাদতখানা। প্রত্যেক ঈসায়ীকে আল্লাহ্‌র এবাদতখানার মত পবিত্র হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে গ্রীক শব্দ 'নাওস' ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ 'মহা পবিত্র স্থান'। করিন্থীয় মণ্ডলীকে তাদের সব ধরনের গুনাহ্ থেকে দূরে থাকার জন্য এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে গুনাহ্ ও মন্দতা থাকে, সেখানে আল্লাহ্ বাস করতে পারেন না।

৩:১৭ আল্লাহ্ তাকে বিনষ্ট করবেন। মণ্ডলী স্থাপনকারীদের জন্য পৌল এখানে সবচেয়ে কড়া সতর্কবাণীটি উল্লেখ করেছেন। এখানে বলা হচ্ছে, কেউ যদি কোন একটি মণ্ডলী, বা কোন একজন ঈমানদারকে মন্দ পথে ঠেলে দেয়, বা কোনভাবে কলুষতায় জড়াতে বাধ্য করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন এবং তাকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দেবেন।

পবিত্র। মণ্ডলী আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা করার জন্য পবিত্রীকৃত, তাই মণ্ডলীকে বিভক্ত করে অপবিত্র করার উপরে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

৩:১৮ জ্ঞানবান হবার জন্য মূর্খ হোক। যারা মানবীয় জ্ঞানে পরিপূর্ণ তাদের ভেতরে প্রকৃত জ্ঞান নেই। এই কারণে দুনিয়ার জ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে মূর্খ হতে হবে, অর্থাৎ দুনিয়ার প্রভাবশূন্য হতে হবে এবং এরপরেই কেবল রূহানিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হবে।

৩:২০ তর্কবিতর্ক। দুনিয়ার জ্ঞানে জ্ঞানীরা আল্লাহ্‌র পথ সম্পর্কে যে সমস্ত অসার ও অর্থহীন বাক্যব্যয় করে থাকে।

৩:২১ মানুষকে নিয়ে গর্ব। করিন্থীয়দের নির্দেশ করে বলা হচ্ছে, যারা নিজেদেরকে একেকজন পরিচর্যাকারী বা প্রেরিতের শিষ্য মনে করে গর্ব অনুভব করতো।

৩:২৩ তোমরা মসীহের। অর্থাৎ, "তোমরা শুধুই ঈসা মসীহের অধীন ও তাঁর সাথে যুক্ত; অন্য কোন মানুষের নও তোমরা।" প্রত্যেক ঈমানদারকে অবশ্যই ঈসা মসীহের প্রতি অনুগত হতে হবে, অন্য কারও প্রতি নয়।

মসীহ্ আল্লাহ্‌র। ঈসা মসীহ্ পিতা আল্লাহ্‌র সাথে আবদ্ধ, তাঁর অধীনস্থ নন। ঈসায়ী মণ্ডলী ঈসা মসীহের সাথে যুক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ ও পাক-রূহের সাথে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ত্রিত্বের সাথে যুক্ত হতে পারেন।

৪:১ সেবক; গ্রীক ভাষায় এর অর্থ 'গৃহের তত্ত্বাবধানকারী' বা 'ধনাধ্যক্ষ'। তবে তার অর্থ এই নয় যে, প্রেরিতদেরকে মণ্ডলীর প্রশাসক হতে হবে; বরং তাদেরকে চূড়ান্তভাবে নির্ভরযোগ্য হতে হবে।

নিগূঢ়তত্ত্ব; যে সকল তত্ত্ব মানবীয় প্রজ্ঞা আবিষ্কার করতে পারে না। আল্লাহ্ এই নিগূঢ় ও রহস্যময় তত্ত্ব তাঁর লোকদের কাছে

এবাদত সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দস আমাদেরকে কী শেখায়?

প্রথমত এবং সবচেয়ে স্পষ্ট কথায় এবাদত হচ্ছে জীবন্ত ও পবিত্র আল্লাহ্‌র মুখোমুখি হওয়া।	দেখুন হিজরত ৩:৫ আল্লাহ্‌ আমাদের বন্ধু, কিন্তু তিনি আমাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ও বটে। তাঁর কাছে অপ্রস্তুত অবস্থায় ও ভক্তিহীনভাবে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি সম্মান ও আন্তরিকতার অভাব প্রকাশ পায়। যখন আমরা এবাদতে আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হব, তখন একজন বাদশাহ্‌র সম্মুখে যেভাবে মানুষ যায়, সেভাবেই তাঁর সামনে যেতে হবে।
এবাদতকারীর অন্তঃকরণ সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ না হলে তা প্রকৃত এবাদত হবে না।	দেখুন লেবীয় ৭:৩৮ লেবীয় কিতাবের সমস্ত রীতি-নীতির উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে মূল্যবান শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু সময়ের আবর্তনে মানুষ এই রীতি-রীতি থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। আমাদের মণ্ডলী যখন প্রাণহীন, অর্থহীন রীতি-নতি পালন করতে থাকবে, তখন আমাদের উচিত হবে এই সকল রীতি-নীতির পেছনের সত্যিকার উদ্দেশ্য কী তা আবিষ্কার করা এবং সেই চেতনা নিয়ে এবাদতে সামিল হওয়া।
প্রকৃত এবাদতের অভিজ্ঞতা অনেক সময় এবাদতের প্রস্তুতির প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে দেখা দেয়।	দেখুন শুমারী ২৮:১-২ এই সকল আনুষ্ঠানিক রীতি-নীতি অনুসরণ করাটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এতে করে লোকেরা তাদের অন্তরকে এবাদতের জন্য প্রস্তুত করে তোলার সুযোগ পায়। আপনার অন্তর যদি প্রস্তুত না হয়, তাহলে এবাদত করা একেবারেই অর্থহীন। আল্লাহ্‌ তখনই খুশি হন যখন আপনি তাঁর সামনে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তর নিয়ে উপস্থিত হবেন।
ঈমানদারদের উচিত আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার প্রত্যেকটি সুযোগ গ্রহণ করা।	দেখুন জবুর৮১: ১-৩ ইসরাইলের ছুটির দিনগুলো তাদেরকে জাতিগতভাবে আল্লাহ্‌র অলৌকিক কাজগুলোর কথা মনে করিয়ে দিত। আমরা যে ধর্মীয় ছুটির দিনগুলোকে উদযাপন করি সেগুলোর উৎস স্মরণ করা এবং সেগুলোকে আমাদের নিজেদের, আমাদের পরিবারের ও আমাদের জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র মঙ্গলময়তার চিহ্ন হিসেবে তাঁর এবাদত করা আমাদের কর্তব্য।
এবাদত ও সঙ্গীত একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।	দেখুন ১ খান্দান ২৫:১ বাদশাহ্‌ দাউদ এবাদতখানায় এবাদত পরিচালনা করার সময় সঙ্গীতের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। এবাদতে একজন মানুষের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। সঙ্গীত একজন মানুষের চিন্তা ও অনুভূতিগুলোকে খুব দ্রুত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। সঙ্গীতের মাধ্যমে আপনি আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের গৌরব-প্রশংসা করতে পারেন।
এবাদত মসীহের কাছে তাঁর সবচেয়ে খাঁটি ঈমানদারদেরকে নিয়ে আসে।	দেখুন মথি ২:১১ পণ্ডিত ব্যক্তিরা মসীহের পরিচয় জেনে তাঁর জন্য উপহার এনেছিলেন ও তাঁকে সেজদা করেছিলেন। এটাই প্রকৃত এবাদতের মূল বিষয়বস্তু – মসীহ্‌ কে তা জেনে তাঁকে সম্মান করা এবং আপনার জন্য যা মূল্যবান তা তাঁকে উপহার দিতে ইচ্ছুক থাকা। আল্লাহ্‌র এবাদত করুন, কারণ আপনি সবচেয়ে ভাল যা দিতে পারেন তিনি তা পাওয়ার যোগ্য।
খাঁটি এবাদত ঈসা মসীহের প্রতি বাধ্যতা ও আনুগত্যের সৃষ্টি করে।	দেখুন ১ করি ১৪:১২ ঈসা মসীহ্‌ কেবল একজন মহান নেতার চেয়েও অনেক বেশি কিছু। তিনি আল্লাহ্‌র পুত্র। আপনি যখন এই নিগূঢ় সত্যটি সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন, তখন এর একমাত্র উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া হবে এবাদত করা। আপনি যদি মসীহ্‌কে সঠিকভাবে চিনতে পারেন, তাহলে আপনি অবশ্যই তাঁর বাধ্য ও অনুগত হবেন।
সমবেত এবাদতে যা করা হয় তার সবই এবাদতকারীদের মঙ্গল সাধন করে।	দেখুন মথি ১৭:৫ এই নীতিটি এবাদতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে স্পর্শ করে। যারা এবাদত পরিচালনায় অবদান রাখেন তাদেরকে এমন কার্যকরী বাক্য উচ্চারণ করতে হবে এবং এমনভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে হবে যেন তা অন্যান্য ঈমানদারদেরকে ঈমানে শক্তিশালী করে তোলে।
এবাদতে সমস্ত কিছুই হতে হবে সুসংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ।	দেখুন ১ করি ১৪:৪০ এমন কি যখন পাক-রূহের দানগুলোর চর্চা করা হবে, তখনও কোন বিশৃঙ্খলা গ্রাহ্য নয়। যখন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তখন মণ্ডলীতে ঈমানদারদের মাঝে আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে পারেন না। এবাদত হতে হবে যথোপযুক্ত, কিন্তু সেই সাথে তাতে থাকতে হবে আন্তরিকতাপূর্ণ অংশগ্রহণ।

আনবেন এবং হৃদয়ের উদ্দেশ্যগুলো প্রকাশ
করবেন; আর সেই সময় প্রত্যেকে আল্লাহ্‌র কাছ
থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।
৬ হে ভাইয়েরা, আমি আমার ও আপল্লোর
উদাহরণ দিয়ে তোমাদের জন্য এসব কথা
বললাম, যেন আমাদের দ্বারা তোমরা এই শিক্ষা
পাও যে, যা লেখা আছে, তা অতিক্রম করতে
নেই, তোমরা কেউ যেন একজনের পক্ষে অন্য
জনের বিপক্ষে গর্ব না কর। ৭ কেননা কে
তোমাকে অন্যদের থেকে বিশিষ্ট করে তোলে?
তোমার এমন কি আছে যা দান হিসেবে পাও নি?
আর যখন পেয়েছ তখন পাও নি বলে গর্ব কেন
করছো?
৮ তোমরা এখন পূর্ণ হয়েছ! এখন ধনবান
হয়েছ! আমাদের ছাড়াই রাজত্ব পেয়েছ! আর
রাজত্ব পেলে ভালই হত, তোমাদের সঙ্গে
আমরাও রাজত্ব পেতাম। ৯ কারণ আমার মনে
হয়, প্রেরিতগণ যে আমরা, আল্লাহ্ আমাদেরকে
হত্যা করতে নেওয়া লোকদের মত শেষের বলে
দেখিয়েছেন; কেননা আমরা দুনিয়ার ও
ফেরেশতাদের ও মানুষের ঠাট্টার পাত্র হয়েছি।
১০ আমরা মসীহের জন্য মূর্খ হয়েছি, কিন্তু
তোমরা মসীহে বুদ্ধিমান হয়েছ; আমরা দুর্বল,
কিন্তু তোমরা বলবান; তোমরা গৌরবান্বিত, কিন্তু
আমরা অনাদৃত। ১১ এখনকার এই মুহূর্ত পর্যন্ত
আমরা খিদে ও পিপাসায় রয়েছি এবং কাপড়ের
অভবে রয়েছি, আর বেত্রাঘাতে আহত হচ্ছি ও
গৃহহীন হয়েছি; ১২ এবং নিজের হাতে কাজ করে
পরিশ্রম করছি; নিন্দিত হতে হতে দোয়া করছি,
নির্যাতিত হতে হতে সহ্য করছি, ১৩ অপবাদের
পাত্র হতে হতে বিনয় করছি; আজ পর্যন্ত আমরা
যেন দুনিয়ার আবর্জনা, সকল বস্তুর জঞ্জাল হয়ে
রয়েছি।
১৪ আমি তোমাদেরকে লজ্জা দেবার জন্য নয়,
কিন্তু আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদেরকে
চেতনা দেবার জন্য এসব লিখছি। ১৫ কেননা
যদিও মসীহে তোমাদের দশ হাজার পালনকর্তা
থাকে, তবুও পিতা অনেক নয়; কারণ মসীহ্
ঈসাতে ইঞ্জিল দ্বারা আমিই তোমাদের জন্ম
দিয়েছি। ১৬ অতএব তোমাদের আরজ করি,
তোমরা আমার অনুকারী হও। ১৭ এই জন্যই
আমি তীমথিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি;
তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; তিনি
তোমাদেরকে মসীহ্ ঈসাতে আমার পন্থাগুলো
স্মরণ করাবেন, যা আমি সমস্ত জায়গার সব
মণ্ডলীতে শিক্ষা দিয়ে থাকি।
১৮ আমি তোমাদের কাছে আসবো না বলে কেউ
কেউ অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে। ১৯ কিন্তু প্রভু যদি
ইচ্ছা করেন তবে আমি অবিলম্বে তোমাদের
কাছে আসবো এবং যারা অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে
তাদের কথা শুনতে নয়, কিন্তু তাদের পরাক্রম
দেখতে আসব। ২০ কেননা আল্লাহ্‌র রাজ্য কথার
ব্যাপার নয়, কিন্তু পরাক্রমের ব্যাপার।
২১ তোমাদের ইচ্ছা কি? আমি কি বেত নিয়ে
তোমাদের কাছে আসব? নাকি মহব্বত ও
মৃদুতার মনোভাব নিয়ে আসব?

[৪:৭] রোমীয় ১২:৩,৬।
[৪:৮] প্রকা ৩:১৭,১৮।
[৪:৯] জবুর ৭১:৭; ইব ১০:৩৩।
[৪:১০] প্রেরিত ২৬:২৪।
[৪:১১] ২করি ১১:২৩-২৭।
[৪:১২] প্রেরিত ১৮:৩; রোমীয় ১২:১৪।
[৪:১৩] ইয়ার ২০:১৮; মাতম ৩:৪৫।
[৪:১৪] ২থিষ ৩:১৪; ১থিষ ২:১১।
[৪:১৬] ফিলি ৩:১৭; ৪:৯; ১থিষ ১:৬; ২থিষ ৩:৭।
[৪:১৭] প্রেরিত ১৬:১; ১তীম ১:২।
[৪:১৮] ইয়ার ৪৩:২।
[৪:১৯] ২করি ১:১৫,১৬; প্রেরিত ১৮:২১
[৪:২০] রোমীয় ১৪:১৭; ১৫:১৩

নিজেই প্রকাশ করছেন।

৪:৫ হৃদয়ের উদ্দেশ্যগুলো প্রকাশ করবেন। আল্লাহ্ প্রত্যেক মানুষের গুপ্ত বিষয়গুলো প্রকাশ করবেন; তার অন্তরের চিন্তা, মনোভাবগুলো ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরের অবস্থাকে পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে, কিছুই গোপন থাকবে না।

৪:৭ গর্ব কেন করছো? ঈসায়ী নম্রতা তখনই মানুষের জীবনে আসে, যখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, তার সকল রূহানিক দান বা যোগ্যতা আল্লাহ্ তাকে দিয়েছেন। সুতরাং এখানে তার নিজের কোন শ্রেষ্ঠত্ব বা গর্ব করার অবকাশ নেই, বরং আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কারণ রয়েছে।

৪:৮ আমাদের ছাড়াই রাজত্ব পেয়েছ! পৌল এখানে বক্রাঘাত ও ব্যঙ্গোক্তি করে দেখিয়েছেন যে, করিন্থীয়রা তাদের রূহানিকতা ও পবিত্রতা নিয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে ঔদ্ধত্য ও গর্ব প্রকাশ করলেও, প্রেরিতদের তুলনায় তারা রূহানিকভাবে কতটা অপরিপক্ক ও নগণ্য ছিল।

৪:৯ হত্যা করতে নেওয়া ... বলে দেখিয়েছেন। প্রেরিতদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসবে এবং এটিই অনিবার্য। আল্লাহ্ নিজেই তাঁদেরকে এই দুঃখভোগের জন্য মনোনীত করেছেন, যা দুনিয়ার লোকেরা, বেহেশতের ফেরেশতা এবং মণ্ডলীর লোকেরা প্রত্যক্ষ করেন।

৪:১২ নিজের হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি। পৌল জীবিকা নির্বাহ করার জন্য তাঁবু নির্মাণ করতেন। গ্রীকরা কায়িক শ্রম করাকে তাচ্ছিল্য করতো, কিন্তু এতে পৌল নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছেন।

৪:১৫ দশ হাজার পালনকর্তা ... পিতা অনেক নয়। পালনকর্তা (গ্রীক *পায়দাগগস*) বলতে তৎকালীন ক্রীতদাসকে বোঝানো হত, যে তার মালিকের সন্তানকে বিদ্যালয়ে নিয়ে যেত। যদিও সে তার দায়িত্বে থেকে সেই সন্তানকে ভালবাসতে পারত, কিন্তু প্রকৃত পিতার মত তার কাছে আসতে পারত না। পৌল এভাবে করিন্থীয়দের প্রতি তার পিতাসুলভ সম্পর্কে দাবী জানাচ্ছেন।

৪:১৬ আমার অনুকারী হও। পৌল তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর অনুসরণকারী হতে বলেন নি; বরং তাঁর নম্রতা, বাধ্যতা, পবিত্রতা এবং মুনাজাতশীলতা অনুসরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

৪:১৭ আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান। পৌল তীমথিকে নিজ হাতে ঈসায়ী ঈমানদার করেছিলেন এবং তিনিই ছিলেন তাঁর রূহানিক পিতা, এ কারণে তিনি তীমথিকে সন্তান বলে সম্বোধন করেছেন।

৪:১৮ কেউ কেউ অহঙ্কারে ফুলে উঠেছে। করিন্থীয় মণ্ডলীর কয়েকজন, যারা মণ্ডলীতে পৌলের কর্তৃত্বকে খর্ব করার চেষ্টা করেছিল। তারা এই ধারণা ছড়াচ্ছিল যে, তিনি অস্থিতিশীল এবং তাঁর পরিচর্যা কাজ গুরুত্বপূর্ণ নয়।

৪:২০ আল্লাহ্‌র রাজ্য ... পরাক্রমের ব্যাপার। আল্লাহ্‌র রাজ্য সব সময় পরাক্রমের সাথে প্রকাশিত হয়। তাই যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের সন্তান, তাদের জন্য কেবল কালাম তবলিগ করাই যথেষ্ট নয়, সেই সাথে তাদের মাঝে পাক-রূহের শক্তির প্রকাশও থাকতে হবে।

পাক-কিতাবের যে সব জায়গায় বিচারের কথা উল্লেখ আছে

বিচার	প্রকৃতি	সময়	ফলাফল
ঈসা মসীহের বিচার ইউ ১২:৩১	ঈমানদারদের গুনাহ্‌ বহন করা, ২ করি ৫:২১; ইব ৯:২৬-২৮; ১ পিত ২:২৮; ৩:১৮।	মসীহ্‌কে ক্রুশে দেওয়ার মধ্য দিয়ে এই দুনিয়ার বিচার করা হল ও শয়তানকে পরাজিত করা হল, ইউ ১২:৩১।	মসীহের মৃত্যু; ঈমানদারদের নির্দোষ বলে গ্রহণ এবং ঈমানদারদের নিরাপত্তা, ইউ ৫:২৪; রোমীয় ৫:৯; ৮:১; ২ করি ৫:২১; গালা ৩:১৩।
ঈমানদারদের কাজের বিচার ২ করি ৫:১০	গোলাম হিসেবে ঈমানদারদের জীবনের ধরন, ১ করি ৩:১১-১৫; মথি ১২:৩৬ (গুনাহের জন্য বিচার নয়, ইব ১০:১৭)।	প্রভুর আসবার সময়, ১ করি ৪:১-৫; ৯:২৪-২৭; রোমীয় ১৪:১০; গালা ৬:৭; কল ৩:২৪-২৫; ২ তীম ৪:৮।	বিশ্বস্ততার জন্য পুরস্কার ও অবিশ্বস্ততার জন্য পুরস্কার হারানো, ১ করি ৩:৮,১৪, ১৫; প্রকা ২২:১২।
নিজেদের দ্বারা ঈমানদারদের বিচার ১ করি ১১:৩১-৩২; ২ শামু ৭:১৪-১৫	ঈমানদাররা তাদের গুনাহের পথ ও গুনাহের অভ্যাস নিজেদের জীবনে অনুমোদন করার জন্য নিজেদের দোষী করে, ২ শামু ১২:১৩,১৪।	আল্লাহ্‌র সন্তান হিসেবে নিজের বিচার করা উচিত যেন পিতা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়, ইব ১২:৭।	আমরা যদি আমাদের বিচার না করি তবে পিতা আল্লাহ্‌ আমাদের শাসন করেন কিন্তু আমাদের দোষী বলে স্থির করেন না, ১ করি ১১:৩২; ৫:৫
অন্যান্য জাতিদের বিচার মথি ২৫:৩১-৪৬; যোয়েল ৩:১১-১৬	পরীক্ষার লক্ষ্য স্থান হল শেষকালে মসীহের ভাইদের অর্থাৎ ইহুদীদের অবশিষ্টাংশদের সঙ্গে ব্যবহার।	বনি-ইসরাইলদের উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মহিমার সঙ্গে মসীহের ফিরে আসবার সময়, প্রেরিত ১:৬।	জাতিদের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে মসীহের রাজ্যে প্রবেশ বা সেখান থেকে বের করে দেওয়া।
ইসরাইলের বিচার ইহি ২০:৩৩-৪৪	যাদের বিচার করা হবে তারা হল অবশিষ্ট ইসরাইলরা, শেষকালে যাদের সারা বিশ্ব থেকে একত্রিত করা হবে।	মসীহের ফিরে আসবার সময়, অ-ইহুদী জাতিদের বিষয়ে ইসরাইল জাতির বিচারের মত।	আল্লাহ্‌র রাজ্যে আশীর্বাদ পাবার জন্য দেশে প্রবেশ করা বা না করা, জবুর ৫০:১-৭; মালাখি ৩:২-৫; ৪:১,২।
পতিত ফেরেশতাদের বিচার এহুদা ৬; ২ পিতর ২:৪; ১ করি ৬:৩।	যাদের বিচার করা হবে তারা হল ফেরেশতা, যারা শয়তানের সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিল, প্রকা ১২:৩,৪।	খুব সম্ভব মসীহের হাজার বছরের রাজত্বের পরে অর্থাৎ সমস্ত ইতিহাসের শেষে।	শয়তান ও পতিত ফেরেশতাদের আগুনের হ্রদে, গেহেন্নায় অর্থাৎ অনন্ত দোজখে ফেলে দেওয়া হবে, প্রকা ২০:১০।
নাজাত পায় নি এমন লোকদের বিচার প্রকা ২০:১১-১৫	দুষ্ট মৃতেরা, খুব সম্ভব শয়তান ও পতিত ফেরেশতাদেরও এই সময় শেষ বিচার করা হবে।	নাজাত পায় নি এমন লোকদের শাস্তির মাত্রা তাদের কাজ অনুসারে হবে।	দ্বিতীয় মৃত্যু বা আগুনের হ্রদ-সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হবে না, প্রকা ১৯:২০; ২০:১০, ১৪,১৫।

মণ্ডলীতে দোষী ভাইয়ের শাসনের কথা

৫ [১] বাস্তবিক শোনা যাচ্ছে যে, তোমাদের
মধ্যে জেনা আছে, আর এমন জেনা, যা অ
-ইহুদীদের মধ্যেও নেই, এমন কি, তোমাদের
মধ্যে এক জন তার সৎমাকে নিজের স্ত্রীর মত
করে রেখেছে। [২] আর তোমরা গর্ব করছো! বরং
মাতম কর নি কেন, যেন এমন কাজ যে ব্যক্তি
করেছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে
দেওয়া হয়?
[৩] আমি দেহে অনুপস্থিত থাকলেও রূহে
উপস্থিত হয়ে যে ব্যক্তি এমন কাজ করেছে,
উপস্থিত ব্যক্তির মত তার বিচার করেছি। [৪] যখন
তোমরা আমাদের প্রভু ঈসার নামে জমায়েত হও
আর আমিও রূহে তোমাদের সঙ্গে থাকব এবং
আমাদের প্রভু ঈসার পরাক্রম আমাদের উপর
থাকবে। [৫] তখন সেই ব্যক্তিকে দৈহিকভাবে
বিনাশের জন্য শয়তানের হাতে তুলে দিতে হবে,
যেন প্রভু ঈসার দিনে তার রূহ্ নাজাত পায়।
[৬] তোমাদের গর্ব করা ভাল নয়। তোমরা কি
জান না যে, অল্প খামি সুজির সমস্ত তাল ফাঁপিয়ে
তোলে। [৭] পুরানো খামি বের করে দাও; যেন
তোমরা নতুন তাল হতে পার– তোমরা তো
খামিহীন। কারণ আমাদের ঈদুল ফেসাখের
মেষশাবক কোরবানী হিসেবে উৎসর্গীকৃত
হয়েছেন, তিনি মসীহ্। [৮] অতএব এসো, আমরা

[৪:২১] ২করি ১:২৩; ১৩:২,১০।
[৫:১] দ্বি:বি ২২:৩০; ২৭:২০।
[৫:২] ২করি ৭:৭-১১।
[৫:৩] ১থিষ ২:১৭।
[৫:৪] ২থিষ ৩:৬।
[৫:৫] ১তীম ১:২০; মথি ৪:১০; ১করি ১:৮।
[৫:৬] গালা ৫:৯; ইয়াকুব ৪:১৬।
[৫:৭] হিজ ১২:৩-৬; ২১; ১পিতর ১:১৯।
[৫:৮] হিজ ১২:১৪,১৫।
[৫:৯] ইফি ৫:১১।
[৫:১০] ১করি ১০:২৭।
[৫:১১] রোমীয় ৭:১; ১৬:১৭।
[৫:১২] মার্ক ৪:১১।
[৫:১৩] দ্বি:বি: ১৩:৫; কাজী ২০:১৩।
[৬:১] মথি ১৮:১৭।

পুরানো খামি দিয়ে নয়, হিংসা ও নাফরমানীর
খামি দিয়ে নয়, কিন্তু সরলতা ও সত্যতার
খামিহীন রুটি দিয়ে ঈদটি পালন করি।

জেনাকারীদের অবশ্যই শাসন করতে হবে

[৯] আমি আমার পত্রে তোমাদেরকে লিখেছিলাম
যে, জেনাকারীদের সঙ্গে যেন তোমরা মেলামেশা
না কর; [১০] এই দুনিয়ার জেনাকারী বা লোভী বা
প্রবঞ্চক বা মূর্তিপূজকদের সঙ্গ একেবারে ছাড়তে
হবে, তা নয়, কেননা তা হলে তো তোমাদের
দুনিয়ার বাইরে চলে যেতে হয়। [১১] কিন্তু এখন
তোমাদেরকে লিখছি যে, ভাই নামে আখ্যাত
কোন ব্যক্তি যদি জেনাকারী বা লোভী বা
মূর্তিপূজক বা কটুভাষী বা মাতাল বা প্রবঞ্চক
হয়, তবে তার সঙ্গে মেলামেশা করো না, এমন
ব্যক্তির সঙ্গে আহারও করতে নেই। [১২] বস্তুত
বাইরের লোকদের বিচারে আমার কাজ কি?
ভিতরের লোকদের বিচার কি তোমরা কর না?
[১৩] কিন্তু বাইরের লোকদের বিচার আল্লাহ্
করবেন। তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সেই দুষ্ট
লোককে বের করে দাও।

ঈমানদারদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা

৬ [১] যখন তোমাদের মধ্যে কোন একজনের
বিরুদ্ধে কোন কথা থাকে তবে কোন্
সাহসে তার বিচার পবিত্র লোকদের কাছে নিয়ে
না গিয়ে অধার্মিকদের কাছে নিয়ে যায়? [২] অথবা

৫:১ তোমাদের মধ্যে জেনা ... অ-ইহুদীদের মধ্যেও নেই। করিন্থীয়দের মধ্যে এমন জেনার ঘটনা শোনা গিয়েছিল, যা কখনো রোমীয়দের সমাজে ঘটে নি। সৎমায়ের মত এমন নিকট সম্পর্কের ব্যক্তির সাথে জেনা করা সকল সমাজেই নিষিদ্ধ ও তীব্র নিন্দনীয় ছিল। পুরাতন নিয়ম আল্লাহ্ এ ধরনের বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। করিন্থীয়রা তাদের নিকটাত্মীয়ের সাথে জেনায় লিপ্ত হয়েও আত্মসন্তুষ্টি লাভ করেছিল, কারণ এটাকেই তারা তাদের ঈসায়ী স্বাধীনতা বলে ভেবেছিল!

৫:৪ প্রভু ঈসার নামে জমায়েত হও। পৌল মণ্ডলীকে প্রভু ঈসা মসীহের ক্ষমতা ও নাম কার্যকর করার জন্য আনুষ্ঠানিক সভা আহবানের নির্দেশ দেন এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিচার ও শাস্তি দেয়ার আহ্বান জানান।

৫:৫ সেই ব্যক্তিকে ... তুলে দিতে হবে। 'শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার' অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের লোকদেরকে মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে বের করে দেওয়া এবং শয়তানের রাজ্যে ফেলে রাখা। এতে করে তারা মন্দতার ফলগুলো ভোগ করতে থাকবে এবং বদ-রূহের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে।

৫:৬ অল্প খামি ... ফাঁপিয়ে তোলে। কিতাবুল মোকাদ্দসে 'খামি' (গাঁজানো বা ফোলানোর জন্য ব্যবহৃত দ্রব্য) মন্দতার প্রতীক, যা মূল সত্যকে, ধার্মিকতাকে ও রূহানিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। পৌলের মতে গুনাহ্ ও মন্দতা ঠিক খামির মতই ধীরে ধীরে ঈসায়ী সমাজে প্রবেশ করতে থাকে, যে পর্যন্ত না পুরো সমাজ ব্যবস্থাটি দূষিত হয়ে পড়ে। তাই অচিরেই এই খামিকে দমন করা না গেলে তা এক সময় পুরো সমাজটি দূষিত করে ফেলবে।

৫:৭ তোমরা নতুন তাল ... খামিহীন। অবস্থানগতভাবে তারা নব্য ঈমানদার, আল্লাহ্র দৃষ্টিতে পবিত্র ও শুদ্ধ; কিন্তু পৌল তাদেরকে আচরণের দিক থেকে সব সময় পবিত্র থাকার আহবান জানান, যাতে করে নতুন করে তাদের ভেতরে খামির কলুষতা প্রবেশ করতে না পারে।

৫:৯ জেনাকারীদের সঙ্গে ... মেলামেশা না কর। পৌল এখানে পূর্ববর্তী এক চিঠির ব্যাখা দেন, যেটি সংরক্ষণ করা হয় নি। করিন্থীয়রা সেই চিঠির কথায় মনে করেছিল যে, গুনাহ্ থেকে আলাদাকৃত হওয়াতে তাদেরকে এখন কোন মন্দ লোক বা অ-ঈসায়ী লোকের সাথে যোগাযোগ রাখা বা কথা বলা যাবে না। পৌল তাদের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, তাদেরকে মণ্ডলীর সেই সমস্ত ভণ্ড লোকদের কাছ থেকে আলাদা থাকতে হবে, যারা নিজেদেরকে ধার্মিক ঈসায়ী বলে দাবী করে।

৫:১১ এমন ব্যক্তির সঙ্গে আহারও করতে নেই। অনেকেই নিজেকে ঈসায়ী বলে পরিচয় দেয়, অথচ তারা অবিরত অনৈতিক জীবন যাপন করতে থাকে। যদি এ ধরনের ভণ্ড ঈসায়ীর সাথে মণ্ডলী সহভাগিতা বজায় রাখে, তাহলে অ-ঈসায়ী দুনিয়া ধরে নিতে পারে যে, মণ্ডলী এরূপ অনৈতিক ও আল্লাহ্‌বিহীন জীবন অনুমোদন করে এবং এতে করে ঈসা মসীহের নামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হতে পারে। এখানে সামাজিক ভোজের পাশাপাশি প্রভুর ভোজও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৫:১২ ভিতরের লোকদের বিচার। ঈমানদাররা যেন কখনো একজন আরেকজনের সমালোচনায় লিপ্ত না হন। তবুও পৌল এ কথা বলছেন যে, ঈমানদারদের কর্তব্য হল মণ্ডলীর সদস্যদেরকে আল্লাহ্র কালামের মানদণ্ড অনুসারে বিচার করা। তাদের মধ্যকার অন্যায় আচরণের বিচার ও শাসনের প্রয়োজন রয়েছে, যেন দোষী ব্যক্তিকে, মণ্ডলীর পবিত্রতাকে এবং দুনিয়াতে ঈসা মসীহের সাক্ষ্যকে রক্ষা করা যায়।

৬:১ বিচার ... অধার্মিকদের কাছে নিয়ে যায়। ঈসায়ীদের মধ্যে ছোট-খাট সমস্যা সৃষ্টি হলে তাদের কর্তব্য হচ্ছে মণ্ডলীর মধ্যেই

তোমরা কি জান না যে, পবিত্র লোকেরা দুনিয়ার
বিচার করবেন? আর দুনিয়ার বিচার যদি
তোমাদের দ্বারা হয়, তবে তোমরা কি যৎসামান্য
বিষয়ের বিচার করার অযোগ্য? ৩ তোমরা কি
জান না যে, আমরা ফেরেশতাদের বিচার করবো,
তবে দুনিয়াবী বিষয় বিচার করা কি সামান্য কথা
নয়? ৪ সুতরাং তোমাদের বিচার যদি দুনিয়াবী
বিষয় সংক্রান্ত হয়, তবে মণ্ডলীর চোখে যারা
কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়, তাদের উপরেই কি
বিচারের দায়িত্ব দিয়ে থাক? ৫ আমি তোমাদের
লজ্জা দেবার জন্য এই কথা বলছি। এটা কেমন
কথা? তোমাদের মধ্যে কি এমন এক জনও
জ্ঞানবান নেই যে, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হলে
তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে? ৬ কিন্তু ভাইয়ের
বিরুদ্ধে ভাই আদালতে যায়, তা আবার অ-
ঈমানদারদের কাছে! ৭ তোমরা যে একে অন্যের
বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা করছো তাতে এটাই
প্রমাণ হচ্ছে যে, তোমরা হেরে গেছ। এর চেয়ে
বরং অন্যায় সহ্য কর না কেন? অথবা ঠকে যাও
না কেন? ৮ কিন্তু তোমরাই অন্যায় করছো,
তোমরাই ঠকাচ্ছ, আর তা ভাইদের প্রতিই
করছো।
৯ অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্মিকেরা
আল্লাহ্‌র রাজ্যে অধিকার পাবে না? ভ্রান্ত হয়ো
না; যারা অসচ্চরিত্র বা মূর্তিপূজক বা জেনাকারী
বা সমকামী, ১০ বা চোর বা লোভী বা মাতাল বা
কটূভাষী বা প্রবঞ্চক, তারা আল্লাহ্‌র রাজ্যে
অধিকার পাবে না। ১১ আর তোমরা কেউ কেউ
সেই ধরনের লোক ছিলে; কিন্তু ঈসা মসীহের
নামে ও আমাদের আল্লাহ্‌র রূহে তোমাদের ধুয়ে
পরিষ্কার করা হয়েছে, পবিত্র করা হয়েছে ও
ধার্মিক বলে গণনা করা হয়েছে।

দেহে ও রূহে আল্লাহ্‌কে মহিমান্বিত করা

১২ ‘সকলই আমার পক্ষে আইনসম্মত’, তা হতে
পারে কিন্তু সকলই যে মঙ্গলজনক, তা নয়;
‘সকলই আমার পক্ষে আইনসম্মত’, কিন্তু আমি
কোন কিছুরই গোলাম হব না। ১৩ খাবার পেটের
জন্য এবং পেট খাবারের জন্য, কিন্তু আল্লাহ্‌
উভয়েরই বিলোপ ঘটাবেন। দেহ জেনার জন্য
নয়, কিন্তু প্রভুর জন্য, আর প্রভু দেহের জন্য।
১৪ আর আল্লাহ্‌ আপন পরাক্রম দ্বারা প্রভুকে মৃত্যু
থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, আমাদেরকেও
পুনরুত্থিত করবেন। ১৫ তোমরা কি জান না যে,
তোমাদের দেহ মসীহের অঙ্গ? তবে আমি কি
মসীহের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে পতিতার অঙ্গে পরিণত
করবো? তা নিশ্চয় না। ১৬ অথবা তোমরা কি
জান না, যে ব্যক্তি পতিতার সঙ্গে যুক্ত হয়, সে
তার সঙ্গে একদেহ হয়? কারণ পাক-কিতাবে
লেখা আছে, “সে দু’জন একাঙ্গ হবে।” ১৭ কিন্তু
যে ব্যক্তি প্রভুর সঙ্গে যুক্ত হয়, সে তাঁর সঙ্গে

[৬:২] মথি ১৯:২৮।
[৬:৫] ১করি ৪:১৪; প্রেরিত ১:১৫।
[৬:৬] রোমীয় ৭:১; ২করি ৬:১৪,১৫।
[৬:৭] মথি ৫:৩৯,৪০।
[৬:৮] ১থিষ ৪:৬।
[৬:৯] দ্বি:বি: ২২:২২; লেবীয় ১৮:২২।
[৬:১০] প্রকা ২১:৮; ২২:১৫।
[৬:১১] ইফি ২:২; প্রেরিত ২২:১৬।
[৬:১২] ১করি ১০:২৩।
[৬:১৩] কল ২:২২; রোমীয় ১২:১।
[৬:১৪] প্রেরিত ২:২৪; রোমীয় ৬:৫; ১থিষ ৪:১৬।
[৬:১৫] রোমীয় ১২:৫।
[৬:১৬] পয়দা ২:২৪; মথি ১৯:৫; ইফি ৫:৩১।
[৬:১৭] ইউ ১৭:২১-২৩; রোমীয় ৮:৯-

সেগুলো সমাধান করা, আইন আদালতের দ্বারা নয়। মণ্ডলীর কর্তব্য ন্যায় ও অন্যায় নির্ধারণ করা এবং প্রয়োজনবোধে শাস্তি বিধান করা। তবে এখানে এই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না যে, গুরুতর বিষয়গুলো নিয়ে ঈসায়ীরা রাষ্ট্রীয় আইন ও আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবে না। উত্তম নাগরিক হিসেবে ঈসায়ীদের অবশ্যই নাগরিক আইন মেনে চলা উচিত।

৬:২ যৎসামান্য বিষয়ের বিচার করার অযোগ্য? পৌল ঈমানদারদেরকে নিজেদের মধ্যকার ছোটখাট মামলার বিচার করার জন্য সম্পূর্ণরূপে যোগ্য বলে দেখেন, কারণ তারা বিষয়টি আল্লাহ্‌র স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে থাকেন।

৬:৩ আমরা ফেরেশতাদের বিচার করবো। আমরা যখন বেহেশতী রাজ্যের অংশীদার হিসেবে পরিগণিত হব, সে সময় বাদশাহ্‌র কর্তৃত্বে আমরা অংশগ্রহণ করবো। কাজেই সে সময় ফেরেশতাদের উপরে আমরা শাসন ও কর্তৃত্ব করবো।

৬:৯ অধার্মিকেরা ... অধিকার পাবে না। করিন্থীয় মণ্ডলীতে কিছু লোক ছিল, যারা বিশ্বাস করতো যে, আইন অমান্য করলে, মসীহ্‌কে অস্বীকার করলে, অনৈতিক কাজ করলে বা অন্যদের প্রতি অবিচার করলেও তারা তাদের নাজাত হারাবে না এবং বেহেশতী রাজ্যে তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে না। পৌল এখানে স্পষ্টভাবে বলছেন যে, ঈসায়ী ঈমানদার হলেও তারা যদি অবিরতভাবে গুনাহ্‌র মধ্যে জীবন কাটাতে থাকে, তাহলে তারা আল্লাহ্‌র আসন্ন বেহেশতী রাজ্যের নাগরিকত্ব পাবে না এবং এর কোন ধরনের সুফল ভোগ করতে পারবে না।

৬:১২ সকলই আমার পক্ষে আইনসম্মত। পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর কারও কথার উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন, যারা গর্ব করে বলতো যে, তারা ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এরা ছিল মূলত পৌলের বিরোধী পক্ষ, যারা চিন্তা করতো যে, তারা যা খুশি তাই করতে পারে। কিন্তু এই উক্তি ও তাদের কাজের মধ্য দিয়ে তারা ঈসা মসীহের প্রতি বাধ্যতা এবং আনুগত্যকে অস্বীকার করতো।

৬:১৩ খাবার পেটের ... পেট খাবারের জন্য। করিন্থীয়রা মনে করতো যে, খাবার খাওয়া ও হজম হওয়ার মত দৈহিক কাজে কারও অভ্যন্তরীণ রূহানিক জীবনের পরিবর্তন সাধিত হয় না, কাজেই বাছবিচারহীন যৌনাচারের মত দৈহিক অনৈতিকতার কারণে রূহানিক জীবনে প্রভাব পড়ে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ প্রতিটি মানুষের দেহকে তাঁর জন্য পবিত্র রাখতে বলেন, আর এ কারণেই জেনা করার মাধ্যমে আমাদের দেহকে অপবিত্র করা যাবে না।

৬:১৪ আল্লাহ্‌ ... পুনরুত্থিত করবেন। আল্লাহ্‌ ঈসা মসীহের দেহের পুনরুত্থান ঘটিয়েছেন এবং তিনি পর্যায়ক্রমে ঈমানদারদের দেহের পুনরুত্থান ঘটাবেন। পুনরুত্থানের জন্য নির্ধারিত দেহ কোন মতেই অনৈতিকতায় ব্যবহৃত হতে পারে না। ঈমানদারদের পার্থিব দেহকে অবশ্যই যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে ও সংযমের সাথে ব্যবহার করতে হবে।

৬:১৫ তোমাদের দেহ মসীহের অঙ্গ। শুধুমাত্র ঈমানদারদের রূহ্‌ ঈসা মসীহের অঙ্গ নয়, বরং রূহ্‌ ও দেহ নিয়ে গঠিত সম্পূর্ণ একজন মানুষই মসীহের অঙ্গ বলে বিবেচিত। এই সত্যতা বিচার করে মানবীয় দেহের মর্যাদা নিরূপণ করা উচিত।

৬:১৬ দু’জন একাঙ্গ হবে। স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত যৌন সম্পর্ক স্থাপন বেহেশতী বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বিবাহ বন্ধনের সম্পূর্ণ লঙ্ঘন।

৬:১৭ সে তাঁর সঙ্গে একাত্মা হয়। বিবাহ বন্ধনের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর মিলন রয়েছে, তা হচ্ছে ঈসা মসীহের সাথে ঈমানদারদের রূহানিক মিলন, যার শুদ্ধতা বিবাহ বন্ধনের মতই

একাত্মা হয়। ১৮ তোমরা জেনা থেকে পালিয়ে
যাও। মানুষ অন্য যে কোন গুনাহ্ করে, তা তার
দেহের বাইরে করে; কিন্তু যে জেনা করে, সে
নিজের দেহের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে। ১৯ অথবা
তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পাক-রূহের
থাকবার গৃহ, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন,
যাঁকে তোমরা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পেয়েছ?
২০ আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা
তোমাদের ক্রয় করা হয়েছে। অতএব তোমাদের
দেহে আল্লাহ্‌র গৌরব কর।

বিয়ে বিষয়ক নির্দেশনা

৭ ১ আবার তোমরা যেসব কথা লিখেছ, তার
বিষয়ে বলছি– স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা
পুরুষের পক্ষে ভাল; ২ কিন্তু জেনা নিবারণের
জন্য প্রত্যেক পুরুষের নিজ নিজ স্ত্রী থাকুক এবং
প্রত্যেক স্ত্রীর নিজ নিজ স্বামী থাকুক। ৩ স্বামী
তার স্ত্রীকে তার প্রাপ্য দিক; আর তেমনি স্ত্রীও
তার স্বামীকে তার প্রাপ্য দিক। ৪ স্ত্রীর নিজের
দেহের উপরে তার কোন কর্তৃত্ব নেই, কিন্তু
স্বামীর আছে; আর একই রকমভাবে স্বামীর
নিজের দেহের উপরে তার কোন কর্তৃত্ব নেই,
কিন্তু স্ত্রীর আছে। ৫ তোমরা এক জন অন্য

১১; গালা ২:২০।
[৬:১৮] ১করি ৫:১; গালা ৫:১৯; ইফি ৫:৩; রোমীয় ৬:১২।
[৬:১৯] ইউ ২:২১; রোমীয় ১৪:৭,৮।
[৬:২০] মথি ২০:২৮; প্রেরিত ২০:২৮; প্রকা ৫:৯; ১৪:৪।
[৭:৩] হিজ ২১:১০; ১পিতর ৩:৭।
[৭:৫] হিজ ১৯:১৫; ১শামু ২১:৪,৫; মথি ৪:১০; ১থিষ ৩:৫।
[৭:৬] ২করি ৮:৮।
[৭:৭] মথি ১৯:১১,১২; রোমীয় ১২:৬; ১করি ১২:৪,১১।
[৭:৯] ১তীম ৫:১৪।
[৭:১০] মালাখি ২:১৪-১৬; লূক ১৬:১৮।
[৭:১১] রোমীয়

জনকে বঞ্চিত করো না; কেবল মুনাজাত করতে
সুযোগ পাবার জন্য উভয়ে এক পরামর্শ হয়ে
কিছু কাল পৃথক থাকতে পার; তারপর আবার
একত্রে মিলিত হবে, যেন শয়তান তোমাদের
আত্মসংযমের অক্ষমতার জন্য তোমাদেরকে
পরীক্ষায় না ফেলে। ৬ কিন্তু এটা আমার হুকুম
নয়, কেবল অনুমতি দিয়েই এই কথা বলছি।
৭ আর আমার ইচ্ছা এই যে, সকল মানুষই
আমার মত হয়; কিন্তু প্রত্যেক জন আল্লাহ্ থেকে
নিজ নিজ মেহেরবানী-দান পেয়েছে, একজনের
দান এক রকম, অন্যজনের দান অন্য রকম।
৮ অবিবাহিত লোকদের ও বিধবাদের কাছে
আমার কথা এই, তারা যদি আমার মত থাকতে
পারে, তবে তাদের পক্ষে তা-ই ভাল; ৯ কিন্তু
তারা যদি ইন্দ্রিয় দমন করতে না পারে, তবে
বিয়ে করুক; কেননা দেহের কামনার আগুনে
জ্বলে-পুড়ে মরবার চেয়ে বরং বিয়ে করা ভাল।
১০ আর বিবাহিত লোকদেরকে এই হুকুম দিচ্ছি–
আমি দিচ্ছি তা নয়, কিন্তু প্রভুই দিচ্ছেন– স্ত্রী
যেন স্বামীর কাছ থেকে চলে না যায়– ১১ যদি
চলে যায়, তবে সে অবিবাহিতা থাকুক, কিংবা
স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিত হোক– আর স্বামীও স্ত্রীকে

একাগ্রতার সাথে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়।

৬:১৮ জেনা থেকে পালিয়ে যাও। জেনা বা অন্য যে কোন অবৈধ যৌনাচার আল্লাহ্‌র চোখে ঘৃণার কাজ। মানুষের দেহ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আবাসস্থল, আর সেই আবাসস্থলকে এই গুনাহ্ সবচেয়ে বেশি কলুষিত করে। এই কারণে ঈসায়ী ঈমানদারদেরকে সকল প্রকার অবৈধ যৌনাচার থেকে নিজেদেরকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

৬:১৯ তোমাদের দেহ পাক-রূহের থাকবার গৃহ। ঈসায়ীদের নিজ নিজ দেহকে পবিত্র স্থান হিসেবে মূল্য দেয়া উচিত, যেখানে আল্লাহ্ বাস করেন এবং তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, পাক-রূহের উপস্থিতির দ্বারা ও পরাক্রম দ্বারা তারা এরূপ অনৈতিক যৌন সম্পর্ক স্থাপনের মত গুনাহ্ করা থেকে বিরত থাকতে পারেন।

৬:২০ তোমরা নিজের নও। প্রত্যেক ঈসায়ীর দেহ ও রূহের মালিক স্বয়ং ঈসা মসীহ্, সে কারণে কোন প্রকার অনৈতিক কাজ বা বদ-অভ্যাসের মাধ্যমে দেহকে কলুষিত করা চলবে না। এই দেহ পুনরুত্থিত হবে এবং তখন তা ঈসায়ীর নিজের থাকবে না, তা সম্পূর্ণভাবে মসীহের হয়ে যাবে।

৬:২০ তোমাদের ক্রয় করা হয়েছে। ক্রুশে ঈসা মসীহ্ কর্তৃক সম্পাদিত মহান উৎসর্গ সাধনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মসীহ্ তাঁর উৎসর্গীকৃত হওয়ার মূল্য দ্বারা গুনাহ্‌র গোলামি থেকে উদ্ধার করে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন।

তোমাদের দেহে আল্লাহ্‌র গৌরব কর। শুধুমাত্র রূহের ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় নয়, সেই সাথে দেহের অর্থাৎ সামগ্রিক ব্যক্তিসত্তাকে ঈসায়ী নীতি ও আদর্শের আদলে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যথাযথভাবে আল্লাহ্‌র গৌরব সাধন করতে হবে।

৭:১ স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা পুরুষের পক্ষে ভাল। ২৬ আয়াতের আলোকে এই আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে হবে। উপস্থিত সঙ্কটজনক অবস্থায় এ-ই ভাল। প্রাথমিক মণ্ডলীর ঈসায়ী ঈমানদারদের উপরে একটি ভয়াবহ তাড়না ও নির্যাতনের যুগ শুরু হতে যাচ্ছিল, তাই এই পরিস্থিতে বিয়ে করা বা পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া ছিল বিরাট একটি সমস্যা বিষয়। কাজেই এখানে স্পর্শ করা বলতে বিবাহ না করাকেই বোঝানো হয়েছে।

৭:৩ স্বামী তার স্ত্রীকে ... প্রাপ্য দিক। বিবাহিত দম্পতিদের স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক থাকা উচিত। কেউ একজন এই সম্পর্কে কোন ধরনের দীর্ঘস্থায়ী বিরতি সৃষ্টি করলে অপরজন তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং এতে করে তার প্রলোভনে পড়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের সুনির্দিষ্ট দাম্পত্য অধিকার রয়েছে, যা পাওয়া দু'জনেরই সমান অধিকার।

৭:৫ শয়তান ... পরীক্ষায় না ফেলে। একজন ঈসায়ী ঈমানদার তার বিবাহিত সঙ্গী/সঙ্গিনীর সাথে স্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হলে, দু'জনেই যৌন অনৈতিকতায় জড়িয়ে পড়ার জন্য প্রলোভিত হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত যৌন আকাঙ্খা মানব জাতির মাঝে প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকে। তাই বৈবাহিক যৌন সম্পর্কে বিরতি থাকলেও তা হতে হবে সাময়িক ও রূহানিক উদ্দেশ্য সম্পন্ন।

৭:৭ আমার মত হয়। আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ ও দান যার মাঝে রয়েছে, তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা ও সঙ্গী/সঙ্গিনী থাকার প্রয়োজন নেই। কৌমার্য ও বিবাহ দু'টোই আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের দান। প্রত্যেক ঈসায়ীকে আল্লাহ্‌র সেবা করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে আহ্বান করা হয়েছে।

৭:৮ অবিবাহিত। গ্রীক ভাষায় 'অবিবাহিত' বলতে তালাকপ্রাপ্ত, কখনো বিয়ে করে নি এমন ব্যক্তি ও বিধবাকে বোঝানো হতে পারে।

৭:১০ আমি দিচ্ছি তা নয়, কিন্তু প্রভুই দিচ্ছেন। পৌল তাঁর বক্তব্যে প্রভু ঈসা মসীহের এই আদেশ তুলে ধরছেন যে, বিবাহিত দম্পতিকে অবশ্যই একসাথে থাকতে হবে এবং এই বন্ধন ভাঙ্গা যাবে না।

৭:১১ যদি চলে যায়, তবে সে অবিবাহিতা থাকুক। বিবাহ একটি আজীবন সম্পর্ক; কিন্তু তথাপি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কোন এক সময় এমন অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে যে, তাদের

তালাক না দিক।
[12] কিন্তু আর সকলকে প্রভু বলছেন না কিন্তু
আমি বলছি, যদি কোন ভাইয়ের মসীহে অ-
ঈমানদার স্ত্রী থাকে, আর সেই নারী তার সঙ্গে
বাস করতে সম্মত হয়, তবে সে তাকে পরিত্যাগ
না করুক; [13] আবার যে স্ত্রীর মসীহে অ-
ঈমানদার স্বামী আছে, আর সেই ব্যক্তি তার সঙ্গে
বাস করতে সম্মত হয় তবে সে স্বামীকে
পরিত্যাগ না করুক। [14] কেননা মসীহে অ-
ঈমানদার স্বামী সেই স্ত্রীতে পবিত্রীকৃত হয়েছে
এবং মসীহে অ-ঈমানদার স্ত্রী সেই স্বামীতে
পবিত্রীকৃত হয়েছে; তা না হলে তোমাদের
সন্তানরা তো নাপাক হত, কিন্তু বাস্তবিক তারা
পবিত্র। [15] তবুও মসীহে অ-ঈমানদার স্বামী বা
স্ত্রী যদি চলে যায়, চলে যাক; এই রকম ক্ষেত্রে
সেই ভাই বা সেই বোন কোন রকম গোলামিতে
আবদ্ধ নয়, কিন্তু আল্লাহ্ আমাদেরকে শান্তিতে
বাস করতেই আহ্বান করেছেন। [16] কারণ, হে
নারী, তুমি কি করে জান যে, তুমি তোমার
স্বামীকে নাজাত করতে পারবে না? অথবা হে
স্বামী, তুমি কি করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে
নাজাত করতে পারবে না?

৭:২,৩।
[৭:১২] ২করি ১১:১৭।
[৭:১৪] মালাখি ২:১৫।
[৭:১৫] রোমীয় ১৪:১৯; ১করি ১৪:৩৩।
[৭:১৬] রোমীয় ১১:১৪; ১পিতর ৩:১।
[৭:১৭] রোমীয় ১২:৩; ১করি ৪:১৭; ১৪:৩৩; ২করি ৮:১৮; ১১:২৮।
[৭:১৮] প্রেরিত ১৫:১,২
[৭:১৯] রোমীয় ২:২৫-২৭; গালা ৫:৬; ৬:১৫; কল ৩:১১।
[৭:২২] ইউ ৮:৩২,৩৬; রোমীয় ৬:২২।
[৭:২৩] ১করি ৬:২০।

প্রভু যেরকম জীবন আশা করেন

[17] কেবল প্রভু যাকে যেমন নির্দিষ্ট দায়িত্ব
দিয়েছেন, আল্লাহ্ যাকে যেমন আহ্বান
করেছেন, সে তেমনি চলুক। আর এই রকম
নিয়ম আমি সমস্ত মণ্ডলীতে দিয়ে থাকি।
[18] কোন লোককে কি খৎনা-করানো অবস্থায়
আহ্বান করা হয়েছে? সে খৎনার চিহ্ন মুছে না
ফেলুক। আবার কোন লোককে কি খৎনা-না-
করানো অবস্থায় আহ্বান করা হয়েছে? সে খৎনা
না করুক। [19] খৎনা কিছু নয়, খৎনা না
করানোও কিছু নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম পালনই
প্রধান বিষয়। [20] যে ব্যক্তিকে যে আহ্বানে
আহ্বান করা হয়েছে, সে তাতেই থাকুক।
[21] তোমাকে যখন আহ্বান করা হয়েছে তখন কি
গোলাম ছিলে? চিন্তা করো না; কিন্তু যদি স্বাধীন
হবার সুযোগ পাও তবে তোমার বর্তমান
অবস্থাকে বেশি করে কাজে লাগিয়ো। [22] কেননা
যে গোলামকে প্রভুতে আহ্বান করা হয়েছে, সে
প্রভুর দ্বারা স্বাধীন হয়েছে; তেমনি যে স্বাধীন
লোককে আহ্বান করা হয়েছে, সে মসীহের
গোলাম। [23] তোমাদেরকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করা
হয়েছে, মানুষের গোলাম হয়ো না। [24] হে

পৃথক হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তবে জেনার দোষ ব্যতীত বিবাহ বিচ্ছেদ করা বা বিবাহিত সঙ্গীকে ত্যাগ করার অনুমোদন আল্লাহ্ দেন না। পৌল এখানে মূলত যে শিক্ষাটি দিয়েছেন তা হচ্ছে, আইনগত বিবাহ বিচ্ছেদ না করে বরং স্বামী স্ত্রীর পৃথক অবস্থায় থাকা এবং নিজেদের মধ্যে সমস্যা নিরসণের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

স্বামীর সঙ্গে সম্মিলিত হোক। পৃথক অবস্থান করা দম্পতির একমাত্র করণীয় হল আবার সম্মিলিত হওয়া। যতক্ষণ যে কোন একজন জীবিত থাকে, সে পর্যন্ত দু'জনের কেউই পুনরায় বিয়ে করতে পারবে না।

৭:১২ প্রভু বলছেন না, কিন্তু আমি বলছি। এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে পৌল তাঁর নিজস্ব মত প্রকাশ করছেন তা নয়, বরং তিনি বলতে চাইছেন যে, এই কথাগুলো বলার সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে প্রভুর কাছ থেকে সাড়া পান নি; অবশ্য তিনি তাঁর প্রেরিতিক অধিকার, ক্ষমতা ও বেহেশতী অনুপ্রেরণা থেকেই কথাগুলো লিখেছেন।

৭:১৪ মসীহে ... পবিত্রীকৃত হয়েছে। অ-ঈমানদার সঙ্গী/সঙ্গিনী ঈসায়ী সঙ্গী/সঙ্গিনীর ধার্মিক জীবন দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাই সেই পরিবার ঈমানদারের পবিত্র প্রভাবের অধীনে থাকে এবং তারা সকলে পবিত্রীকৃত হয়; কিন্তু তথাপি সে এখনও নাজাত পায় নি।

তোমাদের সন্তানরা ... পবিত্র। যদি কোন একজন ঈমানদার নারী বা পুরুষ একজন অ-ঈমানদারকে বিয়ে করে, তবে সেই বিয়ে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বৈধ বলে গণ্য হয়। এজন্য ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে অ-ঈমানদার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে বাস করা; কারণ যেহেতু তাদের মধ্যে একজন ঈমানদার, কাজেই অন্যজন অবশ্যই তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে এক সময় প্রভুর কাছে নিয়ে আসতে সক্ষম হবে।

৭:১৫ গোলামিতে আবদ্ধ নয়। যদি কোন একজন অ-ঈমানদার তার ঈমানদার স্বামী বা স্ত্রীকে ত্যাগ করে, তাহলে সেই বিবাহ অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং সেই ঈমানদার পুনরায় বিবাহ করার অধিকার লাভ করে। আয়াতটির মূল অর্থ হচ্ছে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে ঈমানদার তার সমস্ত বৈবাহিক শর্ত থেকে মুক্ত হয়।

৭:১৭ যেমন আহ্বান করেছেন, সে তেমনি চলুক। প্রত্যেক ঈসায়ীর জীবনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থানে যাই হোক না কেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাকে এই জীবন যাপন করতে হবে।

৭:১৯ আল্লাহ্‌র হুকুম পালনই প্রধান বিষয়। আমাদেরকে এ যাবৎ জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, ঈমানই নাজাত নিয়ে আসে; কিন্তু এখানে হুকুম পালনের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ঈমানে নাজাত লাভের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাধ্য হওয়া, তাঁকে ভালবাসা ও তাঁর সেবা করা, সে কারণে যে অভিজ্ঞতা ঐ মানদণ্ডের মধ্যে পড়ে না, তা ইঞ্জিলের শরীফের নাজাত দানকারী ঈমান বলেও গণ্য হয় না।

৭:২১ তখন কি গোলাম ছিলে? সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঈসায়ী ঈমানদারদের এ কথা উপলব্ধি করে নিজ নিজ অবস্থানে তৃপ্ত থেকে জীবন যাপন উচিত যে, তারা মসীহ্‌তে স্বাধীন হয়েছেন। নিজ অবস্থার উন্নতিকল্পে চেষ্টা করার মাঝে কোন ভুল নেই, কিন্তু যে যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

৭:২২ যে স্বাধীন ... সে মসীহের গোলাম। একজন গোলাম বা ক্রীতদাস ঈসায়ী হলে সে প্রভুর দ্বারা ক্রীত ও মুক্ত হয়; সে ঈসা মসীহের গোলাম হয়, অর্থাৎ সে গুনাহ্ ও মৃত্যুর গোলামী থেকে মুক্ত হয়। যখন গোলাম নয় এমন কেউ ঈসায়ী হয়, তখন সে প্রভু ঈসার কাছে তার সম্পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা সমর্পণ করতে বাধ্য থাকে।

৭:২৩ তোমাদেরকে মূল্য ... গোলাম হয়ো না। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঈসায়ী ঈমানদারদের এ কথা উপলব্ধি করা উচিত যে, তাদের চূড়ান্ত বশ্যতা মানুষের প্রতি নয়, কিন্তু ঈসা মসীহের প্রতি, যিনি তাদেরকে তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করেছেন।

ভাইয়েরা, তোমাদের প্রত্যেককে যে অবস্থায়
আহ্বান করা হয়েছে, সেই অবস্থায় আল্লাহ্‌র
কাছে থাক।

কুমারী ও বিধবাদের বিষয়

২৫ আর কুমারীদের বিষয়ে আমি প্রভুর
কোন হুকুম পাই নি, কিন্তু প্রভুর করুণায়
বিশ্বাসযোগ্য লোকের মত আমার অভিমত প্রকাশ
করছি। ২৬ আমার মনে হয়, উপস্থিত সঙ্কটজনক
অবস্থায় এ-ই ভাল, অর্থাৎ যে যেমন আছ তেমনি
থাকাই মানুষের পক্ষে ভাল। ২৭ তুমি কি স্ত্রীর
সঙ্গে যুক্ত আছ? মুক্ত হতে চেষ্টা করো না। তুমি
কি স্ত্রী থেকে মুক্ত? তবে স্ত্রী লাভের চেষ্টা করো
না। ২৮ কিন্তু বিয়ে করলেও তোমার গুনাহ্‌ হয়
না; আর কুমারী কন্যা যদি বিয়ে করে, তবে
তারও গুনাহ্‌ হয় না। কিন্তু যারা বিয়ে করে তারা
এই জীবনে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে; আর আমি
তোমাদের তা থেকে রেহাই দিতে চাচ্ছি।
২৯ কিন্তু আমি এই কথা বলছি, ভাইয়েরা,
সময় সংক্ষিপ্ত, এখন থেকে যাদের স্ত্রী আছে তারা
এমনভাবে চলুক, যেন তাদের স্ত্রী নেই; ৩০ এবং
যারা শোক করছে, তারা যেন শোক করছে না;
যারা আনন্দ করছে, তারা যেন আনন্দ করছে না;
যারা ক্রয় করছে, তারা যেন কিছুরই মালিক নয়;
৩১ আর যারা দুনিয়ার বিষয় সকল ভোগ করছে,
তারা যেন তা পূর্ণমাত্রায় করছে না, কেননা
দুনিয়ার বর্তমান রূপ লোপ পেতে চলেছে।
৩২ কিন্তু আমার বাসনা এই যে, তোমরা চিন্তামুক্ত
হও। যে অবিবাহিত, সে প্রভুর বিষয় চিন্তা করে,
কিভাবে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে। ৩৩ কিন্তু যে বিব-
াহিত, সে সংসারের বিষয় চিন্তা করে, কিভাবে
স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে; ৩৪ তাই তার স্বার্থের বিভক্তি
ঘটে। আর অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ও কুমারী প্রভুর
বিষয় চিন্তা করে, যেন দেহে ও রূহে পবিত্র হয়;
কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী সংসারের বিষয় চিন্তা করে,
কিভাবে স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে। ৩৫ এই কথা
আমি তোমাদের নিজের মঙ্গলের জন্য বলছি;
তোমাদের উপর কোন বিধি-নিষেধ চাপিয়ে
দেবার জন্য নয়, কিন্তু তোমরা যেন যা সমীচীন
তাই করে একাগ্র মনে প্রভুতে আসক্ত থাক।
৩৬ কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে, সে তার কুমারী
কন্যার প্রতি ন্যায় আচরণ করছে না, যদি তার
বিয়ের বয়স পার হয়ে থাকে, আর বিয়ে দেওয়া
আবশ্যক হয়, তবে সে তার ইচ্ছামত কাজ
করুক; এতে তার কোন গুনাহ্‌ হবে না, তার
বিয়ে হোক। ৩৭ কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরে স্থির, যার
কোন প্রয়োজন নেই এবং নিজেই নিজের
ইচ্ছামত কাজ করতে পারে, সে যদি নিজের
কন্যাকে কুমারী রাখতে অন্তরে স্থির করে থাকে,
তবে ভালই করে। ৩৮ অতএব যে নিজের কুমারী
কন্যার বিয়ে দেয়, সে ভাল করে; এবং যে না
দেয়, সে আরও ভাল করে।
৩৯ স্বামী যতদিন জীবিত থাকে, স্ত্রী ততদিন তার
সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু স্বামী ইন্তেকাল করলে
পর সে স্বাধীন হয়। তখন সে যাকে ইচ্ছা করে
তাকে বিয়ে করতে পারে, অবশ্য সেই লোক
যেন প্রভুর হয়। ৪০ কিন্তু আমার মত অনুসারে
সে যদি সেই অবস্থায় থাকে তবে আরও সুখী
হবে। আর আমার মনে হয়, আমিও আল্লাহ্‌র
রূহ্‌কে পেয়েছি।

মূর্তির প্রসাদ সম্বন্ধে

৮ ১ আর এবার মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা
খাবারের বিষয় বলছি; আমরা জানি যে,

[৭:২৫] ২করি ৮:৮; ২করি ৪:১; ১তীম ১:১৩,১৬।
[৭:২৯] রোমীয় ১৩:১১,১২।
[৭:৩১] ইব ১২:২৭।
[৭:৩২] ১তীম ৫:৫।
[৭:৩৪] লূক ২:৩৭।
[৭:৩৫] জবুর ৮৬:১১।
[৭:৩৮] ইব ১৩:৪।
[৭:৩৯] রোমীয় ৭:২,৩; ২করি ৬:১৪; ৭:৪০।
[৮:১] প্রেরিত ১৫:২০; রোমীয়

৭:২৫ আমার অভিমত। এই প্রসঙ্গে পৌল তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করছেন, কাজেই এই উক্তি কোন বেহেশতী আদেশ নয়। তথাপি তিনি যে প্রভুর অনুমোদন ব্যতিরেকে এ কথা বলেছেন তা নয়, কারণ অবশ্যই তিনি বেহেশতী অনুপ্রেরণা ও প্রৈরিতিক জ্ঞানের আলোকে এই উক্তি করেছেন।

৭:২৬ উপস্থিত সঙ্কটজনক অবস্থা। অনেকের মতে এখানে করিন্থীয়দের ঈসায়ী জীবনে বিদ্যমান অনৈতিক ও কলুষিত পরিবেশের ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। আবার অন্যরা মনে করেন যে, ঈসায়ীদের উপরে আসন্ন অত্যাচার নির্যাতনের ব্যাপারে পৌল এখানে পূর্বাভাস দিয়েছেন, যা প্রাথমিক ঈসায়ী মণ্ডলীর জন্য এক কালো অধ্যায় ছিল।

৭:২৮ দুঃখ-কষ্ট। ঈসা মসীহের জন্য যাতনা ও অত্যাচারের যুগ আসন্ন হওয়ায় সে সময় বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে জটিলতা ও বিচ্ছেদের বাহ্যিক অপশক্তি আরও বেশি জোরালো থাকবে এবং পরিবারের প্রতি দেখাশোনার ক্ষেত্রেও দারুন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। সে সময় একাকী থাকলে বহু পার্থিব সমস্যা এড়ানো সম্ভব হবে।

৭:২৯ সময় সংক্ষিপ্ত। প্রভুর জন্য কাজ করার সময় ক্রমাগতভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। এ কারণে এই দুনিয়ার বিষয়-আশয় নিয়ে অযথা উদ্বিগ্ন না হয়ে আমাদের সব সময় প্রভুর সেবায় নিয়োজিত থাকা উচিত এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত।

৭:৩৪ তার স্বার্থের বিভক্তি ঘটে। বিবাহিত ব্যক্তি ঈসা মসীহের উদ্দেশে তার পরিপূর্ণ সময় ও সেবা দিতে পারে না, কারণ তাকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি নিবিষ্ট থাকতে হয়। সে একজন উত্তম স্বামী হিসেবে তার স্ত্রীকে এবং সেই সাথে একজন উত্তম ঈসায়ী হিসেবে প্রভুকে – উভয়কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে।

অবিবাহিতা স্ত্রীলোক ও কুমারী। একজন কুমারী বা অবিবাহিতা নারীর উপরে পারিবারিক কোন চিন্তা ও দায়িত্বের চাপ থাকে না, কাজেই সে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে প্রভুর সেবা করতে পারে।

৭:৩৬ কুমারী কন্যার প্রতি ন্যায় আচরণ করছে না। তৎকালে অবিবাহিতা মেয়েদের বিয়ে দেওয়া পিতাদের জন্য এক অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ছিল। মেয়ের স্বাভাবিক বিয়ের বয়স অতিক্রম হওয়ার আগে মেয়েকে বিয়ে দিতে না পারলে তাতে পিতার দায় সৃষ্টি হত এবং তাকে সামাজিক ও নৈতিকভাবে অপমানের শিকার হতে হত।

৭:৩৯ স্বামী যতদিন ... আবদ্ধ থাকে। বিয়ে সারা জীবনের একটি বন্ধন, মৃত্যু ব্যতীত এই সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে না। কিন্তু স্বামী বা স্ত্রীর কেউ একজন মৃত্যুবরণ করলে অপরজন আবারও কোন ঈমানদারকে বিয়ে করতে পারে।

৮:১ মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার। করিন্থীয়রা এই প্রশ্ন

আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। জ্ঞান অহংকারী
করে তোলে, কিন্তু প্রেমই গেঁথে তোলে। ২ যদি
কেউ মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যেভাবে
জানতে হয়, সেভাবে এখনও জানে না; ৩ কিন্তু
যদি কেউ আল্লাহ্‌কে মহব্বত করে, আল্লাহ্‌ তাকে
জানেন।
৪ ভাল, মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার
খাওয়ার বিষয়ে আমরা জানি, দুনিয়াতে মূর্তি
কিছুই নয় এবং এক আল্লাহ্‌ ছাড়া দ্বিতীয় আর
কেউ নেই। ৫ কেননা বেহেশতে বা দুনিয়াতে
যদি দেবতা বলে কিছু থেকে থাকে, অবশ্য এমন
কতগুলো যদিও আছে– বাস্তবিক অনেক দেবতা
ও অনেক প্রভু আছে– ৬ তবুও আমাদের জ্ঞানে
একমাত্র আল্লাহ্‌ সেই পিতা, যাঁর থেকে সকলই
সৃষ্টি হয়েছে ও যাঁর জন্য আমরা বেঁচে আছি;
এবং একমাত্র প্রভু সেই ঈসা মসীহ্‌, যাঁর দ্বারা
সকলই হয়েছে এবং যাঁর দ্বারা আমরাও বেঁচে
আছি।
৭ তবে কি না সকলের এই জ্ঞান নেই; কিন্তু
কিছু লোক এখনও মূর্তির সংশ্রবে থাকায় মূর্তির
কাছে উৎসর্গ করা খাবার সেই জ্ঞানেই খেয়ে
থাকে; এবং তাদের বিবেক দুর্বল বলে তা
কলুষিত হয়। ৮ কিন্তু খাবারের কারণে আমরা
আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হই না; না খেলে
আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, খেলেও আমাদের
কোন লাভ হয় না। ৯ কিন্তু সাবধান, তোমাদের
এই ক্ষমতা যেন কোনক্রমে দুর্বলদের পতনের
কারণ না হয়। ১০ কারণ, তোমার তো জ্ঞান
আছে, তোমাকে যদি কেউ দেবতার মন্দিরে
খেতে বসতে দেখে, তবে সে দুর্বল লোক বলে
তার বিবেক কি মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার
খেতে উৎসাহ পাবে না? ১১ সুতরাং তোমার জ্ঞান
দ্বারা সেই ভাই, যার জন্য মসীহ্‌ মৃত্যুবরণ
করেছেন, সেই দুর্বল ব্যক্তি বিনষ্ট হয়।
১২ এভাবে ভাইদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করলে ও
তাদের দুর্বল বিবেকে আঘাত করলে, তোমরা
মসীহের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ কর। ১৩ অতএব
খাবারের জন্য যদি আমার ভাই গুনাহে পড়ে,
তবে আমি গোশ্‌ত খাওয়া ছেড়েই দেব, যেন

১৫:১৪।
[৮:২] ১তীম ৬:৪।
[৮:৩] ইয়ার ১:৫; রোমীয় ৮:২৯; গালা ৪:৯।
[৮:৪] হিজ ৩৪:১৫; দ্বি:বি: ৬:৪; জবুর ৮৬:১০।
[৮:৫] ২থিষ ২:৪।
[৮:৬] মালাখি ২:১০।
[৮:৭] রোমীয় ১৪:১৪।
[৮:৮] রোমীয় ১৪:১৭।
[৮:৯] ২করি ৬:৩; গালা ৫:১৩;রোমীয় ১৪:১।
[৮:১১] রোমীয় ১৪:১৫,২০।
[৮:১২] মথি ১৮:৬; মথি ২৫:৪০,৪৫।
[৮:১৩] মথি ৫:২৯।

করেছিল যে, পৌত্তলিক মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়া বা কেনা তাদের উচিত কি না এবং অ-ঈমানদারদের উপাসনালয় বা মন্দিরে যাওয়া ও তাদের ধর্মীয় উৎসবে যোগ দেওয়া উচিত কি না। মূর্তি বা প্রতিমার কাছে যে খাবার উৎসর্গ করা হত তা মন্দিরের পুরোহিতরা খেত বা মন্দিরে ভোজের আয়োজন করে লোকদেরকে খাওয়ানো হত, নতুবা বাজারে বিক্রি করে দেওয়া হত। কিছু কিছু ঈসায়ী মনে করতেন যে, যদি তারা উৎসর্গ করা খাবার খায়, তাহলে তারাও পৌত্তলিকদের পূজায় অংশগ্রহণ করে ফেলবে এবং এতে ঈসা মসীহের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে। কিন্তু অন্যান্য ঈসায়ীরা তেমনটি মনে করতেন না।

৮:২ সেভাবে এখনও জানে না। সবচেয়ে জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ঈসায়ী মাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, তার জ্ঞান কতটা সীমিত; কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌ই আছেন, যিনি সব কিছু জানেন। রূহানিক পরিপক্কতা অর্জন করতে গেলে অবশ্যই আমাদের মাঝে থাকতে হবে আল্লাহ্‌ ও মানুষের প্রতি ভালবাসা।

৮:৩ আল্লাহ্‌ তাকে জানেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত সহকারে তার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, সে একজন প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি এবং আল্লাহ্‌ নিজে তাকে মহব্বত করেন বলে স্বীকৃতি দেন।

৮:৪ দুনিয়াতে মূর্তি কিছুই নয়। মূর্তি কোন আসল দেবতাকে প্রতিনিধিত্ব করে না এবং এর কোন ধরনের ক্ষমতাও নেই; বরং একে ঘিরে মানুষের মাঝে বদ-রূহের আনাগোনা ঘটে।

৮:৫ যদি দেবতা বলে কিছু থেকে থাকে। গ্রীক ও রোমীয় পুরাণ ও কিংবদন্তীতে বর্ণিত দেবতারা।

অনেক দেবতা ও অনেক প্রভু আছে। এই উক্তির অর্থ এই নয় যে, আসলেই বহু দেবতা ও প্রভু রয়েছে। আমরা সকলেই পাক-কিতাবের এই সাক্ষ্য লাভ করেছি যে, এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কেউ নেই (দ্বি.বি. ৬:৪)। পৌল এখানে বলতে চেয়েছেন যে, মানুষ দেবতা হিসেবে অনেকের পূজা করে থাকে, যদিও বাস্তবে তাদের কোন অস্তিত্ব নেই এবং এই কারণে এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউ নেই যাকে আমরা মান্য করতে পারি।

৮:৬ যাঁর থেকে ... সকলই হয়েছে। আল্লাহ্‌ সকল সৃষ্টির উৎস এবং তাঁর পুত্র ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সকল সৃষ্টি পূর্ণতা লাভ করেছে।

৮:৭ তাদের বিবেক দুর্বল বলে তা কলুষিত হয়। যে ঈসায়ীরা মনে করে যে, পৌত্তলিক মূর্তির কাছে উৎসর্গীকৃত খাবার খাওয়াতে তারা দেবতার পূজায় অংশগ্রহণ করেছে এবং ঈসা মসীহের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছে। খাবার খাওয়ার জন্য তাদের বিবেক কলুষিত হয় নি, কিন্তু তাদের ঈমান এখনও দুর্বল বলে তাদের বিবেক তাদেরকে দংশন করছে।

৮:৯ তোমাদের এই ক্ষমতা। যে ঈসায়ীদের ঈমান অত্যন্ত দৃঢ় তারা বিশ্বাস করেন যে, মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়া না খাওয়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই, কারণ এই মূর্তি কিছুই নয়।

৮:১০ দেবতার মন্দিরে খেতে বসতে দেখে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারে দেখা গেছে, প্রাচীন করিন্থে পৌত্তলিক দেবতাদের মন্দিরে ভোজের জন্য পৃথক কক্ষ ছিল, যেখানে মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়া হত। এ ধরনের ভোজে ঈসায়ীগণ তাদের পৌত্তলিক বন্ধুদের কাছ থেকে দাওয়াত পেতেন।

৮:১১ তোমার জ্ঞান দ্বারা ... বিনষ্ট হয়। দুর্বল ঈসায়ীরা সবল ঈসায়ীদের উদাহরণ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং যদিও তারা এটি অন্যায় বলে মনে করে থাকে, তবুও তারা মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খেয়ে থাকে। ফলে তার রূহানিক ধ্বংস নেমে আসে। এভাবেই অপেক্ষাকৃত পরিপক্ক ঈসায়ী অসতর্কভাবে তার জ্ঞান ব্যবহার করে অন্যের রূহানিক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

৮:১২ মসীহের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ কর। যারা তাদের আদর্শের কারণে একজন ঈমানদারকে গুনাহ্‌ বা চিরকালীন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়, সে যে কেবল সেই লোকের বিরুদ্ধেই গুনাহ্‌ করে তা নয়, সে মসীহের বিরুদ্ধেও গুনাহ্‌ করে; কারণ মসীহ্‌ যার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, নিজ আকাঙ্খা পূরণের জন্য তাকে সে বিনাশের পথে ঠেলে দেয়।

৮:১৩ গোশ্‌ত খাওয়া ছেড়েই দেব। মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাদ্যদ্রব্য না খেলে যদি কোন দুর্বল ঈসায়ী ভাইয়ের প্রাণ বিনষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে যায়, তাহলে তা না খাওয়াই পৌল শ্রেয়

আমার ভাই গুনাহে না পড়ে।

এক জন প্রেরিতের অধিকার

৯ ১ আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিত
নই? আমাদের প্রভু ঈসাকে আমি কি দেখি
নি? তোমরাই কি প্রভুতে আমার কাজের ফল
নও? ২ আমি যদিও অন্য লোকদের জন্য প্রেরিত
না হই, তবুও তোমাদের জন্য বটে, কেননা
প্রভুতে তোমরাই আমার প্রেরিত-পদের
সীলমোহর।
৩ যারা আমার পরীক্ষা করে, তাদের কাছে
আমার উত্তর এটাই। ৪ ভোজন পান করার
অধিকার কি আমাদের নেই? ৫ অন্য সকল
প্রেরিত ও প্রভুর ভাইয়েরা ও কৈফা, এঁদের মত
কোন ধর্ম-বোনকে বিয়ে করে সঙ্গে নিয়ে নানা
স্থানে যাবার অধিকার কি আমাদের নেই?
৬ কিংবা কেবল আমার ও বার্নাবাসেরই কি
পরিশ্রম করে খাবার যোগাতে হবে? ৭ কে নিজের
অর্থ ব্যয় করে যুদ্ধে যায়? কে আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত
করে তার ফল না খায়? অথবা কে পশুর পাল
চরিয়ে পালের দুধ না খায়?
৮ আমি কি মানুষের ক্ষমতায় এসব কথা
বলছি? অথবা শরীয়তও কি এই কথা বলে না?
৯ কারণ মূসার শরীয়তে লেখা আছে, "শস্য
মাড়াইকারী বলদের মুখে জাল্‌তি বেঁধো না।"
১০ আল্লাহ্‌ কি শুধুমাত্র বলদেরই বিষয় চিন্তা
করেন? এই কথা কি তিনি আমাদের জন্যও
বলেন নি? বস্তুত আমাদেরই জন্য এই কথা লেখা
হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, আশা নিয়েই তার
চাষ করা উচিত; এবং যে শস্য মাড়াই করে, ভাগ
পাবার আশাতেই তার শস্য মাড়াই করা উচিত।
১১ আমরা যখন তোমাদের কাছে রূহানিক বীজ
বপন করেছি, তখন যদি তোমাদের কাছ থেকে

[৯:১] ২করি ১২:১২।
[৯:২] ২করি ৩:২,৩।
[৯:৪] প্রেরিত ১৮:৩।
[৯:৫] মথি ১২:৪৬।
[৯:৬] প্রেরিত ৪:৩৬
[৯:৭] ২তীম ২:৩,৪; দ্বিঃবিঃ ২০:৬।
[৯:৯] দ্বিঃবিঃ ২২:১-৪।
[৯:১০] রোমীয় ৪:২৩,২৪।
[৯:১১] রোমীয় ১৫:২৭; গালা ৬:৬।
[৯:১২] প্রেরিত ১৮:৩; ২করি ৬:৩; ১১:৭-১২।
[৯:১৩] লেবীয় ৬:১৬,২৬; দ্বিঃবিঃ ১৮:১।
[৯:১৪] ১তীম ৫:১৮
[৯:১৫] প্রেরিত ১৮:৩; ২করি ১১:৯,১০।
[৯:১৬] রোমীয় ১:১৪; প্রেরিত ৯:১৫; ২৬:১৬-১৮।
[৯:১৭] ১করি ৩:৮,১৪; ১করি ৪:১; গালা ২:৭; কল ১:২৫।
[৯:১৮] ২করি ১১:৭; ১২:১৩; আঃ ১২,১৫।
[৯:১৯] ২করি ৪:৫; গালা ৫:১৩;

দুনিয়াবী ফল গ্রহণ করি, তবে তাতে কি বেশি
কিছু পাওয়া হয়? ১২ যদি তোমাদের উপরে
কর্তৃত্ব করার অন্য লোকদের অধিকার থাকে
তবে আমাদের কি আরও বেশি অধিকার নেই?
তবুও আমরা এই কর্তৃত্ব ব্যবহার করি নি, বরং
সকলই সহ্য করছি, যেন মসীহের ইঞ্জিলের
কোন বাধা না জন্মাই।
১৩ তোমরা কি জান না যে, পবিত্র বিষয়ের কাজ
যারা করে, তারা পবিত্র স্থানের বস্তু খায় এবং
যারা কোরবানগাহ্‌র সেবা করে, তারা
কোরবানগাহ্‌র অংশীদার হয়? ১৪ সেভাবে প্রভু
ইঞ্জিল তবলিগকারীদের জন্য এই বিধান
করেছেন যে, তাদের উপজীবিকা ইঞ্জিল থেকেই
হবে। ১৫ কিন্তু আমি এর কিছুই ব্যবহার করি নি,
আর আমার সম্বন্ধে যে এরকম করা হবে,
সেজন্য আমি এসব লিখছি না; কেননা কেউ যে
আমার গর্ব নিষ্ফল করবে, তার চেয়ে বরং আমার
মরণ ভাল। ১৬ কারণ আমি যদিও ইঞ্জিল তবলিগ
করি, তবু আমার গর্ব করার কিছুই নেই; কেননা
আমার উপরে অর্পিত ভার অবশ্যই আমাকে
বহন করতে হবে; ধিক্‌ আমাকে, যদি আমি
ইঞ্জিল তবলিগ না করি। ১৭ বস্তুতঃ আমি যদি
নিজের ইচ্ছায় এই কাজ করি, তবে আমার
পুরস্কার আছে; কিন্তু যদি নিজের ইচ্ছায় না করি,
তবু এই কাজের ভার আমাকে দেওয়া হয়েছে।
১৮ তবে আমার পুরস্কার কি? তা এই যে, আমি
তোমাদের কাছে ইঞ্জিল তবলিগ করতে পারি,
তাতে তোমাদের কোন অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন
নেই, যদিও ইঞ্জিলের বিষয়ে তোমাদের কাছ
থেকে তা নেবার অধিকার আমার আছে।
১৯ কারণ সকল লোক থেকে স্বাধীন হলেও আমি
সকলের গোলামী স্বীকার করলাম, যেন বেশি

বলে মনে করেছেন।

৯:১ আমি কি প্রেরিত নই? একজন প্রেরিত হিসেবে নিজের স্বাধীনতা বা নিজের অধিকার অস্বীকার করে পৌল সেই আদর্শটি তুলে ধরেছেন, যেন মসীহের সুসমাচার ব্যহত না হয়।

৯:২ প্রভুতে তোমরাই ... সীলমোহর। যদিও অন্যান্যরা প্রেরিত হিসেবে তাঁর পদমর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল, তথাপি করিন্থীয়দের কাছে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। কাজেই তারা নিজেরাই তাঁর বেহেশতী নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচর্যা কাজের জীবন্ত প্রমাণ।

৯:৪ ভোজন পান করার অধিকার। আল্লাহ্‌র পরিচর্যাকারী হিসেবে মণ্ডলীর খরচে খাবার খাওয়া এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার অধিকার পৌল ও বার্ণবার ছিল।

৯:৫ প্রভুর ভাইয়েরা। অনেকের মতে এখানে ঈসা মসীহের সহোদর ভাইদের কথা বলা হয়েছে, যারা মসীহের জন্মের পর ইউসুফের ঔরসে মরিয়মের গর্ভে জন্ম নেন।

ধর্মবোনকে বিয়ে করে। পৌল এখানে প্রেরিতদের বিয়ে করার অধিকারের কথা বলেছেন। অনেকে বলেন এর অর্থ এই নয় যে, তিনি বিবাহিত ছিলেন, যা অনেকে ধারণা করে থাকেন।

৯:৭ কে নিজের অর্থ ... দুধ না খায়? সাধারণ জীবন থেকে তুলে আনা হয়েছে এই নীতিটি। যে সৈন্য যুদ্ধে যায়, যে কৃষক জমিতে আঙ্গুর-গাছ লাগায়, বা যে রাখাল গবাদি পশু চরায়, সকলেই তাদের পেশা থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। তেমনই ঈসায়ী পরিচর্যাকারীরাও মন্দতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, মণ্ডলী স্থাপন করেন এবং এবাদতকারী দলের চরাণির ব্যবস্থা করেন; কাজেই তাদের যোগ্য পারিশ্রমিক অবশ্যই প্রাপ্য, যা তাদের পার্থিব জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য।

৯:১১ দুনিয়াবী ফল। প্রেরিতদের জন্য করিন্থীয়দের দ্বারা সরবরাহকৃত খাদ্য, থাকার ব্যবস্থা ও অর্থদান।

৯:১৪ তাদের উপজীবিকা ইঞ্জিল থেকেই হবে। আল্লাহ্‌র কালাম তবলিগকারীদের তবলিগ দ্বারা যারা রূহানিক দোয়া ও রহমত প্রাপ্ত হন, তাদের প্রদত্ত ভালবাসার দান দ্বারাই তবলিগকারীরা জীবিকা নির্বাহ করবেন।

৯:১৯ সকলের গোলামী স্বীকার করলাম। যাদেরকে পৌল মসীহের কাছে আনতে চান, তাদের চিন্তা চেতনা ও জীবন ধারার সাথে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন, যেন তিনি নিজ জীবনের কোন বিষয় দ্বারা তাদের বিঘ্ন না জন্মান। এজন্য তাকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শারীরিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে নিজেকে বঞ্চিত করতে হচ্ছে।

লোককে লাভ করতে পারি। ২০ আমি ইহুদীদের
লাভ করার জন্য ইহুদীদের কাছে ইহুদীর মত
হলাম; নিজে শরীয়তের অধীন না হলেও আমি
শরীয়তের অধীন লোকদের লাভ করার জন্য
শরীয়তের অধীনদের কাছে শরীয়তের অধীনের
মত হলাম। ২১ আমি আল্লাহ্‌র শরীয়তবিহীন নই,
বরং মসীহের শরীয়তের অনুগত রয়েছি, তবুও
শরীয়তবিহীন লোকদেরকে লাভ করার জন্য
শরীয়তবিহীনদের কাছে শরীয়তবিহীনের মত
হলাম। ২২ দুর্বলদেরকে লাভ করার জন্য আমি
দুর্বলদের কাছে দুর্বল হলাম, সমস্ত উপায়ে
কতগুলো লোককে নাজাত করার জন্য আমি
সর্বজনের কাছে সব রকম হলাম। ২৩ আমি সব
কিছুই ইঞ্জিলের জন্য করি, যেন তাঁর সহভাগী
হই।
২৪ তোমরা কি জান না যে, দৌড়
প্রতিযোগিতায় যারা দৌড়ায়, তারা সকলে
দৌড়ায়, কিন্তু কেবল এক জন পুরস্কার পায়?
তোমরা এভাবে দৌড়াও যেন পুরস্কার পাও।
২৫ আর যে কেউ মল্লযুদ্ধ করে সে সমস্ত বিষয়ে
ইন্দ্রিয়দমন করে। তার ক্ষয়ণীয় মুকুট পাবার
জন্য তা করে, কিন্তু আমরা অক্ষয় মুকুট পাবার
জন্য করি। ২৬ অতএব আমি যে উদ্দেশ্য ছাড়া
দৌড়াচ্ছি তা নয়; যে মুষ্টিযুদ্ধ করতে গিয়ে শূন্যে
আঘাত করে আমি সেরকম করছি না। ২৭ বরং
আমার নিজের দেহকে শাস্তি দিয়ে অধীনে
রাখছি, পাছে অন্য লোকদের কাছে তবলিগ
করার পর আমি নিজে কোনক্রমে অযোগ্য হয়ে
না পড়ি।

১পিতর ৩:১।
[৯:২০] রোমীয় ১১:১৪; ২:১২।
[৯:২১] গালা ৬:২।
[৯:২২] রোমীয় ১৪:১; রোমীয় ১১:১৪।
[৯:২৪] ২তীম ৪:৭; ইব ১২:১।
[৯:২৫] ইয়াকুব ১:১২; প্রকা ২:১০; ৩:১১।
[৯:২৬] ১তীম ৬:১২
[৯:২৭] রোমীয় ৮:১৩।
[১০:১] হিজ ১৪:২২,২৯; জবুর ৬৬:৬।
[১০:২] রোমীয় ৬:৩।
[১০:৩] ইউ ৬:৩১।
[১০:৪] হিজ ১৭:৬; শুমারী ২০:১১।
[১০:৫] শুমারী ১৪:২৯; ইব ৩:১৭।
[১০:৭] হিজ ৩২:৪,৬,১৯।

বনি-ইসরাইলদের ইতিহাস থেকে সাবধান বাণী

১০ ১ হে ভাইয়েরা, আমি চাই যেন
তোমরা জানতে পার যে, আমাদের
পূর্বপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন ও
সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গমন করেছিলেন;
২ এবং সকলের মূসার উদ্দেশে মেঘে ও সাগরে
বাপ্তিস্ম হয়েছিল, ৩ এবং সকলে একই রূহানিক
খাবার খেয়েছিলেন; ৪ আর সকলে একই
রূহানিক পানীয় পান করেছিলেন; কারণ, তারা
এমন এক রূহানিক পাথর থেকে পান করতেন,
যা তাদের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছিল; আর সেই পাথর
ছিলেন মসীহ্‌। ৫ কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ
লোকের প্রতি আল্লাহ্‌ নারাজ হয়েছিলেন এবং
তাঁরা মরুভূমিতে ধ্বংস হলেন।
৬ এই সব বিষয় আমাদের দৃষ্টান্তরূপে ঘটেছিল,
যেন তাঁরা যেমন মন্দ বাসনা করেছিলেন, আমরা
তেমনি মন্দ বাসনা না করি। ৭ আবার যেমন

৯:২০ শরীয়তের অধীন। যারা পুরাতন নিয়মের শরীয়ত ও ধর্মীয় বিধি বিধানের অধীন, অর্থাৎ ইহুদীরা।

৯:২১ শরীয়তবিহীনের মত হলাম। পৌল শরীয়তবিহীন বা অ-ইহুদী সংস্কৃতির সাথে নিজেকে ততটুকুই খাপ খাওয়ালেন যে পর্যন্ত তা ঈসা মসীহের প্রতি তাঁর বশ্যতাকে লঙ্ঘন করে না। অ-ইহুদীদেরকে মসীহের কাছে নিয়ে আসতে তাদের সাথে যতটুকু মেশা প্রয়োজন, ততটুকুই তিনি করেছিলেন।

৯:২২ দুর্বলদের কাছে দুর্বল হলাম। পৌল মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খাওয়ার মত ঈসায়ী স্বাধীনতার চর্চা করেন নি, যাতে করে ঈমানে দুর্বল ঈসায়ীরা কোন ধরনের বিঘ্ন না পায়। তিনি কোন অনৈতিক কাজ করেন নি বা ঈসায়ী নীতির সাথে আপোষ করেন নি, বরং তাঁর নিজ বৈধ অধিকারগুলো সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেছেন, যদি বা এর মধ্য দিয়ে তিনি কাউকে নাজাতের দিকে নিয়ে যেতে পারেন।

৯:২৪ দৌড় প্রতিযোগিতা। করিন্থীয়দের মধ্যে *ইসথমিয়ান* নামের এক ধরনের দৌড় প্রতিযোগিতার প্রচলন ছিল, যা দুই বছর পর পর অনুষ্ঠিত হত এবং গুরুত্বের দিক থেকে অলিম্পিকের পরেই এর অবস্থান ছিল।

৯:২৫ সমস্ত বিষয়ে ইন্দ্রিয়দমন করে। গ্রীক ক্রীড়াবিদরা তাদের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার অনৈতিকতা ও অস্বাস্থ্যকর বিনোদন থেকে দূরে থাকতো, এমন কি তারা দেহকে বিশ্রামে রাখার জন্য তাদের নিয়মিত পেশা ত্যাগ করে প্রায় দশ মাসের প্রশিক্ষণও নিত। আর এর সবই তারা করতো পুরস্কার হিসেবে সামান্য 'পাতার মুকুট' লাভের জন্য।

অক্ষয় মুকুট। নাজাত ও অনন্ত জীবন, যা ঈসায়ী জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

৯:২৭ নিজের দেহকে ... অধীনে রাখছি। পৌল বোঝাচ্ছেন যে, তিনি মসীহের সেবা করতে তাঁর নিজের দেহকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন।

অযোগ্য হয়ে না পড়ি। 'অযোগ্য হয়ে পড়া' (গ্রীক *এ্যাডোকিমস্*) অর্থ হচ্ছে 'প্রত্যাখ্যাত হওয়া'। পৌল বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁকে অবশ্যই কঠোর একাগ্রতা সহকারে প্রভুর সেবা করতে হবে এবং গুনাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। যদি তিনি এতে ব্যর্থ হন, তবে তিনি তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার পাবেন না।

১০:১ আমাদের পূর্বপুরুষেরা। পুরাতন নিয়মের ভিত্তি থেকেই যে আল্লাহ্‌র ঈসায়ী মণ্ডলী স্থাপত্য রচিত হয়েছে, তার প্রামাণ্য উক্তি।

মেঘের নিচে। আল্লাহ্‌র নেতৃত্ব ও পরিচালনার অধীনে।

১০:২ মূসার উদ্দেশে। প্রজা হিসেবে তারা আল্লাহ্‌র উদ্ধার কর্মসূচীর অধীনে ছিল এবং তাঁর নিরূপিত প্রতিনিধি ও নেতা হিসেবে তারা মূসার হেফাজতে ছিল।

বাপ্তিস্ম হয়েছিল। উদ্ধারকারী ও নেতা হিসেবে মূসার প্রতি তাদের আত্মসমর্পণের একটি রূপক উক্তি, ঠিক যেভাবে ঈসায়ী বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে নাজাতদাতা ও প্রভুরূপে ঈসা মসীহের প্রতি ঈমানদারদের সমর্পণ চিহ্নিত হয়।

১০:৩ রূহানিক খাবার ... পানীয়। বেহেশত থেকে আসা মান্না এবং পাথর থেকে আসা পানি রূহানিক খাদ্যের রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, যা আল্লাহ্‌ অবিরতভাবে তাঁর লোকদের জন্য যুগিয়ে থাকেন।

১০:৪ সেই পাথর ছিলেন মসীহ্‌। এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে, ঈসা মসীহ্‌ আদি থেকেই তাঁর লোকদের সাথে সাথে ছিলেন এবং সব সময় তাদের রহমতের উৎস হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

১০:৫ তাঁরা মরুভূমিতে ধ্বংস হলেন। ইসরাইলকে প্রচুর অনুগ্রহ দান করার পরও তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হয় নি; ফলশ্রুতিতে মিসর থেকে আগতদের মধ্যে শুধুমাত্র কালেব ও ইউসাকে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে কতগুলো লোক মূর্তিপূজক
হয়েছিল, তোমরা তেমনি না হও; যেমন লেখা
আছে, “লোকেরা ভোজন পান করতে বসলো,
পরে ক্রীড়া করতে উঠলো।” ৮ আর যেমন
তাদের মধ্যে কতগুলো লোক জেনা করেছিল
এবং এক দিনে তেইশ হাজার লোক মারা
পড়েছিল, আমরা যেন তেমনি জেনা না করি।
৯ আর যেমন তাদের মধ্যে কতগুলো লোক
পরীক্ষা করেছিল এবং সাপের আঘাতে মারা
পরেছিল, আমরা যেন তেমনি মসীহের পরীক্ষা না
করি। ১০ আর যেমন তাদের মধ্যে কতগুলো
লোক বচসা করেছিল এবং সংহারকের দ্বারা
বিনষ্ট হয়েছিল, তোমরা তেমনি বচসা করো না।
১১ এসব তাদের প্রতি দৃষ্টান্তরূপে ঘটেছিল এবং
আমাদের, যাদের উপর যুগের শেষ সময়
উপস্থিত হয়েছে, সেই আমাদেরই চেতনার জন্য
লেখা হয়েছে। ১২ অতএব যে মনে করে আমি
দাঁড়িয়ে আছি, সে সাবধান হোক যেন পড়ে না
যায়। ১৩ মানুষ যা সহ্য করতে পারে, তা ছাড়া
অন্য কোন পরীক্ষা তো তোমাদের প্রতি ঘটে নি;
আর আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য; তিনি তোমাদের প্রতি
তোমাদের শক্তির অতিরিক্ত পরীক্ষা ঘটতে দেবেন
না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে রক্ষার পথও করে
দেবেন যেন তোমরা সহ্য করতে পার।
১৪ অতএব, হে আমার প্রিয়েরা, মূর্তিপূজা

[১০:৮] শুমারী ২৫:১-৯।
[১০:৯] হিজ ১৭:২; শুমারী ৭৮:১৮।
[১০:১০] ইব ১১:২৮।
[১০:১১] রোমীয় ৪:২৪; ১৩:১১।
[১০:১২] ২করি ১:২৪।
[১০:১৩] ২পিতর ২:৯।
[১০:১৪] ইব ৬:৯।
[১০:১৬] ১করি ১১:২৩-২৫।
[১০:১৭] রোমীয় ১২:৫।
[১০:১৮] লেবীয় ৭:৬,১৪,১৫।
[১০:২০] দ্বি:বি: ৩২:১৭; প্রকা ৯:২০।
[১০:২১] ২করি ৬:১৫,১৬।
[১০:২২] ইশা ৪৫:৯।
[১০:২৩] ১করি ৬:১২
[১০:২৪] রোমীয়

থেকে পালাও। ১৫ আমি তোমাদের বুদ্ধিমান
জেনে বলছি; আমি যা বলি, তোমরা তা বিচার
করে দেখ। ১৬ আমরা শুকরিয়ার যে পানপাত্র
নিয়ে শুকরিয়া জানাই, তা কি মসীহের রক্তের
সহভাগিতা নয়? আমরা যে রুটি ভাঙ্গি, তা কি
মসীহের শরীরের সহভাগিতা নয়? ১৭ কারণ
অনেকে যে আমরা, আমরা এক রুটি, এক
শরীর; কেননা আমরা সকলে সেই এক রুটির
অংশীদার। ১৮ ইসরাইল জাতির প্রতি তাকিয়ে
দেখ; যারা কোরবানীর জিনিস খেয়ে থাকে,
তারা কি কোরবানগাহ্‌র সহভাগী নয়? ১৯ তবে
আমি কি বলছি? মূর্তির কাছে কোরবানী করা
খাবার কি কিছুরই মধ্যে গণ্য? ২০ বরং অ-
ইহুদীরা যা যা উৎসর্গ করে, তা বদ-রূহ্‌দের
উদ্দেশে কোরবানী করে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নয়;
আর আমার এমন ইচ্ছা নয় যে, তোমরা বদ-
রূহ্‌দের সহভাগী হও। ২১ প্রভুর পানপাত্র ও বদ-
রূহ্‌দের পানপাত্র, তোমরা এই উভয় পাত্রে পান
করতে পার না; প্রভুর টেবিল ও বদ-রূহ্‌দের
টেবিল, তোমরা এই উভয় টেবিলের অংশীদার
হতে পার না। ২২ অথবা আমরা কি প্রভুর ক্রোধ
জন্মাচ্ছি? তাঁর চেয়ে কি আমরা বলবান?

সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য কর

২৩ সবই আইনসম্মত, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক,
তা নয়; সবই আইনসম্মত, কিন্তু সব কিছুই যে

১০:৮ তেইশ হাজার। শুমারি ২৫:৯ আয়াত অনুসারে পাক-কিতাবের হিব্রু ও গ্রীক ভাষার অনুলিপিতে চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। পৌল হুবহু সংখ্যা বলতে চান নি, তিনি কেবল আনুমানিক একটি সংখ্যা বলেছেন। কাজেই এখানে তথ্যের গরমিল সংক্রান্ত দ্বিধার বা সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

১০:১১ যুগের শেষ সময় উপস্থিত। ঈসা মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা এই যুগ সূচিত হয়েছে এবং ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত এই যুগ চলতে থাকবে। আল্লাহ্ যুগ যুগ ধরে তাঁর লোকদের জন্য যা কিছু করে আসছেন, তা এই যুগের শেষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

আমাদেরই চেতনার জন্য লেখা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের ইতিহাসে আল্লাহ্‌র লোকদের উপরে যে বিচার ও শাস্তি নেমে এসেছিল তা শরীয়তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যেন আমরা যারা নতুন নিয়মে রয়েছি তাদের গুনাহ্, অধার্মিকতা ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে পতিত হওয়ার বিরুদ্ধে তা সাবধানবাণী হিসেবে প্রয়োগ করা যায়।

১০:১২ সাবধান হোক যেন পড়ে না যায়। ইসরাইলদের মত করে যারা চিন্তা করবে যে, তারা নিরাপদে তাদের মাংসিক অভিলাষগুলো পূরণ করবে, তাদের জানা উচিত যে, তাদের জন্য গুরুতর বিচার অপেক্ষা করছে।

১০:১৩ আল্লাহ্ বিশ্বাসযোগ্য। আল্লাহ্ তাঁর সন্তানদেরকে সমস্ত প্রয়োজনীয় অনুগ্রহ দিয়ে থাকেন, যাতে করে তারা সকল প্রলোভন ও পরীক্ষার উপরে জয়যুক্ত হয়।

যেন তোমরা সহ্য করতে পার। আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে সেই সমস্ত প্রলোভন প্রতিরোধ করার সক্ষমতা দান করেন, যেগুলো এড়ানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে যাবে। তবে সবক্ষেত্রে পরীক্ষা বলতে প্রলোভন বোঝানো হয় না, অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচার ও কষ্টভোগ করাও বোঝানো হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তাদের জন্য এমন কষ্টভোগের অনুমোদন দেন, যেন তাদের ঈমান প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়।

১০:১৪ মূর্তিপূজা থেকে পালাও। করিন্থীয় ঈসায়ীরা পৌত্তলিক পটভূমি থেকে এসেছিল এবং আপল্লো, আসক্লিপিয়, দিমিত্রি, আফ্রোদিত সহ অন্যান্য দেব-দেবীদের মন্দিরের কারণে করিন্থ অত্যন্ত সুপরিচিত ছিল। এই পৌত্তলিকতা-পূর্ণ পরিবেশে থেকে করিন্থীয়রা যেন তাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে কোনভাবে প্রলোভিত হয়ে না পড়ে সে কারণে এই আদেশ করা হয়েছে।

১০:১৬ শুকরিয়ার পানপাত্র। প্রভুর ভোজে আঙ্গুর-রস পান করার জন্য এই পানপাত্র ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। ইহুদীদের ঈদুল ফেসাখের ভোজের ঠিক আগে পরিবারের কর্তা এই পানপাত্র নিয়ে শুকরিয়া জানাতেন, অর্থাৎ ধন্যবাদ সহকারে মুনাজাত করতেন। পরবর্তীতে প্রভুর ভোজেও এই প্রথার প্রচলন ঘটে।

১০:১৭ এক রুটি, এক শরীর। বহু ঈমানদারের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলী গঠিত হয়, যা একটি জীবন রুটি দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়ে থাকে।

১০:১৮ যারা কোরবানীর ... সহভাগী নয়? আল্লাহ্‌র লোকদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, যদি তারা পৌত্তলিকদের মন্দিরের ভোজে অংশগ্রহণ করে এবং মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা খাবার খায়, তাহলে তারা বদ-রূহ্‌দের সহভাগী হবে।

১০:২০ বদ-রূহ্‌দের উদ্দেশে কোরবানী। মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে লোকেরা মূলত বদ-রূহেরই পূজা করে থাকে।

১০:২৩ সব কিছুই যে গেঁথে তোলে, তা নয়। কারও পরিপূর্ণ অধিকার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও আকাঙ্খাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না, তাকে অবশ্যই অন্যের মঙ্গলের কথা বিবেচনা করতে হবে।

অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা

সমগ্র ইঞ্জিল শরীফ জুড়ে শিষ্যত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপনের উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

- *মথি ১১:২৯ – "আমার জোয়াল নিজের কাঁধে তুলে নাও।"*
  ঈসা মসীহ্ তাঁর অনুসারীদেরকে তাঁর মহত্ব ও নম্রতার দৃষ্টান্ত থেকে শিখতে বলেছিলেন।
- *ফিলিপীয় ৩:৭ – "তোমরা সকলে মিলে আমার অনুকারী হও।"*
  পৌল ঈমানদারদেরকে তাঁর উৎসাহ, সংযম ও পরিপক্কতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।
- *১ থিষলনীকীয় ১:৬-৭ – "আর তোমরা অনেক নির্যাতনের মধ্যেও পাক-রূহের আনন্দে সেই কালাম গ্রহণ করে আমাদের এবং প্রভুরও অনুকারী হয়েছ . . . সমস্ত ঈমানদারদের আদর্শ হয়েছ।"*
  থিষলনীকীর নতুন ঈসায়ীরা পৌলের শিষ্যত্ব দ্বারা শিক্ষা লাভ করেছেন এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তাঁরা যা শিখেছেন তার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।
- *১ তীমথি ১:১৬ – "কিন্তু এজন্য করুণা পেয়েছি, যেন অগ্রগণ্য যে আমি, আমার মধ্য দিয়েই ঈসা মসীহ্ তাঁর সীমাহীন ধৈর্য দেখাতে পারেন, যাতে যারা অনন্ত জীবনের জন্য তাঁর উপর ঈমান আনবে আমি তাদের আদর্শ হতে পারি।"*
  পৌল মসীহ্‌কে গ্রহণ করার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর অযোগ্যতাকে ব্যবহার করেছেন, যেন কেউ মসীহের কাছে আসতে গিয়ে পিছিয়ে না পড়ে।
- *১ পিতর ৫:২,৩ – "আল্লাহ্‌র যে পাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তা পালন কর; তাদের দেখাশোনা কর, আবশ্যক বলে নয়, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক, আল্লাহ্‌র অভিমতে এই কাজ কর। কোনরূপ কুৎসিত লাভের জন্য এই কাজ করো না বরং আগ্রহ সহকারে তাদের দেখাশোনা কর। তোমার অধীনস্থ লোকদের উপর প্রভুত্ব করো না কিন্তু পালের আদর্শ হয়েই দায়িত্ব পালন কর।"*
  পিতর ঈসায়ী নেতাদেরকে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ স্থাপনের মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন, আদেশ দানের মধ্য দিয়ে নয়।

পৌল করিন্থীয় ঈমানদারদেরকে তাঁর অনুকরণ করতে বলেছিলেন (৪:১৬)। ঈসা মসীহের দেহ হিসেবে ঈমানদারদেরকে অবশ্যই দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে এই দুনিয়ার কাছে মসীহ্‌কে উপস্থাপন করতে হবে। অ-ঈমানদারদের উচিত ঈমানদারদের মধ্যে মসীহের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া। এতে করে তারা মসীহের ও তাঁর নাজাতের প্রতি সহজে আকৃষ্ট হবে। আমাদের নিজেদেরকে করে তুলতে হবে মসীহের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, তাঁর উত্তম দৃষ্টান্ত।

দুনিয়াবী দেহ ও পুনরুত্থিত দেহের মধ্যে পার্থক্য

আমাদের প্রত্যেকের একটি দেহ রয়েছে। প্রত্যেকের দেহই দেখতে আলাদা। প্রত্যেকের বিভিন্ন ধরনের শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা আছে। কিন্তু মাংসিক দেহ হওয়ায় দুনিয়াবী সকল দেহই দুর্বল ও ভঙ্গুর। সকল ঈমানদারকে মৃত্যুর পর ঈসা মসীহের মত একটি পুনরুত্থিত দেহ দানের ওয়াদা করা হয়েছে (১৫:৪৯)।

দুনিয়াবী দেহ	*পুনরুত্থিত দেহ*
বিনষ্ট হয়ে যাবে	কখনো বিনষ্ট হবে না
অমর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় কবরে প্রবেশ করবে	গৌরবের সাথে পুনরুত্থিত হবে
দুর্বল অবস্থায় কবরে প্রবেশ করবে	ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে পুনরুত্থিত হবে
প্রাকৃতিক	রূহানিক
ধুলা থেকে জন্মপ্রাপ্ত	বেহেশত থেকে জন্মপ্রাপ্ত

গেঁথে তোলে, তা নয়। ২৪ কেউই স্বার্থ চেষ্টা না
করুক, বরং প্রত্যেকে পরের মঙ্গলের চেষ্টা
করুক। ২৫ যে কোন দ্রব্য বাজারে বিক্রি হয়,
বিবেকের কাছে কোন প্রশ্ন না করে তা ভোজন
করো; ২৬ যেহেতু "দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তু
প্রভুরই।" ২৭ অ-ঈমানদারদের মধ্যে কেউ যদি
তোমাদের দাওয়াত করে, আর তোমরা যেতে
ইচ্ছা কর, তবে বিবেকের কাছে কোনও প্রশ্ন না
করে, যে কোন সামগ্রী তোমাদের সম্মুখে রাখা
হয়, তা-ই খেয়ো। ২৮ কিন্তু যদি কেউ তোমাদের
বলে, এটা মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা হয়েছে, তবে
যে জানালো তার জন্য এবং বিবেকের জন্য তা
খেয়ো না। ২৯ যে বিবেকের কথা আমি বললাম,
তা তোমার নয়, কিন্তু সেই অন্য ব্যক্তির। কারণ
আমার স্বাধীনতা কেন পরের বিবেকের দ্বারা
বিচারিত হবে? ৩০ যদি আমি শুকরিয়া জানিয়ে
খাই, তবে যার জন্যে আমি শুকরিয়া জানাই, তার
জন্য কেন আমার নিন্দা করা হবে?

৩১ অতএব তোমরা ভোজন, বা পান, বা যা
কিছু কর, সকলই আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য কর।
৩২ ইহুদী, বা গ্রীক, বা আল্লাহ্‌র মণ্ডলী, কারো
মনে বাধার সৃষ্টি করবো না; ৩৩ যেমন আমিও
সমস্ত বিষয়ে সকলকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করি,
নিজের মঙ্গলের চেষ্টা করি না, কিন্তু অনেকের
মঙ্গলের চেষ্টা করি, যেন তারা নাজাত পায়।

১১ ১ যেমন আমিও মসীহের অনুকারী,
তোমরা তেমনি আমার অনুকারী হও।

উপযুক্তভাবে আল্লাহ্‌র এবাদত করা

২ আমি তোমাদের প্রশংসা করছি যে, তোমরা
সমস্ত বিষয়ে আমাকে স্মরণ করে থাক এবং
তোমাদের কাছে যে সব শিক্ষা দান করেছি
তোমরা তা ধরে আছ। ৩ কিন্তু আমার ইচ্ছা এই,
যেন তোমরা জান যে, প্রত্যেক পুরুষের
মস্তকস্বরূপ মসীহ্‌ এবং স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ স্বামী,
আর মসীহের মস্তকস্বরূপ আল্লাহ্‌। ৪ যে কোন
পুরুষ মাথা ঢেকে রেখে মুনাজাত করে, কিংবা
ভবিষ্যদ্বাণী বলে, সে তার নিজের মাথার অপমান
করে। ৫ কিন্তু যে কোন স্ত্রী মাথা ঢেকে না রেখে
মুনাজাত করে, কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী বলে, সে তার
নিজের মাথার অপমান করে; কারণ সে মাথা
মুণ্ডিত স্ত্রীলোকের সমান হয়ে পড়ে। ৬ ভাল, স্ত্রী
যদি মাথা ঢেকে না রাখে, সে চুলও কেটে
ফেলুক; কিন্তু চুল কেটে ফেলা বা মাথা মুণ্ডন
করা যদি স্ত্রীলোকের লজ্জার বিষয় হয়, তবে
মাথা ঢেকে রাখুক। ৭ বাস্তবিক মাথা ঢেকে রাখা
পুরুষের উচিত নয়, কেননা সে আল্লাহ্‌র
প্রতিমূর্তি ও গৌরব; কিন্তু স্ত্রী পুরুষের গৌরব।
৮ কারণ পুরুষ স্ত্রীলোক থেকে নয়, বরং স্ত্রীলোক
পুরুষ থেকে এসেছে। ৯ আর স্ত্রীর জন্য পুরুষ

১৫:১,২।
[১০:২৫] প্রেরিত ১০:১৫।
[১০:২৬] জবুর ২৪:১।
[১০:২৭] লূক ১০:৭।
[১০:৩১] কল ৩:১৭; জাকা ১৪:২১।
[১০:৩২] ১তীম ৩:৫।
[১০:৩৩] রোমীয় ১৫:২; ১১:১৪।
[১১:১] রোমীয় ১৫:৩; ১ পিতর ২:২১;
[১১:৩] ইফি ১:২২; ৫:২৩।
[১১:৪] প্রেরিত ১১:২৭।
[১১:৫] প্রেরিত ১১:৯; দ্বি:বি: ২১:১২।
[১১:৭] পয়দা ১:২৬; ৫:১; ৯:৬; ইয়াকুব ৩:৯।
[১১:৮] পয়দা ২:২১-২৩; ১তীম ২:১৩।
[১১:৯] পয়দা

১০:২৫ যে কোন দ্রব্য ... ভোজন করো। সেই দ্রব্য মূর্তির কাছে উৎসর্গ করা হলেও যেহেতু তা বাজারে বিক্রি করা হয়েছে, সেহেতু এর পরোক্ষ পৌত্তলিক ধর্মীয় তাৎপর্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

১০:২৭ যে কোন সামগ্রী ... তা-ই খেয়ো। পৌত্তলিক দেবদেবীর মন্দিরের কার্যকলাপে যোগদানে ঈসায়ীদের জন্য বিধিনিষেধ রয়েছে, কিন্তু অ-ইহুদী কোন ব্যক্তির গৃহে খেতে যাওয়া বা না যাওয়া তার ব্যক্তিগত বিষয়। অ-ঈমানদারদের সাথে সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ঈসায়ীদেরকে সতর্ক থাকতে হবে।

১০:৩১ সকলই আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য কর। অন্যতম সার্বজনীন ঈসায়ী নীতি – যে কাজই করা হোক না কেন, আল্লাহ্‌ তাতে গৌরবান্বিত হন কি না তা আগে বিবেচনা করতে হবে।

১০:৩৩ সমস্ত বিষয়ে সকলকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করি। পৌল এ কথা বোঝাচ্ছেন না যে, তিনি প্রত্যেককে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সুসমাচারের সত্যতায় কোন আপোষ করবেন; বরং তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, তাঁর নিজ প্রাত্যহিক জীবন দ্বারা কারও বিবেক যেন আঘাত না পায় এবং সুসমাচার গ্রহণ থেকে দূরে সরে না যায় সে ব্যাপারে তিনি সতর্ক থাকবেন।

১১:১ মসীহের অনুকারী। ঈমানদারদেরকে বলা হয়েছে তারা যেন মসীহের অনুকারী হয় ও ক্রমে তাঁর মত হয়ে ওঠে। আর মসীহের মত হওয়া অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌কে ও সেই সাথে সকল মানুষকে মহব্বত করা এবং একান্তভাবে আল্লাহ্‌র গৌরব প্রশংসা করা।

১১:২ শিক্ষা। ঈসায়ী মতবাদ ও অনুশীলনের মৌখিক শিক্ষা, যা পৌল প্রভু ঈসা মসীহের নির্দেশ অনুসারে দান করেছেন।

১১:৩ মস্তক। অনেকের মতে মস্তক শব্দটি দিয়ে একজন ব্যক্তির সম্মানের অবস্থান বোঝানো হয়ে থাকে। অন্যান্যরা মনে করেন কর্তৃত্বের মাপকাঠি বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। দু'ভাবেই মসীহ্‌ পুরুষের উপরে কর্তৃত্বে রয়েছেন, তাই তিনি পুরুষ দ্বারা সম্মানিত হবেন; অন্যদিকে পুরুষ স্ত্রীর উপরে কর্তৃত্বের অবস্থানে রয়েছেন এবং তিনি তার স্বামীকে সম্মান করবেন।

১১:৪ মাথা ঢেকে রেখে মুনাজাত করে। পৌলের সময়কার কৃষ্টি অনুসারে এবাদত ও মুনাজাতের সময় পুরুষরা আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের আত্মসমর্পণ এবং সম্মান প্রদর্শন করার জন্য মাথা ঢেকে রাখতো। কিন্তু মাথা ঢেকে রেখে মুনাজাত করা বা ভবিষ্যদ্বাণী বলার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রকৃত আনুগত্য দেখানো যায় না। মাথা ঢেকে রাখার অর্থ নিজের মস্তকের অপমান করা, অর্থাৎ মসীহ্‌কে, যিনি কেবলমাত্র তার বশ্যতা পাওয়ার উপযুক্ত।

১১:৬ স্ত্রী যদি মাথা ঢেকে না রাখে। পৌলের সময়ে জনসম্মুখে একজন স্ত্রীলোকের মাথায় আবরণ না দেওয়া এবং চুল খুলে রাখা তার অনৈতিকতা ও ভ্রষ্টতার চিহ্ন হিসেবে ধরা হতো। পৌল বলেন যে, এভাবে চুল রাখার চেয়ে কেটে ফেলা ভাল।

চুল কেটে ফেলা ... লজ্জার বিষয়। কোন স্ত্রীলোকের মাথার চুল কামিয়ে ফেলা বা কেটে ফেলার অর্থ হচ্ছে, স্ত্রীলোকটি কোন লজ্জাজনক কাজের জন্য প্রকাশ্যে অপমানিত হয়েছে কিংবা সে স্বামীর প্রতি বশ্যতা দেখাতে অস্বীকার করেছে।

১১:৯ স্ত্রীর জন্য ... সৃষ্টি হয়েছে। এখানে এ কথা বোঝানো হয় নি, স্ত্রীকে পুরুষের অনুচর হতে হবে; বরং কিতাবুল মোকাদ্দস অনুসারে পুরুষকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং পুরুষের দেহ থেকে স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে কারণে স্ত্রীর উপরে তার কর্তৃত্ব পাওয়া সঙ্গত। স্ত্রীর উচিত তার মস্তকরূপে স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু পুরুষের জন্য স্ত্রী লোকের সৃষ্টি
হয়েছে। ১০ এই কারণে স্ত্রীর মাথায় কর্তৃত্বাধীনের
চিহ্ন রাখা কর্তব্য– ফেরেশতাদের জন্য। ১১ তবুও
প্রভুতে স্ত্রীও পুরুষ ছাড়া নয়, আবার পুরুষও স্ত্রী
ছাড়া নয়। ১২ কারণ যেমন পুরুষ থেকে স্ত্রী,
তেমনি আবার স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পুরুষ হয়েছে,
কিন্তু সকলই আল্লাহ্‌ থেকে। ১৩ তোমরা
নিজেদের মধ্যে বিচার কর, মাথা না ঢেকে
আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করা কি স্ত্রীলোকের
পক্ষে উপযুক্ত? ১৪ স্বয়ং প্রকৃতিও কি
তোমাদেরকে শিক্ষা দেয় না যে, পুরুষ যদি লম্বা
চুল রাখে, তবে তা তার অপমানের বিষয়;
১৫ কিন্তু স্ত্রীলোক যদি লম্বা চুল রাখে, তবে তা
তার গৌরবের বিষয়, কারণ সেই চুল তাকে
আবরণের পরিবর্তে দেওয়া হয়েছে। ১৬ কিন্তু
কেউ যদি এই নিয়ে তর্ক করতে চায়, তবে আমি
বলবো যে, এই রকম ব্যবহার আমাদের মধ্যেও
নেই এবং আল্লাহ্‌র মণ্ডলীগুলোর মধ্যেও নেই।

প্রভুর ভোজের বিষয়

১৭ কিন্তু এই হুকুম দেবার উপলক্ষে আমি
তোমাদের প্রশংসা করি না, কারণ তোমরা যে
সমবেত হয়ে থাক, তাতে ভাল না হয়ে বরং
মন্দই হয়। ১৮ কারণ প্রথমত শুনতে পাচ্ছি, যখন
তোমরা মণ্ডলীতে জমায়েত হও, তখন তোমাদের
মধ্যে দলাদলি হয়ে থাকে এবং আমি এর কিছুটা
বিশ্বাসও করি। ১৯ আর বাস্তবিক তোমাদের মধ্যে
দলাদলি দেখা দেওয়া আবশ্যক, যেন তোমাদের
মধ্যে যারা পরীক্ষাসিদ্ধ তারা প্রকাশিত হয়।
২০ যা হোক, তোমরা যখন এক স্থানে জমায়েত
হও, তখন প্রকৃতপক্ষে প্রভুর ভোজ খাওয়া হয়
না; ২১ কেননা খাবারের সময় প্রত্যেকে অন্যের
আগে তার নিজের খাবার গ্রহণ করে, তাতে
একজনের খিদে থাকে, আর এক জন মাতাল
হয়। এটা কেমন? ২২ ভোজন পান করার জন্য
কি তোমাদের ঘর-বাড়ি নেই? অথবা তোমরা কি
আল্লাহ্‌র মণ্ডলীকে অবজ্ঞা করছো এবং যাদের
কিছু নেই তাদেরকে লজ্জা দিচ্ছ? আমি
তোমাদেরকে কি বলবো? আমি কি তোমাদের
প্রশংসা করবো? এই বিষয়ে প্রশংসা করতে পারি
না।

প্রভুর ভোজ পালন

২৩ কারণ আমি প্রভুর কাছ থেকে এই শিক্ষা
পেয়েছি এবং তোমাদেরকে সেই একই শিক্ষা
দিচ্ছি যে, প্রভু ঈসা যে রাতে সমর্পিত হন, সেই
রাতে তিনি রুটি নিলেন, ২৪ এবং শুকরিয়াপূর্বক
ভাঙ্গলেন ও বললেন, 'এটা আমার শরীর, এটা
তোমাদের জন্য; আমার স্মরণার্থে এটা কোরো'।
২৫ সেই একইভাবে তিনি ভোজনের পর
পানপাত্রও নিয়ে বললেন, 'এই পানপাত্র আমার
রক্তে নতুন নিয়ম; তোমরা যতবার পান করবে,
আমার স্মরণার্থে এটা কোরো'। ২৬ কারণ
যতবার তোমরা এই রুটি ভোজন কর এবং এই
পানপাত্রে পান কর ততবার প্রভুর মৃত্যু তবলিগ
করে থাক, যে পর্যন্ত তিনি না আসেন।

২:১৮।
[১১:১২]রোমীয় ১১:৩৬।
[১১:১৬] ১করি ৭:১৭; ১০:৩২।
[১১:১৮] ১করি ১:১০-১২; ৩:৩।
[১১:১৯] ১ইউ ২:১৯।
[১১:২১] ২পিতর ২:১৩; এহুদা ১২।
[১১:২২] ১করি ১০:৩২; ইয়াকুব ২:৬।
[১১:২৩] গালা ১:১২।
[১১:২৪] ১করি ১০:১৬।
[১১:২৫] লূক ২২:২০; ১করি ১০:১৬।
[১১:২৬] ১করি ১:৭।

১১:১০ মাথায় কর্তৃত্বাধীনের চিহ্ন। অনেকের মতে এখানে পুরুষের সহ-শাসক হিসেবে স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বের কথা বোঝানো হয়েছে। অন্যান্যদের মতে এখানে সম্পূর্ণভাবে পুরুষের কর্তৃত্ব বোঝানো হয়েছে। সমবেত এবাদতে স্ত্রীলোকের মস্তক আবৃত রাখা তার স্বামীর প্রতি আনুগত্য দেখানোর প্রতীক এবং অন্য সকলের সামনে তার সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশের প্রতীক।

ফেরেশতাদের জন্য। সম্ভবত ফেরেশতারা ঈসায়ীদের নাজাতের সকল বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং এবাদতে শালীনতা রক্ষার ব্যাপারে অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন।

১১:১৪ পুরুষ যদি ... অপমানের বিষয়। আল্লাহ্‌ চান পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা যার যার দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি যেন সম্মান প্রদর্শন করে ও যথোপযুক্তভাবে চলে। পৌলের মতে, কারও চুল দেখে যেন লোকেরা বুঝতে পারে যে, সে একজন স্ত্রী বা একজন পুরুষ। পুরুষের কখনোই স্ত্রীলোকের মত লম্বা চুল রাখা উচিত হবে না, যাতে করে তার মর্যাদা, মূল্য ও সম্মান সে বজায় রাখতে পারে।

১১:১৬ আল্লাহ্‌র মণ্ডলীগুলোর মধ্যেও নেই। পৌলের এই সকল শিক্ষা সকল ঈসায়ী মণ্ডলীর জন্য প্রযোজ্য, যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র বেহেশতী মণ্ডলীর অংশ হিসেবে তাঁর শাসনের অধীন বলে বিশ্বাস করে। শালীন ও শোভনীয় পোশাক পরা চিরকালীন ঈসায়ী নীতি, কারণ বাহ্যিক অবয়ব অভ্যন্তরীণ মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।

১১:১৯ যারা পরীক্ষাসিদ্ধ। মণ্ডলীতে দলাদলি হওয়া দুঃখজনক হলেও তাতে মঙ্গল রয়েছে, কারণ এতে করে যারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বিশ্বস্ত, সত্য ও ধার্মিক, তাদের চিহ্নিত করা যায় এবং যারা অবিশ্বস্ত ও ভণ্ড, তারাও প্রকাশিত হয়।

১১:২০ প্রভুর ভোজ খাওয়া হয় না। প্রভুর ভোজ খাওয়ার জন্য একত্রিত হলেও তা তাদের ভুঁড়িভোজ ও দলাদলির দ্বারা অপবিত্র হয়েছে।

১১:২১ একজনের খিদে ... মাতাল হয়। প্রাথমিক মণ্ডলী প্রভুর ভোজকে পরিবর্ধিত করে প্রীতিভোজের আয়োজন করতো। এই ভোজে সকলে যার যার ঘর থেকে সাধ্যমত খাবার নিয়ে আসতো এবং সকলের মাঝে খাবার বণ্টন করে একসাথে বসে খেত। ধনীরা স্বভাবতই বেশি খাবার আনতো এবং গরীবরা কম; কিন্তু তাদের দলাদলি ও স্বার্থান্বেষী মনোভাবের কারণে ধনীরা খেত বেশি এবং গরীবরা ক্ষুধার্ত থেকে যেত। তারা দেরীতে আসা লোকদের, যেমন কৃতদাসের জন্য অপেক্ষা করতো না বা তাদের জন্য যা রাখা ছিল তা অন্যদের বণ্টন করতো না। তারা আসলে নিজেদের ভোজ পালন করতো, প্রভুর ভোজ নয়।

১১:২৪ আমার শরীর। রুটি ভাঙ্গা গুনাহ্‌গারদের জন্য ঈসা মসীহের কাফ্‌ফারামূলক দৈহিক মৃত্যুর প্রতীক।

১১:২৫ আমার রক্তে নতুন নিয়ম। এখানে নিয়ম হচ্ছে সেই নতুন চুক্তি, যা ঈসা মসীহ্‌ তাঁর রক্তপাতের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

১১:২৬ যতবার ... তিনি না আসেন। প্রভুর ভোজ অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়মের বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই, কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে প্রভুর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য সহকারে নিয়মানুবর্তিতা সহকারে এই ভোজ অনুষ্ঠান পালন করে যেতে হবে।

২৭ অতএব যে কেউ অযোগ্যভাবে প্রভুর
রুটি ভোজন কিংবা পানপাত্রে পান করবে, সে
প্রভুর শরীর ও রক্তের দায়ী হবে। ২৮ মানুষ
নিজের পরীক্ষা করুক এবং এভাবে সেই রুটি
ভোজন ও সেই পানপাত্রে পান করুক।
২৯ কেননা যে ব্যক্তি ভোজন ও পান করে, সে
যদি তাঁর শরীর না চেনে, তবে সে নিজের উপর
শাস্তি ডেকে নিয়ে আসে। ৩০ এই কারণে
তোমাদের মধ্যে অনেক লোক দুর্বল ও অসুস্থ
আছে এবং অনেকে মারাও গেছে। ৩১ আমরা যদি
নিজেরা নিজেদের বিচার করতাম, তবে আমরা
বিচারিত হতাম না; ৩২ কিন্তু প্রভু যখন আমাদের
বিচার করেন, তখন তিনি আমাদের শাসন
করেন, যেন দুনিয়ার সঙ্গে শাস্তি না পাই।
৩৩ অতএব, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা
যখন ভোজন করার জন্য জমায়েত হও, তখন
এক জন অন্য জনের জন্য অপেক্ষা করো।
৩৪ যদি কারো খিদে পায় তবে সে ঘরে গিয়ে
ভোজন করুক; তোমাদের জমায়েত হওয়া যেন
তাদের শাস্তির কারণ না হয়। আর অন্যান্য সমস্ত
বিষয়ে যখন আমি আসবো তখন হুকুম করবো।

পাক-রূহের বিবিধ মেহেরবানী-দান

১২ ১ আর হে ভাইয়েরা, রূহানিক
দানগুলোর বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত
থাক, তা আমার ইচ্ছা নয়। ২ তোমরা জান,
যখন তোমরা অ-ঈমানদার ছিলে, তখন এমন
সব মূর্তির দিকেই চালিত হতে যারা কথা বলতে
পারে না। ৩ এজন্য আমি তোমাদের জানাচ্ছি
যে, আল্লাহ্‌র রূহে কথা বললে, কেউ বলে না,
‘ঈসার উপর বদদোয়া পড়ুক’ এবং পাক-রূহের
আবেশ ছাড়া কেউ বলতে পারে না, ‘ঈসা-ই
প্রভু’।
৪ পাক-রূহের দান নানা রকম, কিন্তু রূহ্‌ এক;
৫ এবং পরিচর্যা নানা রকম, কিন্তু প্রভু এক;
৬ এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা রকম, কিন্তু আল্লাহ্‌
এক; তিনি সকলের মধ্যে সকল ক্রিয়ার
সাধনকর্তা। ৭ কিন্তু মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের
মধ্যে পাক-রূহ্‌ প্রকাশিত হন। ৮ কারণ এক
জনকে সেই রূহ্‌ দ্বারা প্রজ্ঞার কথা, আর এক
জনকে সেই রূহ্‌ দ্বারা জ্ঞানের কথা বলতে
দেওয়া হয়। ৯ আর অন্য এক জনকে সেই রূহে
ঈমান, আর এক জনকে সেই একই রূহে সুস্থতা
সাধনের নানা মেহেরবানী-দান, ১০ আর এক
জনকে কুদরতি-কাজ করার গুণ, আর এক
জনকে ভবিষ্যদ্বাণী, আর এক জনকে ভাল-মন্দ
রূহ্‌দের চিনে নেবার শক্তি, আর এক জনকে
নানা রকম ভাষা বলবার শক্তি এবং আর এক
জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করার শক্তি

[১১:২৭] ইব ১০:২৯।
[১১:২৮] ২করি ১৩:৫।
[১১:৩০] মথি ৯:২৪।
[১১:৩১] জবুর ৩২:৫; ১ইউ ১:৯।
[১১:৩২] জবুর ৯৪:১২।
[১১:৩৪] ১করি ৪:১৯।
[১২:১] রোমীয় ১:১১; ১১:২৫।
[১২:২] জবুর ১১৫:৫।
[১২:৩] ইউ ১৩:১৩; ১ইউ ৪:২।
[১২:৪] ইফি ৪:১১; ইব ২:৪।
[১২:৬] ইফি ৪:৬; ফিলি ২:১৩।
[১২:৭] ইফি ৪:১২; ১করি ১৪:১২।
[১২:৮] ১করি ২:৬; ২করি ৮:৭।
[১২:৯] মথি ১০:১; ১৭:১৯,২০।
[১২:১০] ইফি

১১:২৭ অযোগ্যভাবে। শ্রদ্ধাহীন ও স্বার্থান্বেষী মনোভাব পোষণ করা, যা করিন্থীয়দের প্রবর্তিত প্রীতিভোজে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। যথাযথ আন্তরিক মনোভাব নিয়ে প্রভুর ভোজে উপস্থিত না হলে ঈসা মসীহের মহান আত্মোৎসর্গের মর্যাদা ও উদ্দেশ্যকে অবজ্ঞা করা হয়।

১১:২৮ নিজের পরীক্ষা করুক। একজন ব্যক্তির উচিত তার নিজের কাজ ও ভোজের তাৎপর্য সম্পর্কে তার অন্তরের মনোভাব ও সচেতনতা পরীক্ষা করা, যাতে করে সে এই মহান ভোজকে রূহানিক পবিত্রতা সহকারে গ্রহণ করতে পারে।

১১:২৯ সে যদি তাঁর শরীর না চেনে। ‘শরীর’ শব্দটি প্রভু ঈসা মসীহের জাগতিক দেহকে বোঝাতে পারে অথবা ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলীকে বোঝাতে পারে।

১১:৩২ আমাদের শাসন করেন। আল্লাহ্‌ তাঁর উদ্ধারকৃত সন্তান হিসেবে আমাদেরকে শাসন করেন, যাতে আমরা আমাদের গুনাহ্‌র জন্য অনুতাপ করতে পারি এবং অনুগ্রহে বৃদ্ধি লাভ করি।

১২:১ রূহানিক দান। পাক-রূহ্‌ ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলীতে যে সমস্ত দান দিয়ে থাকেন। কোন ঈমানদার এই দান থেকে বঞ্চিত হবেন না, কিন্তু তা নিজে থেকে বেছে নেওয়ার বা অর্জন করার কোন সুযোগ নেই। এই সকল দান বহুবিধ, কিন্তু সবগুলোই সমান সম্মানজনক, কারণ তাদেরকে একই রূহ্‌ আরোপ করা হয়েছে, একই প্রভুর অধীনে চালানো হচ্ছে এবং একই আল্লাহ্‌ দ্বারা শক্তিযুক্ত করা হচ্ছে।

১২:৩ ‘ঈসা-ই প্রভু’। যিনি পাক-রূহ্‌ দ্বারা অনুপ্রাণিত, তিনি ঈসা মসীহের নামে অভিশাপ উচ্চারণ করতে পারেন না, বরং তিনি হৃদয় থেকে তাঁকে ‘প্রভু’ বলে স্বীকার করে নেন।

১২:৫ পরিচর্যা। প্রথম শতাব্দীর ঈসায়ী মণ্ডলীর সেবাকাজ নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন খাবার পরিবেশন করা।

১২:৬ ক্রিয়াসাধক গুণ। কার্যকরী ক্ষমতা, যা রূহানিক শক্তির মাধ্যমে অবশ্যম্ভাবীভাবে ফল দান করে।

১২:৭ মঙ্গলের জন্য ... প্রকাশিত হন। ঈসা মসীহের দেহের প্রত্যেক সভ্যকে কিছু না কিছু রূহানিক দান দেয়া হয়েছে, যা তার জীবনে পাক-রূহের মঙ্গলজনক উপস্থিতি ও কাজের প্রমাণ।

১২:৮ এক জনকে ... আর এক জনকে। প্রত্যেককে একই দান দেওয়া হয় নি; এককে জনকে একেকটি দান দেওয়া হয়েছে, কাজেই সকলেই ঈসায়ী মণ্ডলীতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১২:৯ ঈমান। নাজাত লাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ঈমান নয়, যা প্রত্যেক ঈসায়ীর রয়েছে; কিন্তু এই ঈমান হচ্ছে ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলীকে সুসংগঠিত ও বলবান করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণামূলক ঈমান।

সুস্থতা সাধনের ... দান। আক্ষরিকভাবে ‘রোগ থেকে মুক্ত করার দান’। এই দানের মধ্য দিয়ে পাক-রূহের শক্তিতে পরিচর্যাকারীরা অলৌকিকভাবে মানুষকে রোগ থেকে আরোগ্য দান করতে সক্ষম হন।

১২:১০ কুদরতি-কাজ করার গুণ। মূলত আক্ষরিকভাবে ‘অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা’। এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, যা স্বাভাবিক উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ভবিষ্যদ্বাণী। আল্লাহ্‌র মনের কথা জানানোর পন্থা, যা পাক-রূহ্‌ দ্বারা ঈমানদারকে দেয়া হয়। এই দান যারা পেয়ে থাকেন তারা নবী হিসেবে স্বীকৃত।

ভাল-মন্দ রূহ্‌দের চিনে নেবার শক্তি। বদ-রূহের কাছ থেকে মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীও আসতে পারে, যা আল্লাহ্‌ কর্তৃক অনুপ্রাণিত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করার জন্য এই দান আবশ্যক।

নানা রকম ভাষা বলবার শক্তি। অনেকের মতে এটি অজানা মানবীয় ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা, যেমনটা পঞ্চাশত্তমীতে প্রেরিতদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। অন্যান্যরা বিশ্বাস করেন যে, ‘ভাষা’ শব্দটি পার্থিব ও বেহেশতী উভয় ভাষাকে বুঝিয়ে থাকে, যাতে প্রশংসা ও মুনাজাতের পরমানন্দের ভাষাও যুক্ত।

কেন আমাদের পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করা প্রয়োজন

ঈসায়ী জীবন যাপন করা সহজ কাজ নয়। এই জীবনের প্রতিটি পদে পদে রয়েছে পরীক্ষা, প্রলোভন আর প্রতিবন্ধকতা। আমাদের জীবনের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা পূরণে আমাদেরকে ধৈর্য সহকারে এই সমস্ত বাধা অতিক্রম করতে হবে। তাই পৌল আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আমাদেরকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, যেন শয়তানের আক্রমণে আমরা পরাজিত না হই। ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার শেষে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একটি মহা পুরস্কার, যার ওয়াদা স্বয়ং আল্লাহ্ আমাদের কাছে করেছেন।

আয়াত	*লক্ষ্য*	*পরিকল্পনা*	*পুরস্কার*
১ করিন্থীয় ৯:২৪-২৭	• পুরস্কার পাওয়ার জন্য দৌড়ানো। • সরাসরি লক্ষ্য অভিমুখে দৌড়ানো।	• নিজ দেহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা, প্রশিক্ষিত করা।	• একটি মুকুট, যা চিরকাল থাকবে।
গালাতীয় ৬:৭-১০	• ভাল কাজে কখনো পিছিয়ে না পড়া। • হাল ছেড়ে না দেওয়া। • সকলের মঙ্গল সাধন করা।	• পাক-রূহের উদ্দেশে বপন করা।	• অনন্ত জীবনের ফসল লাভ করা।
ইফিষীয় ৬:১০-২০	• আল্লাহ্‌র সম্পূর্ণ যুদ্ধসজ্জা পরিধান করা • সব সময় মুনাজাত করা।	• শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্‌র যুদ্ধের সম্পূর্ণ সাজ -পোশাক পরা।	• শয়তানের চাতুরির বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান লাভ।
ফিলিপীয় ৩:১২-১৪	• আল্লাহ্‌র মনের মত হওয়ার জন্য নিরূপিত দিনটির উদ্দেশ্যে নিজেকে প্রস্তুত করা।	• অতীতকে ভুলে যাওয়া; সামনে যে লক্ষ্য আছে তার জন্য প্রস্তুত হওয়া।	• সেই বেহেশতী পুরস্কার, যার জন্য আল্লাহ্ আমাদের সকলকে বেহেশতমুখী ডাক দিয়েছেন।
২ তীমথি ২:১-১৩	• এই সকল মহান সত্য তাদের উপর অর্পণ করা, যারা তা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। • ঈমানে সাময়িক দুর্বল হলেও সব সময় ঈসা মসীহের অনুগ্রহে বলবান থাকা।	• একজন সৈন্যের মত দুঃখভোগ করা এবং কোন প্রকার দুনিয়াবী বিষয়ে যুক্ত না হওয়া। • প্রভুর বিধান অনুসরণ করা, একজন মল্লযোদ্ধার মত মুকুট জয়ের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া। • একজন কৃষকের মত কঠোর পরিশ্রম করা, যে তার ফসল ঘরে তোলার জন্য প্রাণপণ করে।	• মসীহের সাথে চিরকাল অনন্ত জীবন যাপন করা; তাঁর সাথে চিরকাল রাজত্ব করা। • তিনি চিরকাল বিশ্বস্ত থাকবেন।

দেওয়া হয়; ১১ কিন্তু এসব কাজ সেই একমাত্র
পাক-রূহ্‌ই করে থাকেন; তিনি যাকে যেভাবে
দিতে ইচ্ছা করেন, তাকে সেভাবেই দান করে
থাকেন।

অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে এক দেহ

১২ কেননা যেমন দেহ এক, আর তার অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ অনেক এবং দেহের সমুদয় অঙ্গ অনেক
হলেও এক দেহ হয়, মসীহ্‌ও ঠিক সেই রকম।
১৩ ফলত আমরা ইহুদী বা গ্রীক, গোলাম বা
স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হবার জন্য একই
পাক-রূহে বাপ্তিস্ম নিয়েছি এবং আমাদের
সকলকে একই পাক-রূহ্‌ থেকে পান করতে
দেওয়া হয়েছে।
১৪ আর বাস্তবিক দেহ একটি অঙ্গ নয়, কিন্তু
অনেক অঙ্গ দিয়ে গঠিত। ১৫ পা যদি বলে, আমি
তো হাত নই, সেজন্য দেহের অংশ নই, তবে তা
যে দেহের অংশ নয়, এমন নয়। ১৬ আর কান
যদি বলে, আমি তো চোখ নই, সেজন্য দেহের
অংশ নই, তবে তা যে দেহের অংশ নয়, এমন
নয়। ১৭ সমস্ত দেহ যদি চোখ হত, তবে শুনবার
শক্তি কোথায় থাকতো? এবং সমস্তই যদি শুনবার
শক্তি হত, তবে ঘ্রাণ নেবার শক্তি কোথায়
থাকতো? ১৮ কিন্তু এখন আল্লাহ্‌ অঙ্গগুলো এক
এক করে দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করেছেন,
সেভাবে বসিয়েছেন। ১৯ নতুবা সবই যদি একটি
অঙ্গ হত, তবে দেহ কোথায় থাকতো? ২০ কিন্তু
এখন অঙ্গ অনেক বটে, কিন্তু দেহ এক। ২১ আর
চোখ হাতকে বলতে পারে না, তোমাকে আমার
প্রয়োজন নেই; আবার মাথাও পা দু'খানিকে
বলতে পারে না, তোমাদের আমার প্রয়োজন
নেই; ২২ বরং দেহের যেসব অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত
দুর্বল বলে মনে হয়, সেগুলো বেশি প্রয়োজনীয়।

৪:১১; মার্ক ১৬:১৭।
[১২:১২] রোমীয় ১২:৫; মার্ক ১:৮।
[১২:১৩] ইফি ২:১৮; গালা ৩:২৮; কল ৩:১১; ইউ ৭:৩৭-৩৯।
[১২:২০] রোমীয় ১২:৫।
[১২:২৭] ইফি ১:২৩; ৪:১২; কল ১:১৮,২৪; রোমীয় ১২:৫।
[১২:২৮] ১করি ১০:৩২; ইফি ৪:১১; রোমীয় ১২:৬-৮; মার্ক ১৬:১৭।
[১২:৩১] ১করি ১৪:১,৩৯।

২৩ আর আমরা দেহের যেসব অঙ্গকে অপেক্ষাকৃ
ত কম সম্মানের যোগ্য বলে মনে করি,
সেগুলোকে বেশি সম্মানের সঙ্গে ভূষিত করি।
আর আমাদের যে অঙ্গগুলোকে দেখানো শোভা
পায় না সেগুলো অধিকতর যত্ন পেয়ে থাকে;
২৪ কিন্তু আমাদের যেসব অঙ্গগুলো দেখানো
শোভা পায়, সেগুলোর তত যত্নের প্রয়োজন হয়
না। বাস্তবিক, আল্লাহ্‌ দেহ সংগঠিত করেছেন,
যেগুলোর সম্মান কম সেগুলোকে বেশি সম্মান
দান করেছেন, ২৫ যেন দেহের মধ্যে কোন অনৈ
নক্য না থাকে, বরং অঙ্গগুলো যেন পরস্পরের
জন্য সমভাবে চিন্তা করে। ২৬ আর একটি অঙ্গ
দুঃখ পেলে তার সঙ্গে সকল অঙ্গই দুঃখ পায়
এবং একটি অঙ্গ গৌরব লাভ করলে তার সঙ্গে
সকল অঙ্গই আনন্দ করে।
২৭ তোমরা মসীহের দেহ এবং এক এক জন
এক একটি অঙ্গ। ২৮ আর আল্লাহ্‌ মণ্ডলীতে
প্রথমত প্রেরিতদেরকে, দ্বিতীয়ত নবীদেরকে, তৃ
তীয়ত শিক্ষকদেরকে স্থাপন করেছেন; তারপর
নানা রকম পরাক্রমের কাজ, তারপর
সুস্থতাদানকারী মেহেরবানী-দান, উপকার,
শাসনপদ, নানা রকম ভাষা দিয়েছেন।
২৯ সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি নবী?
সকলেই কি শিক্ষক? সকলেই কুদরতী কাজ
করে? ৩০ সকলেই কি সুস্থতাদানকারী
মেহেরবানী-দান পেয়েছে? সকলেই কি বিশেষ
বিশেষ ভাষা বলে? সকলেই কি অর্থ বুঝিয়ে
দেয়? ৩১ তোমরা শ্রেষ্ঠ দানগুলো লাভ করার
জন্যে যত্নবান হও। এছাড়া, আমি তোমাদের
আরও উৎকৃষ্ট একটি পথ দেখাচ্ছি।

বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করার শক্তি। পরভাষায় কথিত বার্তার অর্থ উদ্ঘাটন করা, যাতে শ্রোতারা তা বুঝতে পারে এবং রূহানিক উন্নতি সাধন করতে পারে।

১২:১১ তিনি ... দান করে থাকেন। পাক-রূহ্‌ই নির্ধারণ করে থাকেন যে, কোন কোন দান বা দানগুলো একজন ঈমানদারের পাওয়া উচিত।

১২:১২ দেহ এক ... অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক। আল্লাহ্‌র লোকদের দ্বারা চর্চাকৃত বিভিন্ন রূহানিক দানের একতা ও বিভিন্নতাকে দৃষ্টান্তায়িত করা হয়েছে এই উক্তির মধ্য দিয়ে, যারা সকলে ঈসা মসীহের এক দেহের সভ্য-সভ্যা।

১২:১৩ একই পাক-রূহে বাপ্তিস্ম নিয়েছি। পাক-রূহ্‌ দ্বারা মসীহের দেহে ঈমানদারদের বাপ্তিস্ম গ্রহণ, পানিতে নেওয়া বাপ্তিস্ম নয়। সকল ঈসায়ী ঈমানদার এক পাক-রূহ্‌ দ্বারা সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং মসীহের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়েছেন।

১২:১৪ দেহ ... অনেক অঙ্গ দিয়ে গঠিত। মানব দেহে যেমন বিভিন্ন অঙ্গ একত্রিত হয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠন করে, ঠিক সেভাবে ঈসা মসীহের দেহরূপ মণ্ডলী গঠিত হয় তার সভ্য-সভ্যাদের নিয়ে, যাদের সমন্বিত কার্যক্রম ঈসা মসীহের উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম।

১২:২২ বেশি প্রয়োজনীয়। যেসব ঈসায়ীকে মসীহের দেহে স্বল্প গুরুত্ববহ বলে মনে হয়, তারা আসলে অপরিহার্য।

১২:২৩ অপেক্ষাকৃত কম সম্মানের যোগ্য। আমাদের পেট শরীরের অপেক্ষাকৃত কম আর্কষণীয় অংশ হলেও আমরা একে খাবার দিই; তেমনি মণ্ডলীতেও যে সমস্ত ঈসায়ীদের দান খুব সামান্য বা সাধারণ, তাদেরকেও আমাদের সম্মান ও সমর্থন দান করা উচিত।

১২:২৬ সকল অঙ্গই দুঃখ পায়। ঈসা মসীহের দেহে একজন ঈসায়ী যাতনা পেলে সকল ঈসায়ী যন্ত্রণাক্লিষ্ট হয়।

১২:২৭ তোমরা মসীহের দেহ। প্রত্যেক স্থানীয় মণ্ডলী ঈসা মসীহের দেহ, ঠিক যেভাবে বিশ্বের সকল মণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত সার্বজনীন মণ্ডলী ঈসা মসীহের দেহ।

১২:২৮ আল্লাহ্‌ মণ্ডলীতে ... স্থাপন করেছেন। পৌল এখানে রূহানিক দানগুলোর একটি আংশিক তালিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রেরিত ও নবীদেরকে মণ্ডলীর স্থাপনকারী ও তত্ত্বাবধানকারী হিসেবে এবং শিক্ষককে রূহানিক শিক্ষা দানকারী ও পরিচর্যাকারী হিসেবে দেখিয়েছেন।

১২:২৯-৩০ সকলেই কি প্রেরিত ... অর্থ বুঝিয়ে দেয়? ঈসায়ী ঈমানদারদের ভিন্ন ভিন্ন দান রয়েছে এবং প্রত্যেকের একই ধরনের দান আশা করা উচিত নয়।

BACIB International Bible CHURCH

মহব্বতের উৎকৃষ্টতার বিষয়

১৩ ১ যদি আমি মানুষের এবং
ফেরেশতাদেরও ভাষায় কথা বলি, কিন্তু
আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমি
শব্দকারক ঘণ্টা ও ঝনঝনকারী করতাল হয়ে
পড়েছি। ২ আর যদি ভবিষ্যদ্বাণী পাই ও সমস্ত
নিগূঢ়তত্ত্ব ও সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী হই এবং যদি
আমার সম্পূর্ণ ঈমান থাকে যাতে আমি পর্বতকে
এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে দিতে পারি,
কিন্তু আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমি
কিছুই নই। ৩ আর আমার যা কিছু আছে সমস্তই
যদি দরিদ্রদেরকে খাবার জন্য দান করি এবং
পোড়াবার জন্য নিজের দেহ দান করি, কিন্তু
আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে, তবে আমার
কোনও লাভ নেই।

৪ মহব্বত চিরসহিষ্ণু, মহব্বত দয়া করে;
মহব্বত ঈর্ষা করে না, বড়াই করে না, গর্বে স্ফিত
হয় না, ৫ রুক্ষ হয় না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রেগে
ওঠে না, পরের অপকার করে না, ৬ অধার্মিকতায়
আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সঙ্গে আনন্দ করে;
৭ সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে,
সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্য সহকারে সহ্য
করে।

৮ এই মহব্বত কখনও শেষ হয় না। কিন্তু
যদি ভবিষ্যদ্বাণী বলবার ক্ষমতা থাকে, তা লোপ
পাবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা বলবার ক্ষমতা
থাকে, সেই সব শেষ হবে; যদি জ্ঞান থাকে, তার
লোপ হবে। ৯ কেননা আমরা যা জানি তা অংশ
মাত্র এবং যে ভবিষ্যদ্বাণী বলি তাও অংশ মাত্র;
১০ কিন্তু যা পূর্ণ তা আসলে পর, যা অংশ মাত্র
তার লোপ হবে। ১১ আমি যখন শিশু ছিলাম,
তখন শিশুর মত কথা বলতাম, শিশুর মত চিন্তা
করতাম, শিশুর মত বিচার করতাম; এখন
সাবালক হয়েছি বলে শিশুসুলভ ভাবগুলো ত্যাগ
করেছি। ১২ কারণ এখন আমরা আয়নায় যেন
অস্পষ্ট দেখছি, কিন্তু তখন সম্মুখাসম্মুখি হয়ে
দেখব; এখন আমি মাত্র কতগুলো অংশ জানতে
পাই, কিন্তু সেই সময় আমি সম্পূর্ণ জানতে
পারব, যেমন আল্লাহ্‌ আমাকে সম্পূর্ণভাবে
জানেন। ১৩ আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা,
মহব্বত এই তিনটি আছে, আর এদের মধ্যে
মহব্বতই শ্রেষ্ঠ।

ভবিষ্যদ্বাণী বলবার ও বিশেষ ভাষায় কথা বলবার বিষয়

১৪ ১ তোমরা মহব্বতের জন্য কঠোর
ভাবে চেষ্টা কর, আবার রূহানিক বর
দানে সকলের জন্য উদ্‌যোগী হও, বিশেষত যেন
ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পার। ২ কেননা যে ব্যক্তি
বিশেষ ভাষায় কথা বলে সে মানুষের কাছে নয়,
কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে কথা বলে; কারণ কেউ তা
বুঝতে পারে না, বরং সে রূহে নিগূঢ়তত্ত্ব বলে।
৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে মানুষের
কাছে গেঁথে তুলবার এবং উৎসাহ ও সান্ত্বনার
কথা বলে। ৪ যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে

[১৩:১] মার্ক ১৬:১৭।
[১৩:২] ইফি ৪:১১; মথি ১৭:২০।
[১৩:৩] লূক ১৯:৮; দানি ৩:২৮।
[১৩:৪] ১থিষ ৫:১৪।
[১৩:৫] আইয়ুব ১৪:১৬,১৭; মেসাল ১০:১২।
[১৩:৬] ২ইউ ৪; ৩ইউ ৩,৪।
[১৩:৯] ১করি ৮:২।
[১৩:১০] ফিলি ৩:১২।
[১৩:১১] জবুর ১৩১:২।
[১৩:১২] আইয়ুব ২৬:১৪; ৩৬:২৬; ১৯:২৬; গালা ৪:৯।
[১৩:১৩] মথি ২২:৩৭-৪০।
[১৪:১] ইফি ৪:১১।
[১৪:২] মার্ক ১৬:১৭।
[১৪:৩] রোমীয় ১৪:১৯।
[১৪:৪] মার্ক ১৬:১৭।
[১৪:৫] শুমারী ১১:২৯।

১৩:১ আমার মধ্যে মহব্বত না থাকে। মহব্বত ব্যতীত যা কিছুই করা হোক না কেন তা কোন ফলই দেবে না। মহব্বতই সমস্ত রূহানিক দানের চালিকাশক্তি এবং এর সাহায্যেই আমরা আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হই। এই মহব্বত হচ্ছে অপরের কল্যাণের জন্য স্বার্থহীন চিন্তা, যার সাথে ক্রুশে প্রকাশিত ঈসা মসীহের মহব্বতের সাথে তুলনা করা যায়। **শব্দকারক ঘণ্টা ও ঝনঝনকারী করতাল।** করিন্থ শহরে অবস্থিত দিওনিসুস ও সিবিলি দেবতার মন্দিরে ব্যবহৃত সুপরিচিত বাদ্যযন্ত্র।

১৩:২ আমি কিছুই নই। জীবনে অনেক ধর্মীয় কর্মতৎপরতা থাকার অর্থ এই নয় যে, আমরা আল্লাহ্‌র আনুকূল্য লাভ করেছি। যারা বিভিন্ন রূহানিক দানের প্রকাশ ঘটায় ও ঈমানে বড় বড় কাজ করে দেখায়, অথচ তাদের জীবনে প্রকৃত খোদায়ী ধার্মিকতার অভাব রয়েছে, তাদের জীবন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সম্পূর্ণভাবে অন্তঃ-সারশূন্য এবং ব্যর্থ।

১৩:৩ পোড়াবার জন্য নিজের দেহ দান করি। প্রাথমিক মণ্ডলীতে বহু ঈসায়ীকে খুঁটিতে বেঁধে রেখে পুড়িয়ে মারা হত। সম্ভবত সেই সমস্ত সাক্ষ্যমরদের কথা এখানে বলা হয়েছে। এ ধরনের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগও যদি মহব্বত দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়, তাহলে তা কোন কিছুই সাধন করতে পারে না।

১৩:৮ ভবিষ্যদ্বাণী ... বিশেষ বিশেষ ভাষা ... জ্ঞান। বর্তমান যুগের শেষে এই তিনটি বিশেষ দান লোপ পাবে, কারণ তখন এর সমস্ত কিছুই মসীহের আগমনের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

১৩:১০ যা পূর্ণ তা আসলে পর। প্রভু ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন।

১৩:১২ সম্পূর্ণ জানতে পারব। প্রভু ঈসা ঈসায়ীদের যেমন সম্পূর্ণভাবে জানেন, ঈসায়ীরাও তেমনি প্রভুর আগমন হওয়ার পর তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানতে ও উপলব্ধি করতে পারবে।

১৩:১৩ মহব্বতই শ্রেষ্ঠ। কারণ আল্লাহ্‌ নিজেই মহব্বত; তিনি আমাদের প্রতি তাঁর মহব্বত দেখিয়েছেন এবং পরস্পরকে মহব্বত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। মহব্বতকে আল্লাহ্‌ সকল প্রকার রূহানিক দানের চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন।

১৪:১ রূহানিক বর দানে সকলের জন্য উদ্‌যোগী হও। ঈমানদারদের কর্তব্য হচ্ছে ঈসা মসীহের দেহের অঙ্গ হিসেবে রূহানিক বরসমূহের জন্য প্রত্যাশী হওয়া, যাতে করে তারা অন্যদের সাহায্য, সান্ত্বনা ও উৎসাহ দান করতে পারেন।

১৪:২ আল্লাহ্‌র কাছে কথা বলে। অনেকের মতে, পরভাষায় বলা কথা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশেই বলা হয়ে থাকে, তা মণ্ডলীগত এবাদতে হোক বা ব্যক্তিগত মুনাজাতে হোক। অন্যান্যদের মতে, ব্যাখ্যা করে বলা না হলে একমাত্র আল্লাহ্‌ই এর অর্থ বুঝতে পারেন। তবে তিনিই আমাদের ভেতরে এর অর্থ ও ব্যাখ্যা দান করেন।

১৪:৪ নিজেকে গেঁথে তোলে। বিশেষ ভাষায় কথা বলার সময় বক্তার অন্তর বা পার্থিব জ্ঞানকে এড়িয়ে সরাসরি রূহ্‌ আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে, কাজেই এ সময় সে নিজের রূহানিক ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে এবং উৎকর্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৪:৫ বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলতে পার। পৌল ব্যক্তিগত মুনাজাত ও এবাদতে পরভাষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু যদি মণ্ডলীর কাছে এই ভাষার অর্থ না বুঝিয়ে

সে নিজেকে গেঁথে তোলে, কিন্তু যে ভবিষ্যদ্বাণী
বলে, সে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে। [৫] আমি চাই,
যেন তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা
বলতে পার, কিন্তু এর চেয়ে বেশি পরিমাণে চাই
যেন ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পার; কেননা যে বিশেষ
বিশেষ ভাষায় কথা বলে, মণ্ডলীকে গেঁথে তুলবার
জন্য সে যদি অর্থ বুঝিয়ে না দেয়, তবে যে
ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে তার চেয়ে মহান।
[৬] এখন হে ভাইয়েরা, আমি তোমাদের
কাছে এসে যদি বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলি,
কিন্তু তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সত্য প্রকাশের
কথা কিংবা জ্ঞান কিংবা ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা
উপদেশক্রমে কথা না বলি, তবে আমার কাছ
থেকে তোমাদের কি উপকার হবে? [৭] বাঁশী হোক
বা বীণা হোক, ধ্বনিযুক্ত নিষ্প্রাণ বস্তুও যদি তাল
-মান না রেখে বাজে, তবে বাঁশীতে বা বীণাতে
কি বাজছে তা কিসে জানা যাবে? [৮] বস্তুত তূরীর
ধ্বনি যদি অস্পষ্ট হয়, তবে কে যুদ্ধের জন্য
সুসজ্জিত হবে? [৯] তেমনি তোমরা যদি জিহ্বা
দ্বারা, যা সহজে বোঝা যায়, এমন কথা না বল,
তবে কি বলা হচ্ছে, তা কিসে জানা যাবে? বরঞ্চ
তোমাদের কথা আকাশকেই বলা হবে। [১০] হয়
তো দুনিয়াতে অনেক রকম ভাষা আছে, আর
ভাষাবিহীন কিছুই নেই। [১১] ভাল, আমি যদি
ভাষার বিশেষের অর্থ না জানি, তবে যে জন
বলে, তার পক্ষে আমি বিদেশীর মত হব এবং
আমার পক্ষে সেই বক্তাও তা-ই হবে। [১২] অতএব
তোমরা যখন নানা রকম রূহানিক বর পেতে
চাও, তখন যে বর দ্বারা মণ্ডলীকে গেঁথে তোলা
যায় সেই রকম বর লাভ করতে চেষ্টা কর।
[১৩] এজন্য যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা
বলে সে মুনাজাত করুক, যেন সে তার অর্থ
বুঝিয়ে দিতে পারে। [১৪] কেননা যদি আমি বিশেষ
ভাষায় মুনাজাত করি, তবে আমার রূহ্‌ মুনাজাত
করে, কিন্তু আমার মন কোন কাজ করে না।
[১৫] তবে দাঁড়াল কি? আমি রূহে মুনাজাত
করবো, মন দিয়েও মুনাজাত করবো; রূহে
কাওয়ালী গাইব, মন দিয়েও কাওয়ালী গাইব।
[১৬] নতুবা যদি তুমি রূহে শুকরিয়া দাও, তবে যে
ব্যক্তি সামান্য শ্রোতার স্থান পূর্ণ করে, সে কেমন
করে তোমার শুকরিয়াতে ‘আমিন’ বলবে? তুমি
কি বলছো, তা তো সে জানে না। [১৭] কারণ তুমি
সুন্দরভাবে শুকরিয়া দিচ্ছ বটে, কিন্তু সেই
ব্যক্তিকে গড়ে তোলা হয় না। [১৮] আমি আল্লাহ্‌র
শুকরিয়া করছি যে, তোমাদের সকলের চেয়ে
আমি বেশি ভাষায় কথা বলে থাকি; [১৯] কিন্তু
মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ হাজার কথা
বলার চেয়ে, বরং মন দিয়ে পাঁচটি কথা বলতে
চাই যেন অন্য লোকদেরও শিক্ষা দিতে পারি।
[২০] ভাইয়েরা, ছেলে মানুষের মত আর চিন্তা
কোরো না, বরং মন্দ বিষয়ে শিশুদের মত হও,
কিন্তু চিন্তাতে পরিপক্ক হও। [২১] শরীয়তে লেখা
আছে, “আমি পরভাষীদের দ্বারা এবং
পরদেশীদের মুখ দিয়ে এই জাতির কাছে কথা
বলবো, কিন্তু তবুও তারা আমার কথা শুনবে না,
এই কথা প্রভু বলেন।” [২২] অতএব সেই বিশেষ
বিশেষ ভাষা ঈমানদারদের জন্য নয়, বরং অ-
ঈমানদারদেরই জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী
অ-ঈমানদারদের জন্য নয়, বরং ঈমানদারদেরই
জন্য চিহ্নস্বরূপ। [২৩] অতএব সমস্ত মণ্ডলী এক
স্থানে সমবেত হয়ে যদি সবাই বিশেষ বিশেষ
ভাষায় কথা বলে এবং কয়েকজন সাধারণ লোক
বা কয়েকজন অ-ঈমানদার লোক প্রবেশ করে,
তবে তারা কি বলবে না যে, তোমরা পাগল?
[২৪] কিন্তু সকলে যদি ভবিষ্যদ্বাণী বলে, আর কোন
অ-ঈমানদার বা সাধারণ ব্যক্তি প্রবেশ করে,
তবে সেই লোকদের কথার দ্বারা তারা নিজেদের
দোষ দেখতে পাবে ও সেই সব কথার দ্বারা

[১৪:৬] ইফি ১:১৭।
[১৪:১১] পয়দা ১১:৭।
[১৪:১২] ১করি ১২:১।
[১৪:১৫] ইফি ৫:১৯।
[১৪:১৬] দ্বিঃবিঃ ২৭:১৫-২৬; ১খান্দান ১৬:৩৬; নহি ৮:৬; জবুর ১০৬:৪৮; প্রকা ৫:১৪; ৭:১২; মথি ১৪:১৯; ১করি ১১:২৪।
[১৪:২০] ১করি ৩:১১; ইফি ৪:১৪; ইব ৫:১২,১৩; ১পিতর ২:২; ইয়ার ৪:২২; মথি ১০:১৬; রোমীয় ১৬:১৯।
[১৪:২১] ইউ ১০:৩৪; দ্বিঃবিঃ ২৮:৪৯; ইশা ২৮:১১,১২।
[১৪:২৩] প্রেরিত ২:১৩।
[১৪:২৫] রোমীয় ২:১৬; ইশা ৪৫:১৪; জাকা ৮:২৩।

দেওয়া হয়, তাহলে তা মণ্ডলীগতভাবে কোন সুফল বয়ে আনতে পারে না।

যে ভবিষ্যদ্বাণী বলে সে তার চেয়ে মহান। কারণ তার কথা মণ্ডলীর সাধারণ সদস্যরা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এবং এরূপে সে মণ্ডলী রূহানিক বৃদ্ধি লাভে প্রত্যক্ষভাবে অবদান রাখতে পারে।

১৪:৬ কী উপকার হবে? পরভাষায় কথা বলা একজন ব্যক্তির পক্ষে নিরর্থক হবে, যদি তিনি অর্থ বুঝিয়ে বলার মধ্য দিয়ে মণ্ডলীতে উপলব্ধি ও শুদ্ধতার জাগরণ না ঘটান।

১৪:৭ বাঁশী ... বীণা। তৎকালীন গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতিতে সুপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্র।

তাল-মান না রেখে বাজে। একজন ব্যক্তি যা কিছুই বলুন না কেন, তা অবশ্যই বোধগম্য হতে হবে, নতুবা তা শ্রোতার গ্রহণযোগ্যতা হারাবে। পরভাষায় বলা কথার অর্থ কী তা স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা না করলে তা কখনোই মণ্ডলীর কাছে সুফলজনক হবে না।

১৪:৮ তূরীর ধ্বনি ... সুসজ্জিত হবে? এবাদতের সময় কথা বলাকে তূরীধ্বনির সাথে তুলনা করা হয়েছে। যারা পরভাষায় কথা বলেন তাদের কর্তব্য হচ্ছে সুশ্রাব্য ও সহজবোধ্যভাবে তা ব্যাখ্যা করে বলা, যাতে করে তা সকলকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারে।

১৪:১৪ আমার মন কোন কাজ করে না। যখন একজন ব্যক্তি পরভাষায় কথা বলে ও মুনাজাত করে, সে সময় তার মানবীয় অন্তর ও জ্ঞান বুদ্ধি তাতে কোন অবদান রাখে না।

১৪:১৫ রূহে ... মন দিয়েও। এখানে পৌল তাঁর নিজ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে বলছেন যে, কীভাবে তিনি পরভাষাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে তাঁর জীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ব্যবহার করেছেন।

১৪:২০ শিশুদের মত। যাদের কোন মন্দ আকাঙ্খা নেই বা রূহানিক দানের উৎকর্ষতা লাভের অন্যায় অভিপ্রায় নেই।

১৪:২৪ সেই সব কথার দ্বারা বিচারিত হবে। ভবিষ্যদ্বাণী পাক-রূহের অনুপ্রেরণায় নবীদের মুখ থেকে কথিত হয় এবং তা সর্বসাধারণের বোধ্যগম্য ভাষায় বলা হয়। কাজেই যে কোন অ-ঈমানদার ব্যক্তিও এই সমস্ত কথা শুনে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে এবং তার মন পরিবর্তিত হবে।

বিচারিত হবে, ২৫ তাতে তার হৃদয়ের গোপন
বিষয়গুলো প্রকাশ পাবে; এবং এভাবে সে
সেজদায় পড়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করবে, বলবে,
আল্লাহ্‌ বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যে আছেন।

মণ্ডলীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা

২৬ ভাইয়েরা, তবে দাঁড়াল কি? তোমরা
যখন জমায়েত হও, তখন যদি কেউ গজল গায়,
কেউ উপদেশ দেয়, কেউ আল্লাহ্‌র সত্য প্রকাশ
করে, কেউ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, কেউ সেই
ভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করে, তবে সব কিছুই গড়ে
তুলবার জন্য করুক। ২৭ যদি কেউ বিশেষ ভাষায়
কথা বলে, তবে দু'জন, কিংবা বেশি হলে তিন
জন বলুক, পালানুক্রমেই বলুক, আর এক জন
অর্থ বুঝিয়ে দিক। ২৮ কিন্তু অর্থকারক না থাকলে
সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব হয়ে থাকুক, কেবল
নিজের ও আল্লাহ্‌র উদ্দেশে কথা বলুক। ২৯ আর
নবীরা দুই কিংবা তিন জন করে কথা বলুক, অন্য
সকলে সেই সব কথার বিচার করে দেখুক।
৩০ কিন্তু যে বসে রয়েছে এমন আর কারো কাছে
যদি কিছু প্রকাশিত হয়, তবে প্রথম ব্যক্তি নীরব
থাকুক। ৩১ কারণ তোমরা সকলে এক এক করে
ভবিষ্যদ্বাণী বলতে পার, যেন সবাই শিক্ষা পায় ও
সকলেই উৎসাহিত হয়। ৩২ আর নবীদের রূহ্‌
নবীদের বশে থাকে; ৩৩ কেননা আল্লাহ্‌
গোলযোগের আল্লাহ্‌ নন, কিন্তু শান্তির আল্লাহ্‌।
৩৪ যেমন পবিত্র লোকদের সমস্ত মণ্ডলীতে
হয়ে থাকে, স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব থাকুক,
কেননা কথা বলবার অনুমতি তাদের দেওয়া যায়
না, বরং যেমন শরীয়তের বলে, তারা বশীভূতা
হয়ে থাকুক। ৩৫ আর যদি তারা কিছু শিখতে
চায়, তবে নিজ নিজ স্বামীকে ঘরে জিজ্ঞাসা
করুক, কারণ মণ্ডলীতে স্ত্রীলোকের কথা বলা
লজ্জার বিষয়। ৩৬ বল দেখি, আল্লাহ্‌র কালাম কি
তোমাদেরই কাছ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল? কিংবা
কেবল তোমাদেরই কাছে এসেছিল? ৩৭ কেউ
যদি নিজেকে নবী কিংবা রূহানিক বলে মনে
করে, তবে সে বুঝুক, আমি তোমাদের কাছে যা
যা লিখলাম, তা সবই প্রভুর হুকুম। ৩৮ কিন্তু
কেউ যদি না জানে, সে না জানুক।
৩৯ অতএব, হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা
ভবিষ্যদ্বাণী বলবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হও
এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা বলতে বারণ করো
না। ৪০ কিন্তু সকলই উপযুক্তভাবে ও
সুশৃঙ্খলভাবে করা হোক।

মসীহের পুনরুত্থান

১৫ ১ হে ভাইয়েরা, তোমাদের সেই
সুসমাচার জানাচ্ছি, যে সুসমাচার
তোমাদের কাছে তবলিগ করেছি, যা তোমরা
গ্রহণও করেছ, যার উপর তোমরা দাঁড়িয়ে আছ;
২ আর তারই দ্বারা আমি তোমাদের কাছে যে
কালাম তবলিগ করেছি তা যদি ধরে রাখ, তবে
নাজাত পাচ্ছ; নতুবা তোমরা বৃথাই ঈমানদার
হয়েছ।
৩ ফলত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে আমি
তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করেছি এবং
তা নিজেও পেয়েছি যে, কিতাব অনুসারে মসীহ্‌

[১৪:২৬] রোমীয় ৭:১; ১৪:১৯; ইফি ৫:১৯।
[১৪:২৯] ১করি ১৩:২; ১২:১০।
[১৪:৩২] ১ইউ ৪:১।
[১৪:৩৩] রোমীয় ১৫:৩৩; প্রেরিত ৯:১৩।
[১৪:৩৪] ইফি ৫:২২; ১তীম ২:১১,১২; পয়দা ৩:১৬।
[১৪:৩৬] ইব ৪:১২
[১৪:৩৭] ২করি ১০:৭; প্রেরিত ১১:২৭; ১ইউ ৪:৬।
[১৪:৩৯] ইফি ৪:১১।
[১৪:৪০] কল ২:৫।
[১৫:১] ইশা ৪০:৯।
[১৫:২] রোমীয় ১:১৬; ১১:২২।
[১৫:৩] ইশা ৫৩:৫; ইউ ১:২৯।

১৪:২৬ গড়ে তুলবার জন্য করুক। সমস্ত রূহানিক বরদানের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মণ্ডলীকে ও ব্যক্তিগতভাবে এর প্রত্যেক সদস্যকে রূহানিক বৃদ্ধি ও উৎকর্ষতা দান করা।

১৪:২৭ দু'জন, কিংবা ... অর্থ বুঝিয়ে দিক। মণ্ডলীতে রূহানিক দান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতার চর্চা থাকা আবশ্যক। এছাড়া বিশেষ দানপ্রাপ্ত একাধিক ব্যক্তি থাকলে সকলেরই পালাক্রমে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

১৪:২৮ সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব হয়ে থাকুক। যে মণ্ডলীতে পরভাষার কোন অনুবাদক বা অর্থকারক নেই, সেখানে পরভাষায় কথা বললে আদৌ কেউ তা বুঝতে পারবে না। কাজেই অযথা নিজেকে জাহির করার জন্য প্রকাশ্যে সেখানে পরভাষায় কথা বলার প্রয়োজন নেই।

১৪:২৯ অন্য সকলে ... বিচার করে দেখুক। সমস্ত প্রকার ভাববাণী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে এবং তাতে কী বলা হচ্ছে তা অবশ্যই বিচার করে দেখতে হবে; কারণ ইঞ্জিল শরীফের যুগে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী যে যথার্থ বা সত্য ছিল তা নয়, সেগুলো সংশোধন করারও প্রয়োজন ছিল।

১৪:৩০ যে বসে রয়েছে। পাক-রূহ্‌ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে পরভাষায় বলা কথা বা ভবিষ্যদ্বাণী শুধু যে প্রেরিত ও পরিচর্যাকারীদের মুখ থেকে উচ্চারিত হতে হবে তা নয়, এমন কি মণ্ডলীর সাধারণ সদস্যরাও এই দানে অনুপ্রাণিত হয়ে পূর্ণ হতে পারেন।

১৪:৩২ নবীদের ... বশে থাকে। ভবিষ্যদ্বাণী বলা এবং পরভাষায় কথা বলা কোন অনিয়ন্ত্রণযোগ্য আবেগময় উচ্ছাস নয়। এই সকল দান স্বয়ং গ্রহীতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

১৪:৩৪ স্ত্রীলোকেরা মণ্ডলীতে নীরব থাকুক। প্রাথমিক মণ্ডলীর যুগে ঈসায়ী সমাজে নারীদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থান বেশ নিচু ছিল। কাজেই সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, তারা যেন এবাদত চলাকালে কোন কিছু না বুঝলে তখনই স্বামীদের প্রশ্ন না করে বরং ঘরে গিয়ে প্রশ্ন করে এবং এবাদতে কোন ধরনের বাধা সৃষ্টি না করে।

১৪:৩৭ তা সবই প্রভুর হুকুম। পৌল এখানে জোর দিয়ে বলছেন যে, তিনি যে সমস্ত কথা এই পত্রে লিখেছেন তার সবই স্বয়ং ঈসা মসীহের হুকুম। যে কোন সত্যিকার দানপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রেরিতদের আল্লাহ্‌ দত্ত কর্তৃত্বকে স্বীকার করে।

১৪:৩৮ সে না জানুক। মণ্ডলী তাদের মধ্যকার অবাধ্য ব্যক্তিকে এড়িয়ে চলবে এবং তাকে একজন অ-ঈমানদারের মত দেখা হবে।

১৪:৩৯ বারণ করো না। করিন্থীয় মণ্ডলীতে পরভাষা নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা নিরসণ করতে গিয়ে পৌল এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন নি, বরং তিনি দানটির অযৌক্তিক প্রয়োগের সংশোধন করতে চেয়েছেন।

১৫:২ নতুবা তোমরা বৃথাই ঈমানদার হয়েছ। যদি কোন ঈসায়ী ঈমানে উজ্জীবিত না হন, তাহলে তা প্রমাণ করে যে, তিনি শুরুতেই প্রকৃত অর্থে ঈমানে নতুন জীবন লাভ করেন নি। যারা মসীহ্‌তে ঈমান আনে তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়, বরং যারা সুসমাচারের পূর্ণ সত্যে প্রকাশিত ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনে তারাই প্রকৃত ঈমানদার।

আমাদের গুনাহ্‌র জন্য প্রাণ দিলেন ও তাঁকে
দাফন করা হল, ৪ আর কিতাব অনুসারে তিনি তৃ
তীয় দিনে উত্থাপিত হয়েছেন; ৫ আর তিনি
কৈফাকে, পরে সেই বারোজনকে দেখা দিলেন;
৬ তারপর একেবারে পাঁচ শতের বেশি ভাইকে
দেখা দিলেন, তাদের অধিকাংশ লোক এখন
পর্যন্ত বেঁচে রয়েছে, কিন্তু কেউ কেউ ইন্তেকাল
করেছে। ৭ তারপর তিনি ইয়াকুবকে, পরে সকল
প্রেরিতকে দেখা দিলেন। ৮ সকলের শেষে
অসময়ে জন্মেছি যে আমি, আমাকেও দেখা
দিলেন। ৯ কেননা প্রেরিতদের মধ্যে আমি
সবচেয়ে ক্ষুদ্র, বরং প্রেরিত নামে আখ্যাত হবার
অযোগ্য, কারণ আমি আল্লাহ্‌র মণ্ডলীকে নির্যাতন
করতাম। ১০ কিন্তু আমি যা হয়েছি, আল্লাহ্‌র
রহমতেই হয়েছি; এবং আমাকে দেওয়া তাঁর
রহমত নিরর্থক হয় নি, বরং তাঁদের সকলের
চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রম করেছি; আমিই যে
করেছি তা নয়, কিন্তু আমার সহবর্তী আল্লাহ্‌র
মেহেরবানীই করেছে; ১১ অতএব আমিই হই,
আর তাঁরাই হোন, আমরা এরকম তবলিগ করি
এবং তোমরা তাতে ঈমান এনেছ।

মৃতদের পুনরুত্থান

১২ ভাল, মসীহ্‌ যখন এই বলে তবলিগকৃত
হচ্ছেন যে, তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
হয়েছেন, তখন তোমাদের কেউ কেউ কেমন
করে বলছো যে, মৃতদের পুনরুত্থান বলতে কিছু
নেই? ১৩ মৃতদের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে
মসীহ্‌ও তো পুনরুত্থিত হন নি। ১৪ আর মসীহ্‌
যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তা হলে তো

[১৫:৪] প্রেরিত ২:২৪; ২:৩০,৩১; মথি ১৬:২১; ইউ ২:২১,২২।
[১৫:৫] লূক ২৪:৩৪; ২৪:৩৬-৪৩; মার্ক ১৬:১৪।
[১৫:৬] মথি ৯:২৪।
[১৫:৭] লূক ৪:৩৩,৩৬,৩৭।
[১৫:৮] গালা ১:১৬।
[১৫:৯] ইফি ৩:৮।
[১৫:১০] কল ১:২৯; ফিলি ২:১৩।
[১৫:১১] গালা ২:৬।
[১৫:১২] ইউ ১১:২৪; ২তীম ২:১৮।
[১৫:১৪] ১থিষ ৪:১৪।
[১৫:১৫] প্রেরিত ২:২৪।
[১৫:১৭] রোমীয় ৪:২৫।
[১৫:১৮] মথি ৯:২৪।
[১৫:১৯] ১করি ৪:৯।
[১৫:২০] ১পিতর ১:৩; মথি ৯:২৪।
[১৫:২১] রোমীয় ৫:১২।
[১৫:২২] ১করি ৬:১৪।
[১৫:২৩] থিষ

আমাদের তবলিগও বৃথা আর তোমাদের ঈমানও
বৃথা। ১৫ আবার আমরা যে আল্লাহ্‌র সম্বন্ধে
মিথ্যা সাক্ষী, তা-ই প্রকাশ পাচ্ছে; কারণ আমরা
আল্লাহ্‌র বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি
মসীহ্‌কে মৃত্যু থেকে জীবিত করেছেন; কিন্তু যদি
মৃতদের পুনরুত্থান না হয়, তা হলে তিনি তাঁকে
পুনরুত্থিত করেন নি। ১৬ কেননা মৃতদের
পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে মসীহ্‌ও পুনরুত্থিত
হন নি। ১৭ আর মসীহ্‌ যদি পুনরুত্থিত না হয়ে
থাকেন, তা হলে তোমাদের ঈমান মিথ্যা,
এখনও তোমরা নিজ নিজ গুনাহের মধ্যে রয়েছ।
১৮ সুতরাং যারা মসীহে ইন্তেকাল করেছে,
তারাও বিনষ্ট হয়েছে। ১৯ শুধু এই জীবনে যদি
মসীহে প্রত্যাশা করে থাকি, তবে আমরা সকল
মানুষের মধ্যে বেশি দুর্ভাগা।
২০ কিন্তু বাস্তবিক মসীহ্‌ মৃতদের মধ্য থেকে
পুনরুত্থিত হয়েছেন, যারা মৃত্যুবরণ করেছেন
তিনি তাদের অগ্রিমাংশ। ২১ কেননা মানুষের মধ্য
দিয়ে যখন মৃত্যু এসেছে, তখন আবার মানুষের
মধ্য দিয়েই মৃতদের পুনরুত্থান এসেছে।
২২ কারণ আদমে যেমন সকলের মৃত্যু হয়,
তেমনি আবার মসীহেই সকলে জীবন লাভ
করবে। ২৩ কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ পালাক্রমে;
মসীহ্‌ অগ্রিমাংশ, পরে মসীহের পুনরাগমন কালে
মসীহের নিজের লোকেরা। ২৪ অতঃপরে
শেষকাল উপস্থিত হবে; তখন তিনি সমস্ত
আধিপত্য এবং সমস্ত কর্তৃত্ব ও পরাক্রম লোপ
করার পর পিতা আল্লাহ্‌র হাতে রাজ্য তুলে
দেবেন। ২৫ কেননা যতদিন তিনি “সমস্ত শত্রুকে

১৫:৫ সেই বারোজন। মূলত প্রেরিতদের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে। যদিও এহুদা সে সময় তাঁদের সঙ্গে ছিল না, তবুও এই এগারো জনকেই দলগতভাবে ‘বারোজন’ বলে উল্লেখ করা হত।

১৫:৬ একেবারে ... দেখা দিলেন। সম্ভবত মথি ২৮:১০,১৬-২০ আয়াতে উল্লিখিত ঘটনাটির কথা বলা হচ্ছে, যেখানে এগারোজন সাহাবীর সাথে আরও অনেকে পুনরুত্থিত ঈসা মসীহের দেখা পেয়েছিলেন।

১৫:৭ ইয়াকুব। খুব সম্ভবত তিনি সিবদিয়ের পুত্র ইয়াকুব বা আলফেয়ের পুত্র ইয়াকুব নন, তিনি ঈসা মসীহের সৎ ভাই। তিনি মসীহের পুনরুত্থানের পূর্বে তাঁর উপরে ঈমান আনেন নি, কিন্তু পরবর্তীতে প্রেরিত হিসেবে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন বিখ্যাত পরিচর্যাকারী হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছিলেন।

১৫:৮ সকলের শেষে। প্রেরিতদের মধ্যে পৌলই ছিলেন সর্বশেষ প্রেরিত, যাকে পুনরুত্থিত ঈসা মসীহ্‌ ব্যক্তিগতভাবে দর্শন দিয়ে নিয়োগ দান করেছিলেন, যেন তিনি মূল ও প্রাথমিক প্রেরিতদের সাথে যোগ দিয়ে মসীহের পক্ষে সাক্ষ্য দানে ব্রতী হন।

অসময়ে জন্মেছি যে আমি। পৌল প্রেরিতদের মূল দলের অংশ ছিলেন না এবং অন্যান্যদের মত তিনি ঈসা মসীহের সাথে পরিচর্যা কাজ করেন নি। প্রৈরিতিক দায়িত্বে তাঁর প্রবেশ স্বাভাবিক ছিল না, কারণ তাঁকে তাঁর পূর্ববর্তী জীবন থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় পবিত্র ও সুস্থ এক ঈসায়ী জীবনে। অন্য সকল প্রেরিতদের তুলনায় অনেক পরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলেই ‘অসময়’ শব্দটি তিনি উল্লেখ করেছেন।

১৫:৯ আল্লাহ্‌র মণ্ডলী। মণ্ডলীকে অত্যাচার করার মধ্য দিয়ে তিনি প্রকৃতপক্ষে মসীহ্‌কে অত্যাচার করছিলেন।

১৫:১০ আল্লাহ্‌র রহমত। পৌল একজন ঈসায়ী হিসেবে তাঁর জীবন, তাঁর প্রৈরিতিক দায়িত্ব এবং এই দায়িত্বে তিনি যেভাবে পরিশ্রম করতে সক্ষম হলেন, তার সব কিছুর পেছনে আল্লাহ্‌র রহমতের গুরুত্ব ও অবদান একবাক্যে স্বীকার করেছেন।

১৫:১৭ মসীহ্‌ যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন। করিন্থীয় মণ্ডলীতে কেউ কেউ মসীহের পুনরুত্থান অস্বীকার করতে শুরু করেছিল। সে কারণে পৌল বলেন যে, মসীহ্‌ যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে গুনাহ্‌র ক্ষমা বা নাজাতও সাধিত হয় নি। বস্তুত যারা ঈসা মসীহের পুনরুত্থানের বিশ্বাস করে না, তাদের ঈসায়ী ঈমান একেবারেই মিথ্যা।

১৫:২৩ নিজ নিজ পালাক্রমে। মসীহ্‌ তাঁর নিজ নিরূপিত সময়ে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং প্রতি যুগে যুগে যারা ঈমানের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের লোক বলে গণ্য হবেন, তারা সকলে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সময় পুনরুত্থিত হবেন। মসীহের পুনরুত্থান সকল ঈসায়ী ঈমানদারের ভবিষ্যৎ পুনরুত্থানের অঙ্গীকারনামা।

তাঁর পদতলে না রাখবেন,” তাঁকে রাজত্ব
করতেই হবে। [২৬] শেষ শত্রু যে মৃত্যু, সেও
বিলুপ্ত হবে। [২৭] কারণ পাক-কিতাবে লেখা আছে,
“তিনি সবই বশীভূত করে তাঁর পায়ের তলায়
রাখলেন”। কিন্তু যখন পাক-কিতাব বলে যে,
সকলই বশীভূত করা হয়েছে, তখন স্পষ্ট দেখা
যায়, যিনি সকলই মসীহের বশীভূত করলেন,
সেই আল্লাহ্‌ নিজেকে বাদ দিয়েই তা করলেন।
[২৮] আর সমস্তই তাঁর অধীনে আনা হলে পর পুত্র
নিজেও তাঁর অধীন হবেন, যিনি সব কিছুই তাঁর
বশে রেখেছিলেন; যেন আল্লাহ্‌ই সর্বেসর্বা হন।
[২৯] নতুবা, মৃতদের জন্য যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে,
তারা কি করবে? মৃতেরা যদি একেবারেই
পুনরুত্থিত না হয়, তা হলে ওদের জন্য তারা
আবার কেন বাপ্তিস্ম নেয়? [৩০] আর আমরাই বা
কেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিপদে পড়ি? [৩১] ভাইয়েরা,
আমাদের প্রভু মসীহ্‌ ঈসাতে তোমাদের বিষয়ে
আমার যে গর্ব, তার দোহাই দিয়ে বলছি, আমি
প্রতিদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হচ্ছি। [৩২] ইফিষে
পশুদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছি, তা যদি মানুষের
মত করে থাকি, তবে তাতে আমার কি লাভ হল?
মৃতেরা যদি পুনরুত্থিত না হয়, তবে “এসো,
আমরা ভোজন পান করি, কেননা আগামীকাল
মারা যাব”। [৩৩] ভ্রান্ত হয়ো না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার
নষ্ট করে। [৩৪] ধার্মিক হবার জন্য সচেতন হও,
গুনাহ্‌ করো না, কেননা কারো কারো আল্লাহ্‌-
জ্ঞান নেই; আমি তোমাদের লজ্জার জন্য এই
কথা বলছি।

পুনরুত্থিত দেহ

[৩৫] কিন্তু কেউ বলবে, মৃতেরা কিভাবে
পুনরুত্থিত হয়? কি রকম দেহেই বা আসে?
[৩৬] হে নির্বোধ, তুমি নিজে যা বপন কর, তা না
মরলে সেখান থেকে জীবন বের হয়ে আসে না।
[৩৭] আর যা বপন কর, যে দেহ উৎপন্ন হবে, তুমি
তা বপন কর না; বরং গমেরই হোক, বা অন্য
কোন কিছুরই হোক, বীজমাত্র বপন করেছ;
[৩৮] আর আল্লাহ্‌ তাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা
করলেন, তা-ই দেন; আর তিনি প্রত্যেক বীজকে
তার নিজের দেহ দেন। [৩৯] সকল মাংস এক

২:১৯।
[১৫:২৪] দানি ২:৪৪।
[১৫:২৫] ইশা ৯:৯।
[১৫:২৬] প্রকা ২০:১৪; ২১:৪।
[১৫:২৭] জবুর ৮:৬;।
[১৫:২৮] ফিলি ৩:২১।
[১৫:৩০] ২করি ১১:২৬।
[১৫:৩১] রোমীয় ৮:৩৬।
[১৫:৩২] ইশা ২২:১৩।
[১৫:৩৩] মেসাল ২২:২৪,২৫।
[১৫:৩৪] গালা ৪:৮; ১করি ৪:১৪।
[১৫:৩৫] রোমীয় ৯:১৯।
[১৫:৩৬] ইউ ১২:২৪।
[১৫:৩৮] পয়দা ১:১১।
[১৫:৪১] জবুর ১৯:৪-৬; ৮:১,৩।
[১৫:৪২] দানি ১২:৩।
[১৫:৪৩] ফিলি ৩:২১; কল ৩:৪।
[১৫:৪৫] পয়দা ২:৭; ইউ ৫:২১।
[১৫:৪৭] জবুর ৯০:৩; ইউ ৩:১৩।
[১৫:৪৮] ফিলি ৩:২০,২১।
[১৫:৪৯] রোমীয় ৮:২৯।
[১৫:৫০] ইফি ৬:১২; ইব ২:১৪; মথি ২৫:৩৪।
[১৫:৫১] ১করি ১৪:২; ২করি ৫:৪; ফিলি ৩:২১।
[১৫:৫২] মথি ২৪:৩১; ইউ

রকম মাংস নয়; কিন্তু মানুষের এক রকম, পশুর
মাংস অন্য রকম, পাখির মাংস অন্য রকম ও
মাছের অন্য রকম। [৪০] আর বেহেশতী দেহ
আছে ও দুনিয়াবী দেহ আছে; কিন্তু বেহেশতী
দেহগুলোর এক রকম তেজ ও দুনিয়াবী
দেহগুলোর অন্য রকম। [৪১] সূর্যের এক রকম
তেজ, চন্দ্রের আর এক রকম তেজ ও
নক্ষত্রগুলোর আর এক রকম তেজ; কারণ তেজ
সম্বন্ধে এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্র ভিন্ন।
[৪২] মৃতদের পুনরুত্থানও সেই একই রকম। ক্ষয়ে
বপন করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়;
[৪৩] অনাদরে বপন করা যায়, গৌরবে উত্থাপন
করা হয়; দুর্বলতায় বপন করা যায়, শক্তিতে
উত্থাপন করা হয়; [৪৪] দুনিয়াবী দেহ বপন করা
যায়, রূহানিক দেহ উত্থাপন করা হয়। যখন
দুনিয়াবী দেহ আছে, তখন রূহানিক দেহও
আছে। [৪৫] এরকম লেখাও আছে, প্রথম “মানুষ”
আদম “সজীব প্রাণী হলেন;” শেষ আদম
জীবনদায়ক রূহ্‌ হলেন। [৪৬] কিন্তু যা রূহানিক তা
প্রথম নয়, বরং যা দুনিয়াবী তা-ই প্রথম তারপরে
রূহানিক। [৪৭] প্রথম মানুষ মাটি থেকে, মাটির
মানুষ, দ্বিতীয় মানুষ বেহেশত থেকে। [৪৮] মাটির
তৈরি ব্যক্তিরা সেই মাটির মত এবং বেহেশতী
ব্যক্তিরা সেই বেহেশতের মত। [৪৯] আর আমরা
যেমন সেই মাটির প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি,
তেমনি সেই বেহেশতী ব্যক্তির প্রতিমূর্তিও ধারণ
করবো।
[৫০] আমি এই কথা বলি, ভাইয়েরা, রক্তমাংস
আল্লাহ্‌র রাজ্যের অধিকারী হতে পারে না; এবং
যা ধ্বংস হয় তা এমন কিছুর অধিকারী হতে
পারে না যা ধ্বংস হয় না। [৫১] দেখ, আমি
তোমাদের এক নিগূঢ়তত্ত্ব বলি; আমরা সকলে যে
মারা যাব তা নয়, কিন্তু সকলে রূপান্তরীকৃত হব;
[৫২] এক মুহূর্তের মধ্যে, চোখের পলকে, শেষ
তূরীধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিকৃত হব; কেননা
সেই তূরী যখন বাজবে, তখন মৃতেরা ধ্বংসহীন
জীবন নিয়ে পুনরুত্থিত হবে এবং আমরা
রূপান্তরিত হব। [৫৩] কারণ যা কিছু ধ্বংস হয়
তাকে এমন কিছু পরতে হবে যা ধ্বংস হয় না

১৫:২৫ তাঁকে রাজত্ব করতেই হবে। শয়তানের সকল আধিপত্যকে ধ্বংস করা এবং পিতার কাছে রাজ্য সমর্পণ করার এই প্রক্রিয়া চলাকালে ঈসা মসীহ্‌ অবশ্যই রাজত্ব করবেন।

১৫:২৮ পুত্র নিজেও তাঁর অধীন হবেন। অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়াকে তাঁর নিজ কর্তৃত্বের বশীভূত করার পর তিনি এর সবকিছুই পিতার কাছে সমর্পণ করবেন, কারণ পিতা আল্লাহ্‌ই সমস্ত সৃষ্টিজগতের প্রভু।

১৫:২৯ মৃতদের জন্য যারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে। এই কথাগুলো সম্ভবত তাদের উদ্দেশে বলা হয়েছিল, যারা এই লক্ষ্য নিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল যেন তারা আগামী জীবনে তাদের ঈসায়ী বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সদস্যদের সাথে পুনর্মিলিত হতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন যে, যে সব আত্মীয়-স্বজন ইতোমধ্যেই মারা গেছেন তাদের নাজাতের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করত।

১৫:৩২ ইফিষে পশুদের সঙ্গে যে যুদ্ধ করেছি। পৌল প্রকৃত অর্থে বলতে চেয়েছেন যে, ইফিষে তাঁর শত্রুরা বন্য পশুর মত হিংস্র ছিল।

১৫:৩৩ কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে। গ্রীক কবি মিনান্ডা'র (খ্রীঃপূঃ ৪র্থ শতাব্দী) উক্তি বলে মনে করা হত।

১৫:৪৫ এরকম লেখাও আছে। পয়দায়েশ ২:৭ আয়াত দেখুন। **শেষ আদম।** ঈসা মসীহ্‌।

১৫:৫১ রূপান্তরীকৃত হব। ঈসা মসীহের পুনরাগমনের আগ পর্যন্ত বহু ঈমানদার মৃত্যুবরণ করবেন, আবার অনেকেই মৃত্যু ও কবরের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন না। কিন্তু যখন তাঁর আগমন

মণ্ডলীর শৃঙ্খলা

কখনো কখনো মণ্ডলীতে কোন সদস্য গুনাহ্ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মণ্ডলীর শৃঙ্খলা অবশ্যই দৃঢ় হাতে ও মহব্বত সহকারে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

পরিস্থিতি	*পদক্ষেপ (মথি ১৮:১৫-১৭)*
অনিচ্ছাকৃত ভুল এবং/অথবা ব্যক্তিগত গুনাহ্	১. তার কাছে যাওয়া; তাকে ব্যক্তিগতভাবে তার ভুলগুলো দেখিয়ে দেওয়া।
জনসমক্ষে কৃত গুনাহ্ এবং/অথবা যে সমস্ত গুনাহ্ স্বেচ্ছাচারিতা ও ঔদ্ধত্ব নিয়ে	২. যদি সে না শোনে, তাহলে একজন বা দুইজন সাক্ষী সাথে নিয়ে যাওয়া।
	৩. যদি সে শুনতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে বিষয়টি মণ্ডলীর

এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণের পর যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা প্রয়োজন তা হচ্ছে:

১. গুনাহ্গার ব্যক্তিটিকে মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে অপসারণ করা (১ করি ৫:২-১৩)।

২. মণ্ডলী সম্মিলিতভাবে তাকে সহভাগিতা থেকে বিচ্যুত করার রায় দেবে, কিন্তু সে যদি মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে ও মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে তাকে আর বিচ্যুত করা হবে না (২ করি ২:৫-৮)।

৩. কখনো অবাধ্য মানুষের সহযোগী হওয়া যাবে না; যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার প্রতি সব সময় সতর্ক বাণী উচ্চারণ করাটা কর্তব্য (২ থিষ ৩:১৪,১৫)।

৪. দুই বার সতর্ক করে দেওয়ার পর সেই ব্যক্তিকে মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে বিচ্যুত করতে হবে (তীত ৩:১০)।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

প্রতিদিন আমাদেরকে শত শত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। অধিকাংশ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই কোন সঠিক বা ভুলের প্রশ্ন থাকে না, যেমন আমরা কী পরব বা কী খাব ইত্যাদি। কিন্তু আমাদেরকে এমন সিদ্ধান্তেরও মুখোমুখি হতে হয় যার গুরুত্ব অনেক বেশি। আমরা এমন কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিতে চাই না যা আমাদের ও অন্যদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কীভাবে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি?

যদি আমরা কয়েকটি প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে আমাদের সিদ্ধান্তগুলোকে যাচাই করে নিই:

- মসীহের প্রতি আমার সাক্ষ্য দানে কি এই সিদ্ধান্তটি কোন অবদান রাখবে? (৯:১৯-২২)
- আমি কি মসীহ্কে অন্যদের কাছে জানানোর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই সিদ্ধান্তটি নিচ্ছি? (৯:২৩; ১০:৩৩)
- এর মধ্য দিয়ে কি আমি আমার সর্বোচ্চ অবদানটুকু রাখতে পারব? (৯:২৫)
- এটি কি পাক-কিতাবের কোন বিশেষ আদেশের পরিপন্থী এবং এতে করে কি আমার কোন গুনাহ্ হবে? (১০:১২)
- এটাই কি সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে সুফলজনক সিদ্ধান্ত? (১০:২৩,৩৩)
- আমি কি কেবল আমার স্বার্থের কথাই ভাবছি, না কি আমি অন্যদের জন্য সত্যি চিন্তা করি? (১০:২৪)
- আমি কি মহব্বতে পূর্ণ হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, না কি স্বার্থপর মনোভাব নিয়ে? (১০:২৮-৩১)
- এতে কি আল্লাহ্ গৌরবান্বিত হবেন? (১০:৩১)
- এতে কি অন্য কেউ গুনাহ্ করার জন্য প্ররোচিত হবে? (১০:৩২)

এবং যা কিছু মরণশীল তাকে অমরতা লাভ
করতে হবে। [৫৪] আর এই ধ্বংসহীনতা যখন
এমন কিছু লাভ করবে যা ধ্বংস হয় না এবং এই
মরণশীলতা যখন অমরতা লাভ করবে, তখন এই
যে কথা লেখা আছে, তা সফল হবে, “মৃত্যু জয়ে
কবলিত হল।” [৫৫] “মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়?
মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?” [৫৬] মৃত্যুর হুল গুনাহ্‌
ও গুনাহ্‌র শক্তি শরীয়ত। [৫৭] কিন্তু আল্লাহ্‌র
শুকরিয়া হোক, তিনি আমাদের প্রভু ঈসা মসীহ্‌
দ্বারা আমাদের জয় দান করেন। [৫৮] অতএব, হে
আমার প্রিয় ভাইয়েরা, সুস্থির হও, অবিচল হও,
প্রভুর কাজে সব সময় উপ্‌চে পড়, কেননা
তোমরা জান যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম
নিষ্ফল নয়।

চাঁদা সংগ্রহের সম্বন্ধে

১৬ [১] আর পবিত্র লোকদের জন্য চাঁদা
তুলবার সম্বন্ধে বলছি, আমি গালাতিয়া
দেশস্থ মণ্ডলীগুলোকে যে হুকুম দিয়েছি, সেই
অনুসারে তোমরাও কর। [২] সপ্তাহের প্রথম দিনে
তোমরা প্রত্যেকে নিজেদের কাছে কিছু কিছু
রেখে নিজ নিজ সঙ্গতি অনুসারে অর্থ সঞ্চয় কর;
যেন আমি যখন আসবো, তখনই চাঁদা তুলতে না
হয়। [৩] পরে আমি আসলে পর, তোমরা
যাদেরকে যোগ্য মনে করবে, আমি তাদেরকে
পত্র দিয়ে তাদের দ্বারা তোমাদের সেই দান
জেরুশালেমে পাঠিয়ে দেব। [৪] আর আমারও যদি
যাওয়া প্রয়োজন হয়, তবে তারা আমার সঙ্গে
যাবে।

যাত্রার পরিকল্পনা

[৫] ম্যাসিডোনিয়া দেশ দিয়ে যাত্রা সমাপ্ত
হলেই আমি তোমাদের ওখানে যাব, কেননা
আমি ম্যাসিডোনিয়া দেশ দিয়ে যেতেই ইচ্ছে
করছি। [৬] আর হয় তো তোমাদের কাছে কিছু
দিন অবস্থান করবো, কি জানি শীতকালও যাপন
করবো; তা হলে আমি যেখানেই যাই, তোমরা
আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। [৭] কেননা
তোমাদের সঙ্গে এবার যাবার পথে সংক্ষিপ্ত
সাক্ষাৎ করতে বাসনা করি না; কারণ আমার
প্রত্যাশা এই যে, যদি প্রভুর অনুমতি হয়, আমি
তোমাদের কাছে কিছু কাল থাকব। [৮] কিন্তু
পঞ্চাশত্তমী-ঈদ পর্যন্ত আমি ইফিষে থাকব;
[৯] কারণ আমার সম্মুখে কাজ করার একটি বড়
খোলা দরজা রয়েছে এবং অনেকে এর
বিপক্ষতাও করছে।
[১০] তীমথি যদি আসেন, তবে দেখো যেন তিনি
তোমাদের কাছে নির্ভয়ে থাকেন, কেননা যেমন
আমি করি, তেমনি তিনি প্রভুর কাজ করছেন;
অতএব কেউ তাঁকে তুচ্ছ না করুক। [১১] কিন্তু
তাঁকে শান্তিতে এগিয়ে দেবে, যেন তিনি আমার
কাছে আসতে পারেন, কারণ আমি অপেক্ষা
করছি যে, তিনি ভাইদের সঙ্গে আসবেন।
[১২] আর আপল্লো ভাইয়ের বিষয়ে বলছি; আমি
তাঁকে অনেক ফরিয়াদ করেছিলাম, যেন তিনি
ভাইদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যান; কিন্তু এখন
কোনভাবেই যেতে তাঁর ইচ্ছা হল না, কিন্তু
সুযোগ পেলেই যাবেন।

শেষ বাণী ও শেষ শুভেচ্ছা

[১৩] তোমরা জেগে থাক, ঈমানে দাঁড়িয়ে থাক,
সাহসী হও ও বলবান হও। [১৪] তোমাদের সমস্ত
কাজ মহব্বতে সম্পন্ন হোক।
[১৫] আর হে ভাইয়েরা, তোমাদেরকে নিবেদন
করছি; তোমরা স্তিফানের পরিজনকে জান, তাঁরা
আখায়া দেশের প্রথম ঈমানদার এবং পবিত্র
লোকদের পরিচর্যায় নিজেদের নিযুক্ত করেছেন;

৫:২৫।
[১৫:৫৩] আঃ ৪২,৫০,৫৪; ২করি ৫:২,৪।
[১৫:৫৪] ইশা ২৫:৮; ইব ২:১৪; প্রকা ২০:১৪।
[১৫:৫৫] হোসিয়া ১৩:১৪।
[১৫:৫৬] রোমীয় ৫:১২; ৪:১৫।
[১৫:৫৭] ইব ২:১৪।
[১৫:৫৮] ইশা ৬৫:২৩।
[১৬:১] প্রেরিত ২৪:১৭; ৯:১৩।
[১৬:২] প্রেরিত ২০:৭; ২করি ৯:৪,৫।
[১৬:৩] ২করি ৩:১; ৮:১৮,১৯।
[১৬:৫] ১করি ৪:১৯; প্রেরিত ১৬:৯।
[১৬:৬] তীত ৩:১৩।
[১৬:৭] প্রেরিত ১৮:২১।
[১৬:৮] প্রেরিত ১৮:১৯; ২:১।
[১৬:৯] প্রেরিত ১৪:২৭।
[১৬:১০] প্রেরিত ১৬:১।
[১৬:১১] ১তীম ৪:১২; প্রেরিত ১৫:৩৩।
[১৬:১২] প্রেরিত ১৮:২৪।

ঘটবে, সে সময় সকল ঈমানদারগণ জীবিত বা কবরস্থিত যেভাবেই থাকেন না কেন, তারা রূপান্তরিত হয়ে একটি অবিনশ্বর দেহ লাভ করবেন।

১৫:৫৬ মৃত্যুর হুল গুনাহ্‌। গুনাহ্‌ই আমাদেরকে মৃত্যুর ক্ষমতার অধীনে এনেছে। আদমের গুনাহ্‌ তাঁর মৃত্যু এনেছে এবং পরিণামে আমাদেরও মৃত্যু ডেকে এনেছে।

১৫:৫৮ প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল নয়। প্রভুর রাজ্য স্থাপনের জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টার ফল হিসেবে প্রভু ক্রমাগতভাবে বিজয় লাভ করছেন। তিনিও আমাদেরকে তাঁর দ্বিতীয় আগমনে পুরস্কৃত করবেন। মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য প্রভুর পথে থেকে শ্রম দান করলে তা কখনো ব্যর্থ হয় না।

১৬:১ চাঁদা। জেরুশালেম মণ্ডলীর দরিদ্র ঈমানদারদের জন্য পৌল বিভিন্ন মণ্ডলীতে কিছু পরিমাণ সাহায্য দান সংগ্রহের নির্দেশ দেন। এ কারণে তিনি করিন্থ মণ্ডলীকে প্রতি রবিবার এবাদতের সময় ধন্যবাদের দানের পাশাপাশি কিছু সাহায্য দান আনার জন্য সঞ্চয় শুরু করতে নির্দেশ দেন।

১৬:৫ ম্যাসিডোনিয়া দেশ দিয়ে যেতেই ইচ্ছা করেছি। এই পত্রটি লেখার পর পৌল ইফিষ ত্যাগ করে ম্যাসিডোনিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ফিলিপিয়া ও উত্তর গ্রীস ভ্রমণ করে অতঃপর করিন্থে যেতে চেয়েছিলেন।

১৬:৬ এগিয়ে দিয়ে আসতে পারবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও উপকরণ দিয়ে সাহায্য করার কথা বোঝানো হয়েছে।

১৬:৮ পঞ্চাশত্তমী-ঈদ পর্যন্ত। ঈদুল ফেসাখের পরবর্তী পঞ্চাশতম দিন, যখন ইহুদীরা শেষ বসন্তে প্রথমজাত ফসলের ঈদ পালন করে।

১৬:৯ অনেকে এর বিপক্ষতাও করছে। সম্ভবত পৌত্তলিক স্বর্ণকার দীমীত্রিয় ও তার দলের কথা বোঝানো হয়েছে, যে দেবী আর্তেমিসের মূর্তি তৈরি করতো এবং পৌল সুসমাচার তবলিগ করাতে তাঁর বিপক্ষে জনতাকে খেপিয়ে তুলতে চেয়েছিল।

১৬:১০ তীমথি যদি আসেন। পৌল তীমথিকে ম্যাসিডোনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন, যেখান থেকে তিনি করিন্থে আসেন।

যেন তিনি ... নির্ভয়ে থাকেন। তীমথিকে অনেক ক্ষেত্রে ভীরু ও নম্র স্বভাবের বলে মনে হয়; এছাড়া পৌল চেয়েছিলেন যেন করিন্থীয়রা তাঁর সাথে ভাল ব্যবহার করে।

১৬:১২ কোন ভাবেই যেতে তাঁর ইচ্ছা হল না। পৌলের অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও আপল্লো করিন্থীয় মণ্ডলীতে যেতে রাজি হন নি, কারণ আপল্লো সম্ভবত এই চিন্তা করেছিলেন যে, তিনি সে সময় করিন্থে উপস্থিত না হলেই বরং ঈসায়ীদের মধ্যে একতা আরও বাড়বে।

১৬ তোমরাও এই রকম লোকদের এবং যত জন
এই কাজে সাহায্য করেন ও পরিশ্রম করেন
তাদের অধীনতা স্বীকার কর। ১৭ স্তিফান,
ফর্তুনাত ও আখায়িকের আগমনে আমি আনন্দ
করছি, কেননা তোমাদের অভাব তাঁরা পূর্ণ
করেছেন; ১৮ কারণ তাঁরা আমার এবং
তোমাদেরও রূহ্‌কে সজীব করেছেন। অতএব
তোমরা এই রকম লোকদের চিনে মান্য করো।
১৯ এশিয়ার মণ্ডলীগুলো তোমাদের সালাম
জানাচ্ছে। আক্কিলা ও প্রিষ্কিল্লা এবং তাঁদের
গৃহস্থিত মণ্ডলী তোমাদের প্রভুতে অনেক সালাম
জানাচ্ছেন। ২০ ভাইয়েরা সকলে তোমাদের
সালাম জানাচ্ছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে
পরস্পর সালাম জানাও।
২১ আমার শুভেচ্ছা আমি পৌল নিজের
হাতে লিখলাম। ২২ কোন ব্যক্তি যদি প্রভুকে ভাল
না বাসে, তবে সে বদদোয়াগ্রস্ত হোক; 'মারাণ
আথা' [প্রভু আসছেন]। ২৩ ঈসা মসীহের রহমত
তোমাদের সহবর্তী হোক। ২৪ মসীহ্‌ ঈসাতে
আমার মহব্বত তোমাদের সকলের সহবর্তী
হোক।

[১৬:১৩] গালা ৫:১; ফিলি ১:২৭।
[১৬:১৫] রোমীয় ১৬:৫।
[১৬:১৬] ১থিষ ৫:১২।
[১৬:১৮] রোমীয় ১৫:৩২।
[১৬:১৯] প্রেরিত ২:৯।
[১৬:২১] গালা ৬:১১।
[১৬:২২] প্রকা ২২:২০।
[১৬:২৩] রোমীয় ১৬:২০।

১৬:১৫ স্তিফানের পরিজন। স্তিফান ও তার পরিজন, অর্থাৎ পুরো পরিবারকে পৌল নিজে বাপ্তিস্ম দান করেছিলেন বলে জানা যায়। তারা আখায়া অঞ্চলের প্রথম ঈসায়ী ঈমানদার।
১৬:১৯ এশিয়ার মণ্ডলীগুলো। বর্তমান পশ্চিম তুরস্কের রোমীয় উপনিবেশ, কলস, লায়দেকিয়া এবং মধ্য প্রাচ্যের মণ্ডলীসমূহ, যেগুলো এশিয়া প্রদেশে অবস্থিত ছিল।
১৬:২০ পবিত্র চুম্বন। প্রাথমিক মণ্ডলীতে প্রভুতে সম্মান ও ভালবাসা প্রকাশ করার একটি স্বাভাবিক রীতি, যা প্রাচীন প্রাচ্যদেশীয় প্রথা থেকে এসেছিল।
১৬:২১ নিজের হাতে লিখলাম। পৌল সাধারণত তাঁর পত্রগুলো নিজের হাতে না লিখে অন্য কারও সাহায্য নিতেন। তাই পত্রের শেষ পর্যায়ে এসে এখন তিনি নিজে স্বাক্ষর করছেন।
১৬:২২ বদদোয়াগ্রস্ত হোক। পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, একই সঙ্গে নিজেকে ঈমানদার বলে দাবী করা আবার 'প্রভুকে ভাল না বাসা' কখনোই সম্ভব নয়; এতে করে সে বদদোয়াপ্রাপ্ত হয়ে পড়ে।
মারাণ আথা। একটি অরামীয় শব্দ, যার অর্থ 'প্রভু আসছেন'। প্রাথমিক মণ্ডলীর সভ্যরা এবাদতের সময় প্রায়শই চিৎকার করে এই শব্দ উচ্চারণ করতেন এবং ঈসা মসীহের দ্বিতীয় আগমন শীঘ্রই ঘটবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করতেন।

১ ও ২ করিন্থীয় কিতাবের পার্থক্য

ইঞ্জিল শরীফে করিন্থীয়দের প্রতি পৌলের লিখিত যে দুটি পত্র আছে সেগুলো বিষয়বস্তু, বক্তব্যের ধরন ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে একেবারেই আলাদা।

১ করিন্থীয়	*২ করিন্থীয়*
করিন্থীয় মণ্ডলীর চরিত্রের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।	পৌলের চরিত্র ও করিন্থীয় মণ্ডলীর জন্য তাঁর মহব্বতের উপরে আলোকপাত করা হয়েছে।
বিয়ে, স্বাধীনতা, রূহানিক দান ও মণ্ডলীর শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।	ভণ্ড শিক্ষকদের বিষয়ে কথা বলা হয়েছে, সেই সাথে পৌল তাঁর নিজ কর্তৃত্ব ও তাঁর তবলিগের সত্যতার
পৌল এই পত্রে মণ্ডলীর মঙ্গল সাধন বিষয়ক শিক্ষা দান করেছেন।	এখানে পৌল তাঁর নিজ সাক্ষ্য দান করেছেন, কারণ তিনি জানতেন যে, মণ্ডলীর মঙ্গল সাধনের জন্য তাঁর পরামর্শের গ্রহণযোগ্যতা কতটা বেশি।
মন্দতায় ভরা করিন্থ শহরে পৌত্তলিকদের প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করিন্থ মণ্ডলীকে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন।	মণ্ডলীকে ভণ্ড শিক্ষকদের কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলার বিরুদ্ধে লড়াই করতে মণ্ডলীর কাছে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

অষ্টম খণ্ড : ২ করিন্থীয়

ভূমিকা

পত্রখানির লেখক : প্রেরিত পৌল যে, এই পত্রটি লিখেছেন এবং তা যে যথার্থ সে ব্যাপারে খুব উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের হাতে রয়েছে। ইতিহাসের অনেক বিখ্যাত লোক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, পৌল এই পত্রটির লেখক। এই লোকদের মধ্যে ছিলেন পলিকার্প, আইরেনিয়াস, আন্তিয়খিয়ার থিওফিলাস, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়ার ক্লেমেন্ট, টার্টুলিয়ান, সাইপেরিয়ান এবং মারকয়িন। মুরাটোরিয়ান ক্যাননও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, পৌল এই চিঠির লেখক। এই পত্রটির মধ্যে পৌলের জীবন ও কাজের বিষয়ে অনেক কিছু লেখা আছে। আর কেউ নয় শুধুমাত্র পৌলই তাঁর নিজের সম্বন্ধে এত সব লিখতে পারতেন। এছাড়া, তাঁর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু তাঁকে অন্য যে কোন লেখকের তুলনায় স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করে।

পত্রখানি লেখার তারিখ ও স্থান : প্রাপ্ত প্রমাণাদি অনুসারে ৫৫ খ্রীষ্টাব্দে এই পত্র লেখা হয়েছিল। ১ করিন্থীয় পঞ্চাশত্তমীর পূর্বে বসন্তকালে ইফিষ থেকে লেখা হয়েছিল এবং ২ করিন্থীয় সে একই বছরের শেষের দিকে শীতকালের শুরুতে লেখা হয়েছিল। ২ করি ২:১৩; ৭:৫ আয়াত অনুসারে ম্যাসিডোনিয়ায় বসে তিনি এই পত্রটি লিখেছিলেন।

যাদের কাছে পত্রটি লেখা হয়েছে : করিন্থীয় মণ্ডলী এবং সমস্ত আখায়া প্রদেশের ঈসায়ী ঈমানদারদের কাছে পত্রখানি লেখা হয়েছে। পত্রের প্রারম্ভিক সম্ভাষণ তাদের উদ্দেশেই জ্ঞাপন করা হয়েছে।

পত্রখানি লেখার উদ্দেশ্য : করিন্থীয় মণ্ডলী ক্রমশ ভণ্ড শিক্ষকদের গ্রাসে পতিত হচ্ছিল, যারা পৌলের বিশ্বাসযোগ্যতা ও প্রেরিত হিসেবে তাঁর কর্তৃত্বকে প্রশ্নের সম্মুখীন করেছিল। তারা আরও বলাবলি করেছিল যে, তিনি খাঁটি প্রেরিত নন এবং তারা জেরুশালেমে দারিদ্রক্লিষ্ট ঈমানদারদের জন্য যে অর্থ সংগ্রহ করছে তা তিনি নিজের পকেটস্থ করছেন। সে কারণে এই পত্রে পৌল করিন্থীয়দের এ বিষয়টি বিবেচনা করতে বলেন যে, তাদের মাঝে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সর্বদা সম্মানজনক ছিল এবং নাজাত সম্পর্কে তাঁর জীবন-পরিবর্তনকারী বার্তা ছিল সত্য।

পত্রখানির বৈশিষ্ট্য : ফিলীমনের কাছে লেখা চিঠি ছাড়া পৌলের লেখা সমস্ত পত্রগুলোর মধ্যে এই পত্রটিই সবচেয়ে ব্যক্তিগত ও সবচেয়ে কম শিক্ষামূলক। এটি পৌলের জীবন ও কাজের বিষয় প্রকাশ করে। পৌলের পত্রগুলোর মধ্যে এই

পত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মধ্যে তাঁর আবেগ, তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর স্বতন্ত্র ধরন প্রকাশ পেয়েছে।

পত্রটির বিষয়বস্তু : পৌলকে যারা তাদের সমালোচনা দ্বারা আক্রমণ করেছিল এবং তিনি তাঁর জীবন ও কাজের বিষয়ে উল্লেখ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। তিনি জেরুশালেমের গরীব ঈমানদারদের জন্য দান তুলবার বিষয় এবং ঠিকভাবে দান করবার বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। এছাড়া, তিনি একজন প্রেরিত হিসেবে নিজের পক্ষ সমর্থন করে ভণ্ড শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষমতার বিষয় প্রকাশ করেছেন। পৌল এই পত্রটিতে প্রভুর প্রত্যেক সেবাকারীকে মহান শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়েছেন।

প্রধান আয়াত: "অতএব মসীহের পক্ষেই আমরা রাজ-দূতের কাজ করছি; আল্লাহ্‌ যেন আমাদের মাধ্যমেই নিবেদন করছেন; আমরা মসীহের পক্ষে এই ফরিয়াদ করছি, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হও" (৫:২০)।

প্রধান প্রধান লোক: পৌল, তিমথি, তীত ও ভণ্ড শিক্ষকরা

প্রধান স্থানসমূহ: করিন্থ ও জেরুশালেম

রূপরেখা

(১) প্রারম্ভিক বক্তব্য: তাঁর আচরণ ও প্রৈরিতিক পরিচর্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা (অধ্যায় ১-৭)।
- ক. শুভেচ্ছা (১:১-২)
- খ. আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করা (১:৩-১১)
- গ. হযরত পৌলের করিন্থে যাবার মনস্থ (১:১২-২:৪)
- ঘ. অন্যায়কারীকে মাফ করা (২:৫-১১)
- ঙ. আল্লাহ্‌ দেওয়া নতুন নিয়মের উৎকৃষ্টতা (২:১২-১৭)
- চ. মসীহের পত্র (৩:১-১১)
- ছ. আল্লাহ্‌র উপরে সহকার্যকারীদের পরিচর্যা-পদ

(৩:১২-৪:৬)

জ. মাটির পাত্রে রাখা ধন (৪:৭-১৬)

ঝ. ঈমান অনুসারে জীবন-যাপন (৪:১৭-৫:১০)

ঞ. মসীহের রাজ-দূত (৫:১১–৬:১০)

ট. করিন্থীয়দের সদ্‌ভাবে হযরত পৌলের আনন্দ (৬:১১–৭:৪)

ঠ. তীতের পরিদর্শন (৭:৫-১৬)

(২) উপদেশ: জেরুশালেমে ঈসায়ীদের জন্য দান সংগ্রহ (অধ্যায় ৮-৯)

ক. দানশীলতার উৎকৃষ্টতা ও সুন্দর ফল (৮:১-১৫)

খ. করিন্থ শহরে হযরত তীত (৮:১৬-৯:৫)

গ. যে পরিমাণে বুনি, সেই পরিমাণই কাটব (৯:৬-১৫)

(৩) যুক্তি খণ্ডন: পৌলের প্রৈরিতিক কর্তৃত্বের বিষয়ে তাঁর যথার্থতা দাবী (অধ্যায় ১০-১৩)

ক. হযরত পৌলের প্রেরিতত্ব ও ক্ষমতা (অধ্যায় ১০)

খ. হযরত পৌল ও ভণ্ড শিক্ষকরা (অধ্যায় ১১)

গ. হযরত পৌলের বিশেষ দর্শন (অধ্যায় ১২)

গ. শেষ বার সতর্ক করা (১৩:১-১০)

ঘ. শেষ শুভেচ্ছা ও দোয়া (১৩:১১-১৪)

মণ্ডলীতে ঈমানদারদের শাসনের নীতি

পদ্ধতি	*আয়াত*
দৃঢ় ও অটল থাকা	৭:৯; ১০:২
যা কিছু উত্তম তার প্রতি স্বীকৃতি জানানো	৭:৪
যথার্থ ও সৎ থাকা	৭:১৪; ৮:২১
প্রকৃত সত্য জানা	১১:২২-২৭
সত্যের স্বপক্ষ ধারণ করা ও তা অনুসরণ করা	৭:১৩; ১২:১৪
সত্যের পক্ষ সমর্থন করার পর নম্র থাকা	৭:১৫; ১৩:১১-১৩
নিজের ধারণা নয়, মসীহের কালামকে প্রতিফলিত করে এমন কথা বলা	১০:৩-১৩; ১২:১৯
সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে কেবল তখনই কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করা	১৩:২

মণ্ডলীতে অনেক সময় কোন কোন ঈমানদারকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, কিন্তু অবশ্যই সাবধানতা সহকারে তা করা উচিত। যে কোন প্রকার তিরস্কার, শাসন বা শাস্তির উদ্দেশ্য হল ঈমানদারদের মঙ্গল সাধন করা, তাদেরকে আঘাত করা নয়।

সম্মানের সাথে দান সংগ্রহ করা

দান সংগ্রহ করা ঈসায়ী পরিচর্যাকারীদের জন্য কোন লজ্জাজনক বিষয় নয়। আল্লাহ্‌র কালামের পরিচর্যার জন্য দান করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য এবং দান করা ও দান গ্রহণ করা অত্যন্ত আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে করা উচিত।

আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত থাকা................. ৮:৫	স্বচ্ছ থাকা ৯:৩
উপযুক্ত তথ্য প্রদান করা.................... ৮:৪	স্বেচ্ছাদানে সকলকে উৎসাহিত করা....... ৯:৭
সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও পরিকল্পনা থাকা........... ৮:৪	নিজে নম্র ও দয়ালু হওয়া.................. ৮:৭
উদ্যমী ও পরিশ্রমী হওয়া.............. ৮:৭-১১	দানের অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করা ... ৮:১৮-২২
সততা ও অকৃত্রিমতা প্রকাশ করা........ ৮:২১	দানের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখা... ৮:২

শুভেচ্ছা

১ ১ আমি পৌল, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় মসীহ্‌ ঈসার
প্রেরিত এবং ভাই তীমথি, করিন্থে আল্লাহ্‌র
যে মণ্ডলী আছে এবং সমস্ত আখায়া দেশে যেসব
পবিত্র লোক আছেন তাঁদের সকলের সমীপে।
২ আমাদের পিতা আল্লাহ্‌ এবং ঈসা মসীহের কাছ
থেকে রহমত ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত
হোক।

আল্লাহ্‌র শুকরিয়া করা

৩ ধন্য আমাদের ঈসা মসীহের আল্লাহ্‌ ও
পিতা; তিনিই করুণাময় পিতা এবং সমস্ত
সান্ত্বনার আল্লাহ্‌; ৪ তিনি আমাদের সমস্ত দুঃখ-
কষ্টের মধ্যে আমাদের সান্ত্বনা দেন, যেন আমরা
নিজে আল্লাহ্‌র দেওয়া যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা পাই,
সেই সান্ত্বনা দ্বারা সমস্ত দুঃখ-কষ্টের পাত্রদের
সান্ত্বনা দিতে পারি। ৫ কেননা মসীহের দুঃখভোগ
যেমন আমাদের প্রতি উপচে পড়ে, তেমনি মসীহ্‌
দ্বারা আমাদের সান্ত্বনাও উপচে পড়ে। ৬ আর
আমরা যদি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, তবে তা
তোমাদের সান্ত্বনা ও নাজাতের জন্য; অথবা যদি
সান্ত্বনা পাই তবে তা তোমাদের সান্ত্বনার জন্য;
সেই সান্ত্বনা সেই একই রকম ধৈর্যযুক্ত
দুঃখভোগে কাজ করছে, যে রকম দুঃখ আমরাও
ভোগ করছি। ৭ আর তোমাদের বিষয়ে আমাদের
প্রত্যাশা বেশ দৃঢ়; কেননা আমরা জানি, তোমরা
যেমন দুঃখভোগের, তেমনি সান্ত্বনারও সহভাগী।
৮ কারণ, হে ভাইয়েরা, এশিয়ায় আমাদের
যে দুঃখ-কষ্ট ঘটেছিল, তোমরা যে সেই বিষয়
অজ্ঞাত থাক তা আমাদের ইচ্ছা নয়; ফলত
অতিরিক্ত দুঃখের ভারে আমরা শক্তির অতিরিক্ত
ভারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম; এমন কি, জীবনের
আশাও ছেড়ে দিয়েছিলাম; ৯ বরং আমরা
নিজেদের অন্তরে এই উত্তর পেয়েছিলাম যে, মৃত্যু
আসছে, যেন নিজেদের উপরে নির্ভর না করে
যিনি মৃতদেরকে জীবিত করে তোলেন সেই
আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করি। ১০ তিনিই এত বড়
মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন ও
করবেন; আমরা তাঁর উপরেই আশা রেখেছি যে,
এর পরেও তিনি উদ্ধার করবেন; ১১ এতে
তোমরাও তোমাদের মুনাজাত দ্বারা আমাদের
সাহায্য করছো, যেন অনেকের দ্বারা যে
মেহেরবানী-দান আমাদের দেওয়া হয়েছে, তার
জন্য অনেক মুখ থেকে আমাদের পক্ষে শুকরিয়া
জানানো হয়।

হযরত পৌলের করিন্থে যাবার মনস্থ

১২ আমাদের গর্ব এই, আমাদের বিবেক সাক্ষ্য
দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্রতায় ও
সরলতায় দুনিয়ার সকলের প্রতি, বিশেষভাবে
তোমাদের প্রতি আচরণ করেছি– দুনিয়াবী জ্ঞান
দ্বারা নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে। ১৩ আমরা তো
আর কোন বিষয় তোমাদের লিখছি না, কেবল
তা-ই লিখছি, যা তোমরা পাঠ করে থাক, অথবা
স্বীকার করে থাক, আর আশা করি, তোমরা শেষ
পর্যন্ত তা স্বীকার করবে। ১৪ বাস্তবিক তোমরা
কিছু পরিমাণে আমাদের বুঝতে পেরেছ যে,
আমরা যেমন তোমাদের গর্বের কারণ, তেমনি
আমাদের প্রভু ঈসার আসার দিনে তোমরাও
আমাদের গর্বের কারণ হবে।
১৫ আর এই দৃঢ় বিশ্বাসের জন্য আমার এই
অভিপ্রায় ছিল যে, আমি আগে তোমাদের কাছে
যাব, যেন তোমরা দ্বিতীয় বার রহমত পাও;
১৬ আর তোমাদের কাছ দিয়ে ম্যাসিডোনিয়ায়
গমন করবো, পরে ম্যাসিডোনিয়া থেকে আবার
তোমাদের কাছে যাব, আর তোমরা আমাকে
এহুদিয়ার পথে এগিয়ে দিয়ে আসবে। ১৭ ভাল,
এরকম অভিপ্রায় করায় কি আমি চাঞ্চল্য প্রকাশ
করেছিলাম? অথবা আমি যেসব চিন্তা করি, সেই
সব চিন্তা কি সাধারণ মানুষের মানদণ্ড অনুসারে
করে থাকি যে, আমার কাছে ‘হ্যাঁ’ হ্যাঁ ও ‘না’ না
হবে? ১৮ বরং আল্লাহ্‌ যেমন বিশ্বাস্য, তেমনি

[১:১] ১করি ১:১; ১০:৩২; ইফি ১:১; কল ১:১; ২তীম ১:১; প্রেরিত ১৬:১; ১৮:১,১২।
[১:২] রোমীয় ১:৭।
[১:৩] ইফি ১:৩; ১পিতর ১:৩।
[১:৪] ইশা ৪৯:১৩; ৫১:১২; ৬৬:১৩।
[১:৫] রোমীয় ৮:১৭; গালা ৬:১৭; ফিলি ৩:১০; কল ১:২৪; ১পিতর ৪:১৩।
[১:৬] ২করি ৪:১৫।
[১:৮] প্রেরিত ২:৯; রোমীয় ১১:২৫; ১করি ১৫:৩২।
[১:৯] ইউ ৫:২১; ইয়ার ১৭:৫,৭।
[১:১০] রোমীয় ১৫:৩১; ১তীম ৪:১০।
[১:১১] রোমীয় ১৫:৩০; ফিলি ১:১৯।
[১:১২] প্রেরিত ২৩:১; ১থিষ ২:১০।
[১:১৪] ১করি ১:৮।
[১:১৫] ১করি ৪:১৯; রোমীয় ১:১১,১৩; ১৫:২৯।
[১:১৬] ১করি ১৬:৫-৭,১১; ৩ইউ ৬; প্রেরিত ১৬:৯; ১৯:২১
[১:১৭] ২করি ১০:২,৩; ১১:১৮
[১:১৮] ১করি ১:৯।

১:৪ সমস্ত দুঃখ-কষ্টের ... সান্ত্বনা দেন। আল্লাহ্‌ স্বয়ং তাঁর সন্তানদেরকে পাক-রূহ্‌ দান করার মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন ও তাদের তত্ত্বাবধান করেছেন।

১:৫ মসীহের দুঃখভোগ ... সান্ত্বনা। ঈসায়ী জীবনের অপর নাম দুঃখ-কষ্টের জীবন, কারণ আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষণে ঈসা মসীহের যাতনার সহভাগী হতে হয়; অপরদিকে তা ঈসায়ী সান্ত্বনারও অপর নাম, কারণ মসীহ্‌ এই দুনিয়াতে তাঁর লোকদের জন্যই নিজ জীবন উৎসর্গ করেছেন।

১:৯ মৃতদেরকে জীবিত করে তোলেন। পৌলের জীবন এতটাই কষ্টকর ও বিপদসঙ্কুল ছিল যে, তিনি তাঁর বেঁচে থাকা ও আরোগ্য লাভকে মৃত থেকে উত্থিত হওয়ার সমান বলে বিবেচনা করেছিলেন। এ কারণে জীবনের সমস্ত আশা-ভরসা আল্লাহ্‌র চরণে সমর্পণ করেছিলেন।

১:১১ তোমরাও ... সাহায্য করছো। আমরা যখন অন্যদের জন্য মুনাজাত করি বা বিনতি করি, সে সময় আল্লাহ্‌র শক্তি নির্গত হয় এবং লোকেরা সাহায্য পায়। এ কারণে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, তাদের জন্য মুনাজাত করা ও বিনতি করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

১:১২ আমাদের গর্ব এই। পৌলের গর্ব তথা আনন্দের বিষয়টি ছিল তাঁর সরলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। অনন্তকালে আমরা যখন প্রভুর সাথে থাকবো, সে সময় আমাদের সবচেয়ে আনন্দের ও গর্বের বিষয়টি হবে, আমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ হয়ে জীবন ধারণ করছি।

১:১৫ দ্বিতীয় বার রহমত পাও। প্রথমবার তিনি যখন তাদের কাছে গিয়েছিলেন, সে সময় তারা সম্পূর্ণভাবে তাঁর পরিচর্যায় পরিবর্তিত হয় নি। এ কারণে তিনি সেখানে দ্বিতীয়বার পরিদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, যেন তারা পুনরায় প্রভুর রহমতপ্রাপ্ত হয়।

১:১৭ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছিলাম? করিন্থে পৌলের বিরোধীরা সেখানকার ঈসায়ীদের এ কথা বিশ্বাস করাতে চেষ্টা চালাচ্ছিল যে, পৌল তাঁর পরিকল্পনায় স্থির থাকেন না এবং তাঁর চিন্তা-চেতনা সব সময় পরিবর্তনশীল; কাজেই তিনি অনির্ভরযোগ্য। এ

তোমাদের প্রতি আমাদের কথা ‘হ্যাঁ’ আবার ‘না’
হয় না। [19] ফলত ইবনুল্লাহ্ ঈসা মসীহ্, যিনি
আমাদের দ্বারা, অর্থাৎ আমার, সীল ও তীমথির
দ্বারা তোমাদের কাছে তবলিগকৃত হয়েছেন, তিনি
‘হ্যাঁ’ আবার ‘না’ হন নি, কিন্তু তাঁতেই সবসময়
‘হ্যাঁ’ হয়েছে; [20] কারণ আল্লাহ্‌র যত ওয়াদা,
তাঁর জন্যেই সেসবের ‘হ্যাঁ’ হয়, সেজন্য তাঁর
দ্বারা ‘আমিন’ও হয়, যেন আমাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র
গৌরব হয়। [21] আর যিনি তোমাদের সঙ্গে
আমাদেরকে মসীহে স্থির করেছেন এবং
আমাদেরকে অভিষিক্ত করেছেন, তিনি আল্লাহ্;
[22] আর তিনি আমাদেরকে সীলমোহরও করেছেন
এবং আমাদের অন্তরে প্রথম অংশ হিসেবে তাঁর
রূহ্‌কে দিয়েছেন।
[23] কিন্তু আমি আমার প্রাণের কসম দিয়ে
আল্লাহ্‌কে সাক্ষী মেনে বলছি, তোমাদের
অব্যাহতি দেবার জন্যই এখনও পর্যন্ত আমি
করিন্থে আসি নি। [24] আমরা যে তোমাদের
ঈমানের উপরে প্রভুত্ব করি এমন নয়, বরং
তোমাদের আনন্দের সহকারী হই; কারণ
ঈমানেই তোমরা দাঁড়িয়ে আছ।
২ [1] আর আমি নিজে এটি স্থির করেছিলাম
যে, পুনর্বার মনোদুঃখ নিয়ে তোমাদের কাছে
যাব না। [2] কেননা আমি যদি তোমাদের দুঃখিত
করি, তবে আমার আনন্দদায়ক কে? কেবল
সেই, যে আমার কাছ থেকে দুঃখিত হয়। [3] আর
এই অভিপ্রায়ে সেই কথা লিখেছিলাম, যেন আমি
আসলে পর যাদের কাছ থেকে আমার আনন্দিত
হওয়ার কথা, তাদের থেকে যেন মনোদুঃখ না
পাই; কেননা তোমাদের সকলের বিষয়ে আমার
দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমার আনন্দে তোমাদের

[১:১৯] মথি ৪:৩; প্রেরিত ১৫:২২; ১৬:১; ইব ১৩:৮।
[১:২০] রোমীয় ১৫:৮; ১৫:৯।
[১:২১] ১ইউ ২:২০,২৭।
[১:২২] পয়দা ৩৮:১৮; ইহি ৯:৪; হগয় ২:২৩; ২করি ৫:৫।
[১:২৩] রোমীয় ১:৯; ১করি ৪:২১।
[১:২৪] ১পিতর ৫:৩; রোমীয় ১১:২০; ১করি ১৫:১।
[২:২] ২করি ৭:৮।
[২:৩] গালা ৫:১০; ২থিষ ৩:৪।
[২:৪] ২করি ৭:৮,১২।
[২:৫] ১করি ৫:১,২।
[২:৬] ১করি ৫:৪,৫।
[২:৭] গালা ৬:১; ইফি ৪:৩২; কল ৩:১৩।
[২:১১] মথি ৪:১০; লূক ২২:৩১; ১পিতর ৫:৮,৯।
[২:১২] প্রেরিত ১৬:৮; ১৪:২৭; ২করি ৪:৩,৪; ৮:১৮; ১থিষ ৩:২
[২:১৩] তীত ১:৪; প্রেরিত ১৬:৯।

সকলেরই আনন্দ। [4] কারণ অনেক দুঃখে ও
মনোবেদনার মধ্যে অনেক অশ্রুপাত করতে
করতে তোমাদেরকে লিখেছিলাম; তোমরা যেন
দুঃখিত হও সেজন্য নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি
আমার মহব্বত যে কত গভীর তা যেন জানতে
পার।

অন্যায়কারীকে মাফ করা

[5] কিন্তু কেউ যদি দুঃখ দিয়ে থাকে, তবে সে
আমাকে দুঃখ দেয় নি, কিন্তু কতক পরিমাণে
তোমাদের সকলকেই দিয়েছে, সে কথা বলা
অত্যুক্তি হবে না। [6] অধিকাংশ লোকের দ্বারা
সেই ব্যক্তি যে দণ্ড পেয়েছে, তা-ই তার পক্ষে
যথেষ্ট। [7] অতএব তোমরা বরং তাকে মাফ
করলে ও সান্ত্বনা দিলে ভাল হয়, পাছে অতিরিক্ত
মনোদুঃখে সেই ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়ে। [8] এই
কারণে ফরিয়াদ করি, তার প্রতি তোমাদের
মহব্বতের যথার্থ প্রমাণ দাও। [9] কারণ তোমরা
সমস্ত বিষয়ে বাধ্য কি না, তা পরীক্ষা করে
দেখবার জন্য তোমাদেরকে লিখেছিলাম। [10] যদি
তোমরা কোন লোকের দোষ মাফ করে থাক
তবে আমিও মাফ করি; কেননা আমি যদি কোন
কিছু মাফ করে থাকি, তবে তোমাদের জন্য
মসীহের সাক্ষাতে তা মাফ করেছি, [11] যেন
আমরা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত না হই; কেননা
তার পরিকল্পনাগুলো আমাদের অজানা নেই।

আল্লাহ্‌ দেওয়া নতুন নিয়মের উৎকৃষ্টতা

[12] আমি যখন মসীহের সুসমাচার তবলিগের
জন্য ত্রোয়াতে গিয়েছিলাম, আর প্রভুতে আমার
সম্মুখে একটি দ্বার খোলা হয়েছিল, [13] তখন
আমার ভাই তীতকে না পাওয়াতে আমার মনে
কোন শান্তি পাই নি; কিন্তু আমি তাদের কাছ

কারণে তিনি তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করলেন।

১:২৩ অব্যাহতি দেবার জন্যই। করিন্থে অনেকে পৌলের বিরুদ্ধে শত্রুতা তৈরি করছিল, সে কারণে তাঁর ‘বেত’ নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তিনি তাদেরকে অব্যাহতি দিয়েছেন, অর্থাৎ তাদের প্রতি মমতা করে শাস্তি দিতে বা শাসন করতে চান নি। তাঁর সেই কর্তৃত্ব থাকলেও তিনি কারও উপরে প্রভুত্ব করতে চান না। বরং তিনি সত্যিকার পরিচর্যাকারী হিসেবে সকল ঈমানদারের সাথে তাদের ঈমানের কারণে আনন্দ করতে চান।

২:১ মনোদুঃখ নিয়ে … যাব না। পৌল সুস্পষ্টভাবে এর আগে করিন্থ পরিদর্শন করেছিলেন এবং সে সময় এক দুঃখময় তাঁকে লাভ করতে হয়েছে; কিন্তু এ বিষয়ে আমরা কিছুই জানতে পারি না।

২:৪ অনেক দুঃখে ও মনোবেদনার মধ্যে … লিখেছিলাম। এখানে পূর্ববর্তী আরেকটি চিঠির প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে, যা করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের ১ম পত্র বলেই ধরে নেওয়া হয়। বস্তুত করিন্থীয়দেরকে ধার্মিকতার পথ পরিহার করতে দেখে পৌল বেদনাগ্রস্ত হয়েছিলেন।

২:৬ যে দণ্ড পেয়েছে … যথেষ্ট। এখানে আমরা মণ্ডলীর সদস্যদের শাসন বিষয়ক নীতি সম্পর্কে জানতে পারি। ঈসায়ী মণ্ডলী তার সুনাম ও নির্ভরযোগ্যতা রক্ষার জন্য মণ্ডলীর যে কোন অপরাধী ও দুষ্কৃতিকারীকে যথাযোগ্য শাস্তি দান করবে। প্রয়োজনীয় শাস্তি প্রদানের পর সে যদি অনুতপ্ত হয় তবে তাকে ক্ষমা করতে হবে এবং পুনরায় তার সাথে সহভাগিতা রক্ষা করতে হবে।

২:৭ পাছে … হতাশ হয়ে পড়ে। অপরাধী অনুতপ্ত হওয়ার পর অবশ্যই তাকে মণ্ডলীর সহভাগিতায় ফিরিয়ে আনতে হবে। সম্পূর্ণ মণ্ডলীকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা এবং তার মন পরিবর্তনের জন্য সাময়িকভাবে তাকে মণ্ডলী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যেতে পারে, কিন্তু স্থায়ীভাবে নয়।

২:১১ শয়তান কর্তৃক প্রতারিত না হই। শয়তানের আক্রমণগুলোকে প্রতিহত করার একটি ভাল উপায় হচ্ছে তার প্রতারণাগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং ঈসা মসীহের প্রতি আন্তরিকভাবে নিবেদিত থাকা, যেন শয়তান আমাদেরকে মসীহের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা মাত্রই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারি।

২:১৩ আমার ভাই তীত। পৌল তীতকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি জেরুশালেমের দারিদ্র্যক্লিষ্ট ঈসায়ীদের জন্য করিন্থে ত্রাণ তহবিল সংগ্রহ করার কাজটি সংগঠিত করার দায়িত্ব তীতকে দিয়েছিলেন এবং তিনিই করিন্থীয়দের কাছে এই পত্রটি বহন

থেকে বিদায় নিয়ে ম্যাসিডোনিয়ায় চলে গেলাম।
১৪ আর আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হোক যে, তিনি সব
সময় আমাদের নিয়ে মসীহে বিজয়-যাত্রা করেন
এবং তাঁর সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সুগন্ধ আমাদের দ্বারা
সমস্ত জায়গায় প্রকাশ করেন; ১৫ কারণ যারা
নাজাত পাচ্ছে ও যাদের বিনাশ হচ্ছে, উভয়ের
কাছে আমরা আল্লাহ্‌র পক্ষে মসীহের
সুগন্ধস্বরূপ। ১৬ এক পক্ষের প্রতি আমরা
মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, অন্য পক্ষের প্রতি
জীবনমূলক জীবনদায়ক গন্ধ। আর এইসব কিছুর
জন্য উপযুক্ত কে? ১৭ আমরা তো অনেকের মত
আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে ব্যবসা করি না; কিন্তু
সরলভাবে, আল্লাহ্‌র হুকুম অনুসারে, আমরা
আল্লাহ্‌র সম্মুখে মসীহের কথা বলছি।

তোমরা মসীহের পত্র

৩ ১ আমরা কি পুনর্বার নিজেদের প্রশংসা
করতে আরম্ভ করছি? অথবা তোমাদের
কাছ থেকে কোন প্রশংসা পাবার কিংবা
তোমাদের কাছ থেকে যেমন অন্য কারো কারো
প্রশংসা-পত্র প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেরকম কি
আমাদেরও প্রয়োজন আছে? ২ তোমরাই তো
আমাদের পত্র, আমাদের অন্তরে লেখা পত্র, যা
সকল মানুষ জানে ও পাঠ করে; ৩ ফলত তোমরা
মসীহের পত্র, আমাদের পরিচর্যায় সাধিত পত্র
বলে প্রকাশ পাচ্ছ; তা কালি দিয়ে নয়, কিন্তু
জীবন্ত আল্লাহ্‌র রূহ্‌ দিয়ে, পাথর-ফলকে নয়,
কিন্তু মানুষের হৃদয়-ফলকে লেখা হয়েছে।
৪ আর মসীহের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের
এরকম দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে। ৫ আমরা নিজেরাই
যে কোনো কিছুর মীমাংসা করতে নিজ গুণে
উপযুক্ত তা নয়; কিন্তু আমাদের যোগ্যতা আল্লাহ্‌
থেকে আসে; ৬ তিনিই আমাদেরকে নতুন
নিয়মের পরিচারক, অক্ষরের নয়, কিন্তু রূহের
পরিচারক হবার উপযুক্তও করেছেন; কারণ
অক্ষর মৃত্যু নিয়ে আসে, কিন্তু রূহ্‌ জীবনদায়ক।
৭ মৃত্যুর যে পরিচর্যা-পদ পাথরে লেখা ও
খোদাই করা, তা এমন মহিমার সঙ্গে এসেছিল
যে, বনি-ইসরাইল মূসার মুখের নূরানী মহিমার
কারণে তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাতে
পারছিল না, ৮ কিন্তু তবুও সেই মহিমার নূরানী
লোপ পাচ্ছিল, তবে কেন পাক-রূহের পরিচর্যা-
পদ বরং আরও মহিমাযুক্ত হবে না? ৯ কেননা
দণ্ডাজ্ঞার পরিচর্যা-পদ যদি এত মহিমাস্বরূপ হয়,
তবে ধার্মিকতার পরিচর্যা-পদ মহিমায় আরও
কত না বেশি উপচে পড়ে। ১০ কারণ যা একদিন
মহিমাযুক্ত করা হয়েছিল, এখনকার মহান

[২:১৪] রোমীয় ৬:১৭; ৭:২৫; ইহি ২০:৪১; ইফি ৫:২; ফিলি ৪:১৮।
[২:১৫] পয়দা ৮:২১; হিজ ২৯:১৮; খান্দান ১৫:৩।
[২:১৬] লূক ২:৩৪; ইউ ৩:৩৬।
[২:১৭] প্রেরিত ২০:৩৩; ১থিষ ২:৫।
[৩:১] রোমীয় ১৬:১।
[৩:২] ১করি ৯:২।
[৩:৩] হিজ ২৪:১২; মেসাল ৩:৩; ৭:৩; ইয়ার ৩১:৩৩; ইহি ৩৬:২৬।
[৩:৪] ইফি ৩:১২।
[৩:৫] ১করি ১৫:১০।
[৩:৬] ইউ ৬:৬৩।
[৩:৭] হিজ ৩৮:২৯-৩৫; ইশা ৪২:২১।
[৩:৯] দ্বি:বি: ২৭:২৬।

করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২:১৪ মসীহে বিজয়-যাত্রা। ঈসায়ীগণ রূহানিক যুদ্ধে আহুত হয়েছেন এবং তারা বিজয়ীর বেশে মসীহ্‌ কর্তৃক আল্লাহ্‌ সামনে শোভাযাত্রার জন্য পরিচালিত হচ্ছেন। এই বিজয়ের যাত্রা ঈসায়ী জ্ঞান ও ঈমানদারদের নাজাতপ্রাপ্ত জীবন, যা আল্লাহ্‌ ও মানুষের সামনে প্রকাশিত হয়েছে।

২:১৬ মৃত্যুমূলক ... জীবনদায়ক গন্ধ। ঈসায়ী সাক্ষ্যদানের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে সুসমাচারের যে গন্ধ নির্গত হয়, তা সর্বদাই মিষ্ট ও সুগন্ধজনক, কিন্তু ভিন্ন ভিন্নভাবে তা গ্রহণ করা হয়। মানবজাতির দু'টো প্রধান শ্রেণী হচ্ছে – যারা নাজাত পাচ্ছে ও যাদের বিনাশ হচ্ছে। যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, তাদের কাছে এই সাক্ষ্যদানকারী অর্থাৎ সুসমাচার তবলিগকারী ও প্রেরিতরা হচ্ছেন মৃত্যুর গন্ধ। সুসমাচারের বার্তা মন্দ গন্ধযুক্ত বা তা মৃত্যু ডেকে আনে এমন নয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র জীবনদায়ী অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করার ফলশ্রুতিতে অ-ঈমানদাররা তাদের নিজেদের জন্য মৃত্যু ডেকে নিয়ে এসেছে। যারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সুসমাচারকে স্বাগত জানায়, তাদের কাছে ঈসায়ী সাক্ষ্য ও সুসমাচার জীবনের সুগন্ধস্বরূপ।

২:১৭ আল্লাহ্‌র কালাম নিয়ে ব্যবসা করি না। পৌল ভ্রান্ত শিক্ষকদের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যারা করিন্থীয় মণ্ডলীকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নানা ছল চাতুরি করে ও বিকৃতভাবে প্রভুর বাক্যকে উপস্থাপন করে মণ্ডলীর সরলপ্রাণ ঈমানদারদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া। অথচ পৌল নিষ্ঠার সাথে এবং কোন প্রাপ্তির আশা না করে সুসমাচার তবলিগ করেছেন, উপরন্তু তিনি করিন্থীয়দের কাছে অর্থনৈতিকভাবে বোঝা না হওয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

৩:১ নিজেদের প্রশংসা করতে আরম্ভ করছি? পৌল এ কথা বোঝান নি যে, তিনি আত্ম-প্রশংসা ও আত্মগর্বে জর্জরিত ছিলেন। বরং তিনি এই সত্যের প্রতি অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন যে, নীতিগতভাবে তিনি যা কিছু লিখেছেন বা বলেছেন তার প্রায় সবই করিন্থের ভ্রান্ত শিক্ষকদের দ্বারা বিকৃত করা হয়েছে এবং শত্রুতামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রশংসা-পত্র। প্রেরিতিক যুগে বহু ভবঘুরে ও জুয়াচোরের আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা নিজেদেরকে প্রেরিত ও সুসমাচার তবলিগকারী বলে দাবী করতো এবং এভাবে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চালাতো। এ কারণে বিভিন্ন প্রেরিতকে যখন অন্যান্য মণ্ডলীতে পাঠানো হত, যেখানে তার তেমন পরিচিতি নেই, তখন তার মাতৃমণ্ডলী থেকে একটি প্রশংসা-পত্র বা প্রত্যয়ন পত্র পাঠানো হত।

৩:৩ মানুষের হৃদয়-ফলকে লেখা হয়েছে। মসীহের রক্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত নতুন নিয়ম মূসার শরীয়তের মত প্রস্তর ফলকে লিখিত হয় নি, বরং পাক-রূহ্‌ কর্তৃক প্রতিটি ঈমানদারের হৃদয়ে চিরকালের জন্য লেখা হয়েছে। এ কারণে এই ব্যবস্থা মানুষের অন্তরে সব সময় অবস্থান করে এবং পাক-রূহের শক্তিতে তারা তা পালন করার জন্য বলীয়ান হন।

৩:৬ অক্ষর মৃত্যু নিয়ে আসে। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌র লিখিত কালাম আমাদের ক্ষতি সাধন করে, বরং পাক-রূহ্‌ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন ও তাঁর শক্তি ব্যতীত শরীয়তের দাবীগুলো মানতে যখন আমরা ব্যর্থ হই, সে সময় আমরা বিচারের অধীনে আসি। মসীহের অনুগ্রহ ও পাক-রূহের শক্তি আমাদের সাথে থাকলে অক্ষর আর আমাদের মৃত্যু ডেকে নিয়ে আসতে পারে না।

৩:৮ পাক-রূহের পরিচর্যা-পদ। পৌল নতুন নিয়মকে 'পাক-রূহের পরিচর্যা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মসীহ্‌তে ঈমান আনার মধ্য দিয়ে আমরা পাক-রূহ্‌ লাভ করি ও নতুন জীবন পাই। পাক-রূহ্‌ই মসীহ্‌তে সাধিত অনুগ্রহ ও দোয়া আমাদের

মহিমার কারণে তার সেই মহিমা হারিয়ে
ফেলেছিল। ১১ কেননা যা লোপ পাচ্ছে, তা যদি
মহিমাযুক্ত হয়, তবে যা স্থায়ী, তা কত বেশি
মহিমাযুক্ত।

আল্লাহ্‌র উপরে সহকার্যকারীদের পরিচর্যা-পদ

১২ অতএব, আমাদের এরকম প্রত্যাশা
থাকাতে আমরা অতি স্পষ্ট কথা ব্যবহার করি;
১৩ আর মূসার মত করি না; তিনি তো তাঁর মুখে
আবরণ দিতেন, যেন বনি-ইসরাইল একদৃষ্টে
চেয়ে যা লোপ পাচ্ছিল, তার পরিণাম না দেখে।
১৪ কিন্তু তাদের মন কঠিন হয়েছিল। কেননা
আজও পর্যন্ত এখনও যারা পুরানো নিয়মের পাঠ
শোনে, সেই আবরণ আজ পর্যন্ত রয়েছে, খোলা
যায় না, কেননা সেই আবরণ কেবলমাত্র মসীহেই
লোপ পায়; ১৫ কিন্তু আজ পর্যন্ত যে কোন সময়ে
মূসার শরীয়ত পাঠ করা হয়, তখন তাদের
হৃদয়ের উপরে আবরণ থাকে। ১৬ কিন্তু কোন
ব্যক্তির অন্তর যখন প্রভুর প্রতি ফেরে, তখন সেই
আবরণ অপসারিত হয়। ১৭ আর প্রভুই সেই রূহ্‌;
এবং যেখানে প্রভুর রূহ্‌, সেখানে স্বাধীনতা।
১৮ কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর মহিমা
আয়নার মত প্রতিফলিত করতে করতে মহিমা
থেকে মহিমা পর্যন্ত যেমন তা প্রভু থেকে, অর্থাৎ
রূহ্‌ থেকে হয়ে থাকে, তেমনি সেই প্রতিমূর্তিতে
স্বরূপান্তরিত হচ্ছি।

আল্লাহ্‌র গৌরবের জ্ঞানের আলো

৪ ১ এজন্য আল্লাহ্‌র করুণায় আমরা এই
পরিচর্যা-পদ পাওয়ার ফলে আর
নিরুৎসাহিত হই না; ২ বরং লজ্জার গুপ্ত
কাজগুলো জলাঞ্জলি দিয়েছি; ধূর্ততায় চলতে
অস্বীকার করি ও আল্লাহ্‌র কালাম বিকৃত করি
না, কিন্তু সত্য প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র
সাক্ষাতে মানুষের বিবেকের কাছে নিজেদের
যোগ্যপাত্র হিসেবে দেখাচ্ছি। ৩ কিন্তু আমাদের
ইঞ্জিল যদি ঢাকা থাকে, তবে যারা বিনাশ
পাচ্ছে, তাদেরই কাছে ঢাকা থাকে। ৪ তাদের
মধ্যে এই যুগের দেবতা অ-ঈমানদারদের মন
অন্ধ করে রেখেছে, যেন আল্লাহ্‌র প্রতিমূর্তি যে
মসীহ্‌, তাঁর গৌরবের ইঞ্জিল-নূর তারা দেখতে
না পায়। ৫ বস্তুতঃ আমরা নিজেদের নয়, কিন্তু
মসীহ্‌ ঈসাকেই প্রভু বলে তবলিগ করছি এবং
নিজেদেরকে ঈসার জন্য তোমাদের গোলাম বলে
দেখাচ্ছি। ৬ কারণ যে আল্লাহ্‌ বলেছিলেন,
‘অন্ধকারের মধ্য থেকে আলো প্রকাশিত হোক,
তিনিই আমাদের অন্তরে আলো প্রকাশ করলেন,
যেন ঈসা মসীহের মুখমণ্ডলে আল্লাহ্‌র গৌরবের
জ্ঞানের নূর প্রকাশ পায়।

মাটির পাত্রে রাখা ধন

৭ কিন্তু এই ধন মাটির পাত্রে করে আমরা ধারণ
করছি, যেন এই অসাধারণ মহাশক্তি আল্লাহ্‌র
হয়, আমাদের থেকে নয়। ৮ আমরা সবদিক
থেকেই দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি, কিন্তু উদ্বিগ্ন হই
না; হতবুদ্ধি হচ্ছি, কিন্তু নিরাশ হই না;
৯ নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু পরিত্যক্ত হই না; আঘাত
করা হচ্ছে, কিন্তু বিনষ্ট হই না। ১০ আমরা সব
সময় এই দেহে ঈসার মৃত্যু বহন করে বেড়াচ্ছি,

[৩:১২] রোমীয় ৫:৪,৫; ৮:২৪,২৫; প্রেরিত ৪:২৯।
[৩:১৩] হিজ ৩৪:৩৩।
[৩:১৪] রোমীয় ১১:৭,৮; প্রেরিত ১৩:১৫; ১৫:২১।
[৩:১৬] হিজ ৩৪:৩৪; ইশা ২৫:৭।
[৩:১৭] ইশা ৬১:১,২।
[৩:১৮] ইউ ১৭:২২,২৪।
[৪:১] ইশা ৪০:৩১।
[৪:২] রোমীয় ৬:২১; ইব ৪:১২।
[৪:৩] ১করি ১:১৮।
[৪:৪] ইউ ১২:৩১; ১৪:৯।
[৪:৫] ১করি ১:১৩; ১:২৩; ৯:১৯।
[৪:৬] পয়দা ১:৩; জবুর ১৮:২৮; ২পিতর ১:১৯।
[৪:৭] ২তীম ২:২০; বিচার ৭:২।
[৪:৮] গালা ৪:২০।
[৪:৯] মেসাল ২৪:১৬।
[৪:১০] রোমীয় ৬:৫,৬।

হৃদয়ে দান করেন।

৩:১১ যা লোপ পাচ্ছে। পৌল এখানে মূসার শরীয়ত তথা পুরাতন চুক্তির কথা বুঝিয়েছেন, যা চিরকাল টিকে থাকার নয়। বস্তুত আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নৈতিক বিধান কখনও লোপ পেতে পারে না। কাজেই এখানে ‘লোপ পাচ্ছে’ কথাটির অর্থ হল, এর উপরে আরেকটি নতুন বিধান অর্থাৎ ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশিত হওয়ায় তা নতুনীকৃত হয়েছে এবং উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

৩:১৪ সেই আবরণ আজ পর্যন্ত রয়েছে। যে আবরণ থাকায় ইসরাইলরা মূসার মুখের মহিমা দেখতে পায় নি, তা এখনও তাদের সাথে রয়েছে, কারণ মসীহের অনুগ্রহ ও প্রত্যক্ষ স্পর্শ ব্যতীত এই আবরণ অপসারিত হয় না।

৩:১৭ যেখানে প্রভুর রূহ্‌, সেখানে স্বাধীনতা। প্রভু ঈসা মসীহ্‌ আমাদেরকে যে সকল স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন, তার মধ্যে প্রথমটিই হচ্ছে গুনাহ্‌র গোলামি ও শাস্তি থেকে মুক্তি এবং শয়তানের সমস্ত কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি। মসীহের সাথে একাত্ম হওয়ার পরপরই একজন ঈমানদারের জীবনে প্রকৃত স্বাধীনতার সূচনা ঘটে।

৩:১৮ প্রভুর মহিমা ... প্রতিফলিত করতে করতে। সুসমাচারে প্রকাশিত মসীহের মহিমা, সত্য ও ব্যক্তিত্বকে আমরা প্রতিফলিত করি। তাঁর মাঝে ও তাঁর কালামের মাঝে অবস্থান করায় আমরা পাক-রূহ্‌ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ধার্মিকতা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হই। আর এতেই আমরা তাঁর স্বরূপ প্রতিফলন করতে সক্ষম হই।

৪:১ নিরুৎসাহিত হই না। আল্লাহ্‌ যখন তাঁর লোকদেরকে তাঁর সেবাকাজের জন্য আহ্বান করেন ও দায়িত্ব দেন, তখন কষ্টকর অবস্থায় ও অত্যাচারের মুখে অধ্যবসায়ী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও তিনি তাদেরকে যোগান।

৪:২ লজ্জার গুপ্ত কাজগুলো জলাঞ্জলি দিয়েছি। পৌল করিন্থের সমস্ত ভ্রান্ত শিক্ষকদের প্রতি ইঙ্গিত দিচ্ছেন। যারা প্রকৃত প্রেরিত ও পরিচর্যাকারী, তারা কখনোই ভণ্ড প্রেরিতদের মত এমন কোন কাজ করবেন না, যা তার পদমর্যাদা ও তার প্রতি মসীহ্‌ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্বকে অবমাননা করবে।

৪:৪ এই যুগের দেবতা। শয়তান, যে আল্লাহ্‌র প্রধান শত্রু এবং সমস্ত ঈমানহীনতা ও অধার্মিকতার পশ্চাতে অদৃশ্য শক্তি। যারা তাকে অনুসরণ করে, তারাই তাকে তাদের দেবতা বানিয়েছে।

৪:৬ আলো প্রকাশিত হোক। আল্লাহ্‌ সৃষ্টির শুরুতে এ কথা বলেছিলেন এবং নতুন সৃষ্টির শুরুতে তিনি আবার এ কথা বলছেন, যখন গুনাহ্‌র অন্ধকার সুসমাচারের আলো দ্বারা দূরীভূত হয়েছে।

৪:৭ মাটির পাত্রে। প্রাচীন কালে মাটির পাত্রে ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখার রীতি ছিল, যাতে করে তা সহজে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। এখানে পৌল সহ সকল প্রেরিতের মানবীয় অক্ষমতা ও অযোগ্যতাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁদের নিজেদের কোন যোগ্যতা নেই, কিন্তু আল্লাহ্‌ নিজেই তাদেরকে সুসমাচারের ধন বহন করার জন্য যোগ্য করেছেন।

৪:১০ ঈসার মৃত্যু বহন করে বেড়াচ্ছি। পৌলের সুসমাচার

BACIB International Bible CHURCH

যেন ঈসার জীবনও আমাদের দেহে প্রকাশ পায়।
১১ কেননা আমরা জীবিত হয়েও ঈসার জন্য সব
সময়ই আমাদেরকে মৃত্যুর মুখে হাতে তুলে
দেওয়া হচ্ছে, যেন আমাদের মরণশীল দেহে
ঈসার জীবনও প্রকাশ পায়। ১২ এভাবে আমাদের
মধ্যে মৃত্যু কাজ করছে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে
জীবন কাজ করছে।
১৩ কিন্তু ঈমানের সেই রূহ্‌ আমাদের আছে,
যেমন পাক-কিতাবে লেখা আছে, "আমি ঈমান
এনেছি, তাই কথা বললাম;" তেমনি আমরাও
ঈমান এনেছি, তাই কথাও বলছি; ১৪ কেননা
আমরা জানি, যিনি প্রভু ঈসাকে পুনরুত্থিত
করেছেন, তিনি ঈসার সঙ্গে আমাদেরকেও
পুনরুত্থিত করবেন এবং তোমাদের সঙ্গে
আমাদেরও নিজের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।
১৫ কারণ সব কিছুই তোমাদের জন্য, যেন
আল্লাহ্‌র রহমত বেশি লোকের দ্বারা বৃদ্ধি পেয়ে
আল্লাহ্‌র গৌরবের জন্য প্রচুর শুকরিয়ার কারণ
হয়ে ওঠে।

ঈমান অনুসারে জীবন-যাপন

১৬ এজন্য আমরা নিরুৎসাহ হই না, কিন্তু
আমাদের বাইরের সত্তা যদিও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে,
তবুও অন্তরের সত্তা দিন দিন নতুনীকৃত হচ্ছে।
১৭ বস্তুত আমাদের যে অল্পকালের জন্য দুঃখ-কষ্ট
হয়ে থাকে, তা আমাদের অনন্তকাল স্থায়ী
মহিমার জন্য প্রস্তুত করছে; সেই মহিমা এত
বেশি যে তা মাপা যায় না। ১৮ আমরা তো দৃশ্য
বস্তু লক্ষ্য না করে অদৃশ্য বস্তু লক্ষ্য করছি; কারণ
যা দৃশ্য তা ক্ষণকালস্থায়ী, কিন্তু যা যা অদৃশ্য তা
অনন্তকালস্থায়ী।
৫ ১ কারণ আমরা জানি, যদি আমাদের এই
তাঁবুর মত দুনিয়াবী বাড়ি ভেঙ্গে যায়, তবে
আল্লাহ্‌র দেওয়া একটি গাঁথুনি আমাদের আছে,
সেই বাড়ি হাতের তৈরি নয়, তা অনন্তকাল স্থায়ী
ও বেহেশতে অবস্থিত। ২ কারণ বাস্তবিক আমরা
এই তাঁবুর মধ্যে থেকে আর্তস্বর করছি, এর
উপরে বেহেশত থেকে প্রাপ্য আবাস-পরিহিত
হবার আকাঙ্ক্ষা করছি; ৩ পরিহিত হলে পর
আমরা তো উলঙ্গ থাকব না। ৪ আর বাস্তবিক
এই তাঁবুতে থেকে আমরা ভারাক্রান্ত হয়ে
দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছি; কেননা আমরা পরিচ্ছদ-
বিহীন হতে চাই না, কিন্তু এর উপরে আরও
পরিচ্ছদ পরতে চাই, যেন যা মরণশীল, তা
জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। ৫ আর যিনি
আমাদেরকে এরই জন্য প্রস্তুত করেছেন, তিনি
আল্লাহ্‌, তিনি আমাদের পাক-রূহ্‌কে বায়না
হিসেবে দান করেছেন। ৬ অতএব আমরা সব
সময় সাহস করছি, আর জানি, যত দিন এই
দেহে বাস করছি, তত দিন প্রভুর কাছ থেকে
দূরে প্রবাস করছি; ৭ কেননা আমরা ঈমান দ্বারা
চলি, বাহ্যিক দৃশ্য দ্বারা নয়। ৮ আমরা সাহস
করছি এবং দেহ থেকে দূরে প্রবাস ও প্রভুর
কাছে বাস করাকে বেশি ভাল মনে করছি।
৯ আর সেজন্য আমরা নিজ দেহে বাস করি,
কিংবা প্রবাসী হই, আমাদের লক্ষ্য হল তাঁকে
খুশি করা। ১০ কারণ আমাদের সকলকেই
মসীহের বিচারাসনের সম্মুখে হাজির হতে হবে,
যেন সৎকর্ম হোক, কি অসৎকর্ম হোক, প্রত্যেকে
তার নিজের কৃতকর্ম অনুসারে দেহ দ্বারা
উপার্জিত ফল পায়।

মসীহের রাজ-দূত

১১ অতএব, প্রভুর ভয় কি তা জানি বলে আমরা
মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু আল্লাহ্‌
আমাদের সকলকে ভালভাবেই জানেন; আর
আমি প্রত্যাশা করি যে, তোমাদের বিবেকও
আমাদের ভালভাবে জানে। ১২ আমরা পুনরায়
তোমাদের কাছে নিজদেরকে যোগ্য পাত্র বলে
প্রমাণ করছি না, কিন্তু আমাদের নিয়ে গর্ববোধ
করার সুযোগ তোমাদের দিচ্ছি, যেন, যারা
অন্তরে নয় কিন্তু বাইরের বিষয় নিয়ে গর্ব করে,
তোমরা তাদেরকে উত্তর দিতে পার। ১৩ কেননা
যদি আমরা হতবুদ্ধি হয়ে থাকি, তবে তা

[৪:১১] রোমীয় ৮:৩৬।
[৪:১২] ২করি ১৩:৯।
[৪:১৩] জবুর ১১৬:১০।
[৪:১৪] প্রেরিত ২:২৪; কল ১:২২; এহুদা ২৪।
[৪:১৬] জবুর ১৮:৪৫; রোমীয় ৭:২২; কল ৩:১০।
[৪:১৭] জবুর ৩০:৫; রোমীয় ৮:১৮; ১পিতর ১:৬,৭।
[৪:১৮] রোমীয় ৮:২৪; ইব ১১:১।
[৫:১] ১করি ১৫:৪৭; ইশা ৩৮:১২; ২পিতর ১:১৩,১৪।
[৫:২] রোমীয় ৮:২৩।
[৫:৪] রোমীয় ৮:২৩ ১করি ১৫:৫৩,৫৪।
[৫:৫] ২করি ১:২২; রোমীয় ৮:২৩; ইফি ১:১৩,১৪।
[৫:৭] ২করি ৪:১৮; ১করি ১৩:১২।
[৫:৮] ইউ ১২:২৬।
[৫:৯] রোমীয় ১৪:১৮; ইফি ৫:১০; কল ১:১০; ১থিষ ৪:১।
[৫:১০] মথি ১৬:২৭; ইফি ৬:৮।
[৫:১১] আইয়ুব ২৩:১৫; ইব ১০:৩১; ১২:২৯।
[৫:১২] ২করি ৩:১; ১:১৪।
[৫:১৩] ২করি ১১:১,১৬,১৭;

তবলিগের স্বার্থে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, আর এর মধ্য দিয়েই তিনি ঈসা মসীহের মানবীয় যন্ত্রণা ও দুঃখভোগে অংশ নিচ্ছেন।

৪:১৬ অন্তরের সত্তা ... নতুনীকৃত হচ্ছে। আমাদের রূহ্‌ ও আমাদের ব্যক্তিত্ব মৃত্যুর কবলে পড়ে না, আর তাই মসীহের জীবন ও তাঁর শক্তির প্রভাবে আমাদের আবেগ, অনুভূতি ও ইচ্ছাশক্তিগুলো প্রতিনিয়ত তাঁর রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে।

৪:১৭ অল্পকালের জন্য দুঃখ-কষ্ট। ঈসা মসীহের প্রতি বিশ্বস্ত লোকদের দুঃখ-কষ্ট ও কঠিন পরিস্থিতিগুলো তাদের প্রতি যে মহিমা ও গৌরব প্রকাশিত হবে তার তুলনায় অতি নগণ্য।

৫:১ তাঁবুর মত দুনিয়াবী বাড়ি। আমাদের বর্তমান নশ্বর দেহ, যা তাঁবুর মত ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল বাসস্থান এবং প্রতিনিয়ত যা বিনষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।

৫:৪ জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। ঈসা মসীহের পুনরুত্থিত জীবনে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আমাদের মরণশীল সত্তা জীবন দ্বারা কবলিত হয়, মৃত্যু দ্বারা নয়।

৫:৫ পাক-রূহ্‌কে ... দান করেছেন। পাক-রূহ্‌ ঈমানদারদের হৃদয়ে ঈসা মসীহের অনুগ্রহের সঞ্চার ঘটান এবং তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রমকে বাস্তব করে তোলেন।

৫:৮ প্রভুর কাছে বাস করা। মৃত্যুর পর ঈসায়ী ঈমানদারদের কাঙ্ক্ষিত অবস্থান। ঈমানদার মৃত্যুর পরপরই প্রভুর কাছে বাস করার জন্য উত্থিত হন। এখানে এটি স্পষ্ট যে, মৃত্যু ও তার পরবর্তী জীবনের মধ্যবর্তী কোন সময়ের ব্যবধান নেই।

৫:১০ মসীহের বিচারাসন। এটি আল্লাহ্‌র বিচারাসনও বটে। মসীহ্‌তে নাজাত লাভের কারণে তাঁর বিচার আমাদের জন্য আরও প্রাচীনকালের মত ভয়াবহ নয়। তবে এ বিচার সম্পূর্ণ ন্যায় ও নিরপেক্ষতার সাথে আমাদের ঈসায়ী জীবনের মূল্য পরিমাপ করবে এবং আমাদের কাজ অনুসারে রায় দেবে।

৫:১৩ হতবুদ্ধি ... আল্লাহ্‌র জন্যই হয়েছি। সম্ভবত পৌলের শত্রুরা এ কথা ছড়িয়েছিল যে, তিনি মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত

আল্লাহ্‌র জন্যই হয়েছি এবং যদি সুবুদ্ধি সম্পন্ন
হয়ে থাকি তবে তা তোমাদের জন্যই হয়েছি।
১৪ কারণ মসীহের মহব্বত আমাদের বশে রেখে
চালাচ্ছে; কেননা আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝেছি যে,
এক জন সকলের জন্য মরলেন, সুতরাং সকলেই
মারা গেল; ১৫ আর তিনি সকলের জন্য মরলেন,
যেন, যারা জীবিত আছে তারা আর নিজেদের
উদ্দেশে নয় কিন্তু যিনি তাদের জন্য মরেছিলেন ও
পুনরুত্থিত হলেন তাঁরই উদ্দেশে জীবন ধারণ
করে। ১৬ অতএব এখন থেকে আমরা আর
কাউকেও বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে বিচার করি
না; যদিও মসীহ্‌কে বাহ্যিক অবস্থা অনুসারে
বিচার করেছিলাম, তবুও এখন আর সেভাবে
বিচার করি না। ১৭ ফলত কেউ যদি মসীহে থাকে
তবে নতুন সৃষ্টি হল; তার পুরানো বিষয়গুলো
অতীত হয়েছে, দেখ, সেগুলো নতুন হয়ে
উঠেছে। ১৮ সব কিছুই আল্লাহ্‌ থেকেই হয়েছে;
তিনি মসীহ্‌ দ্বারা নিজের সঙ্গে আমাদের সম্মিলন
করেছেন এবং সম্মিলনের পরিচর্যা-পদ আমাদের
দিয়েছেন; ১৯ বস্তুত আল্লাহ্‌ মসীহে নিজের সঙ্গে
দুনিয়ার সম্মিলন করিয়ে দিচ্ছিলেন, তাদের
অপরাধগুলো তাদের বলে গণনা করলেন না;
এবং সেই সম্মিলনের বার্তা আমাদের
জানিয়েছেন। ২০ অতএব মসীহের পক্ষেই আমরা
রাজ-দূতের কাজ করছি; আল্লাহ্‌ যেন আমাদের
মাধ্যমেই নিবেদন করছেন; আমরা মসীহের পক্ষে
এই ফরিয়াদ করছি, তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে
মিলিত হও। ২১ যিনি গুনাহ্‌ করেন নি, তাঁকে

১২:১১। [৫:১৪] গালা ২:২০; কল ৩:৩। [৫:১৫] রোমীয় ১৪:৭-৯। [৫:১৭] ইশা ৬৫:১৭; প্রকা ২১:৪,৫। [৫:১৮] রোমীয় ১১:৩৬; ৫:১০। [৫:১৯] রোমীয় ৪:৮। [৫:২০] ইশা ২৭:৫ [৫:২১] ইব ৪:১৫; ৭:২৬; ১পিতর ২:২২,২৪। [৬:১] ১করি ৩:৯। [৬:২] ইশা ৪৯:৮; জবুর ৬৯:১৩। [৬:৩] মথি ৫:২৯; রোমীয় ৪:১৩,২০। [৬:৫] ১করি ৪:১১; প্রেরিত ১৬:২৩। [৬:৬] ১করি ২:৪; ১থিষ ১:৫; রোমীয় ১২:৯; ১তীম ১:৫। [৬:৭] রোমীয় ১৩:১২; ইফি ৬:১০-১৮। [৬:৮] ১করি ৪:১০; ৪:১৩। [৬:৯] রোমীয় ৮:৩৬। [৬:১০] মথি ৫:১২;

তিনি আমাদের পক্ষে গুনাহ্‌স্বরূপ করলেন, যেন
আমরা তাঁতে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতাস্বরূপ হই।

পরিচারকদের দুঃখভোগ, সদ্ভাব ও বিজয়

৬ ১ আর যেহেতু আমরা তাঁর সহকর্মী
সেজন্য আমরা এই নিবেদনও করছি যে,
তোমরা আল্লাহ্‌র রহমতকে ব্যর্থ হতে দিও না।
২ কেননা তিনি বলেন, “আমি প্রসন্নতার সময়ে
তোমার মুনাজাত শুনলাম এবং নাজাতের দিনে
তোমাকে সাহায্য করলাম।” দেখ, এখন সু-
প্রসন্নতার সময়; দেখ, এখন নাজাতের দিন।
৩ আমরা কোন বিষয়ে যেন কারো মনে বাধা না
জন্মাই, যেন সেই পরিচর্যা-পদ কলঙ্কিত না হয়;
৪ কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিচারক বলে সমস্ত বিষয়ে
নিজেদেরকে যোগ্য পাত্র হিসেবে প্রমাণ করছি,
বিপুল ধৈর্যে, নানা রকম দুঃখভোগে, অনটনে,
সঙ্কটে, ৫ প্রহারে, কারাবাসে, দাঙ্গা-হাঙ্গামায়,
পরিশ্রমে, অনিদ্রায়, অনাহারে; ৬ শুদ্ধতায়, জ্ঞানে,
চিরসহিষ্ণুতায়, দয়ার ভাবে, পাক-রূহে, অকপট
মহব্বতে, ৭ সত্যের কালামে, আল্লাহ্‌র
পরাক্রমে; ডান ও বাম হাতে ধার্মিকতার অস্ত্রশস্ত্র
দ্বারা; ৮ সম্মান ও অসম্মানে, অখ্যাতি ও
সুখ্যাতিক্রমে। আমরা নাকি প্রবঞ্চক, অথচ
সত্যবাদী; ৯ অপরিচিতের মত, অথচ সুপরিচিত;
মৃতপ্রায়, অথচ দেখ, জীবিত আছি; শাস্তি দেওয়া
হচ্ছে, অথচ হত্যা করা হচ্ছে না; ১০ অনেক দুঃখ
পাচ্ছি, কিন্তু সব সময় আনন্দিত; দীনহীনের
মত, কিন্তু অনেকের ধনদাতা; আমাদের যেন
কিছুই নেই, অথচ আমরা সর্বাধিকারী।

ছিলেন এবং দামেস্কের রাস্তায় মসীহের দর্শন লাভের যে অভিজ্ঞতা তিনি পেয়েছেন তা আসলে অবাস্তব। বস্তুত তারা পৌলের পার্থিব জীবনের অগোছালো দিকটিকে তাঁর পাগলামি বলে অভিহিত করেছিল। পৌল তা অস্বীকার করেন নি, কারণ তিনি সুসমাচারের তবলিগের জন্য অত্যাচারিত ও পীড়িত হতে সদা প্রস্তুত ও আনন্দিত ছিলেন।

৫:১৪ সকলেই মারা গেল। মসীহ্‌ সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করার মধ্য দিয়ে সকলের দায় মুছে দিলেন, অর্থাৎ তিনি মারা গেছেন বলে আর কাউকে মরতে হবে না। কাজেই এ কথা বলা হয়েছে যে, সকলের মৃত্যুবরণ করার জন্য যে বাধকতা ছিল তা মুছে ফেলা হয়েছে। এখানে সকলে বলতে মসীহে ঈমানদার ঈসায়ী মণ্ডলীকে বোঝানো হয়েছে।

৫:১৭ নতুন সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকারী আদেশের ফলে যারা ঈসা মসীহ্‌তে ঈমান আনে, তারা একটি নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হয় ও সম্পূর্ণ নতুন রূহানিক রাজ্যে প্রবেশ করে।

৫:১৮ সম্মিলনের পরিচর্যা-পদ। আমরা যারা মসীহের মধ্যস্থতায় আল্লাহ্‌র সাথে পুনর্মিলিত হয়েছি, আমাদের দুনিয়ার সকল স্থানে এই পুনর্মিলনের বার্তা তবলিগ করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অগ্রদূত হওয়ার মত সুযোগ ও দায়বদ্ধতা রয়েছে।

৫:২১ গুনাহ্‌স্বরূপ করলেন। মসীহ্‌ সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক ও পবিত্র ছিলেন, কিন্তু তিনিই কালভেরিতে তাঁর নিজের উপরে আমাদের গুনাহ্‌ তুলে নিয়েছেন এবং যে শাস্তি আমাদের সকলের পাওয়ার কথা ছিল তা তিনি আমাদের কাফ্‌ফারা হয়ে সহ্য করেছেন।

৬:১ আল্লাহ্‌র রহমতকে ব্যর্থ হতে দিও না। প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার সুযোগ ও তাঁর অনুগ্রহ দান করা হয়েছে, কিন্তু তা গ্রহণ করা বা না করা আমাদের উপরে নির্ভর করছে। আমাদের উচিত এই অমূল্য দান অবশ্যই গ্রহণ করা এবং তার একবিন্দু নষ্ট হতে না দেওয়া।

৬:৪-৫ নানা রকম দুঃখভোগ। উল্লিখিত নয়টি ক্লেশকে তিনটি ভাগে দেখানো হয়েছে। প্রথম ভাগে রয়েছে সাধারণ পরীক্ষাগুলো। ক্লেশ, অর্থাৎ দৈহিক, মানসিক ও রূহানিক চাপ; অনটন; সঙ্কট, হতাশাজনক অবস্থা। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে অপর ব্যক্তি দ্বারা সৃষ্ট ক্লেশ। প্রহার (২ করি ১১:২৪), কারাবাস (প্রেরিত ১৬:২৩), নির্যতন ও উপদ্রব (প্রেরিত ১৩:৫০; ১৪:৫,১৯)। তৃতীয় ভাগে রয়েছে সুসমাচার তবলিগ করতে গিয়ে আগত ক্লেশ। পরিশ্রম, দৈহিক ও রূহানিক ক্লান্তি, অনিদ্রা (প্রেরিত ২০:৩১; ২ থিষ ৩:৮) এবং অনাহার।

৬:৭ ধার্মিকতার অস্ত্রশস্ত্র। ধার্মিকতা ও পবিত্রতা, যা আমাদেরকে রূহানিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে তোলে।

৬:৯ অপরিচিতের মত, অথচ সুপরিচিত। তিনি অপরিচিতের মত সকলের কাছ থেকে বর্জিত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন, তিনিই সকলের কাছে সুপরিচিত ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

৬:১০ দীনহীনের মত, কিন্তু অনেকের ধনদাতা। দুনিয়াবী ধন সম্পদ থাকলেই যে কাউকে ধনী বলা যাবে তা নয়; কিন্তু আল্লাহ্‌র ধনে, অর্থাৎ রূহানিক ধনে যিনি ধনবান, তিনিই প্রকৃত অর্থে ধনবান।

ঈমানদারদের বিচার

কিতাবুল মোকাদ্দস শিক্ষা দেয় যে, সকল ঈসায়ী ঈমানদারকে একদিন মসীহের বিচারের আসনের সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করতে হবে, দেহের কৃত সমস্ত ভাল বা মন্দ কাজের হিসাব দিতে হবে। ঈমানদারদের বিচার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা প্রয়োজন:

১. প্রত্যেক ঈসায়ী ঈমানদারকে বিচারের জন্য দাঁড়াতে হবে, কেউই বাদ পড়বে না (রোমীয় ১৪:১২; ১ করি ৩:১২-১৫; ২ করি ৫:১০; ইহি ১২:১৪)।

২. মসীহ্ যখন তাঁর মণ্ডলীকে নিতে আসবেন, তখনই এই বিচার সংঘটিত হবে (ইউহোন্না ১৪:১৩; ১ থিষ ৪:১৪-১৭)।

৩. বিচারক থাকবেন ঈসা মসীহ্ নিজে (ইউ ৫:২২; ২ তীম ৪:৮)।

৪. ঈমানদারদের জন্য এই বিচার অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্ববহ। যারা মসীহের আগমনের কারণে লজ্জিত হবে, তারা এই বিচারে দাঁড়ানোর পর তাদের জীবনের সমস্ত কাজ পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে (১ করি ৩:১৩-১৫)।

৫. সমস্ত কিছুই সে সময় প্রকাশ পাবে। মসীহ্ সে সময় প্রত্যেকটি মানুষের কাজের আসল সত্য প্রকাশ করে দেবেন ও প্রত্যেকটি কাজ খুঁটিয়ে পরীক্ষা করবেন। সে সময় প্রকাশ পাবে: আমাদের গোপন কাজ, আমাদের চরিত্র, আমাদের কথাবার্তা, আমাদের সৎ কাজগুলো, আমাদের মনোভাব, আমাদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য, আমাদের অন্তরে মহব্বতের অভাব, এবং আমাদের পরিচর্যা।

৬. একজন ঈমানদার আল্লাহ্‌র প্রতি কতটা বিশ্বস্ত বা অবিশ্বস্ত ছিল তার হিসাব তাকে দিতে হবে এবং তাকে যে অনুগ্রহ, সুযোগ এবং বুদ্ধিজ্ঞান দেওয়া হয়েছিল সেগুলোর ভিত্তিতে তার কাজের হিসাব দিতে হবে (মথি ২৫:২১; লূক ১২:৪৮; রোমীয় ৮:১)।

৭. মন্দ কাজগুলোর জন্য অনুতপ্ত ঈমানদারদেরকে অনন্ত শাস্তির হাত থেকে রেহাই দেওয়া হবে, বা সেগুলো ক্ষমা করে দেওয়া হবে (রোমীয় ৮:১)। কিন্তু ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে সেগুলোকে বিবেচনায় আনা হবে (কল ৩:২৫; ২ করি ৫:১০)।

৮. ঈমানদারদের সৎ কাজগুলোকে এবং মহব্বতকে আল্লাহ্ স্মরণ করবেন ও তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে (ইব ৬:১০)।

৯. ঈমানদারদের বিচারের নির্দিষ্ট ফলগুলো বিভিন্ন প্রকারের হবে। সেগুলো হতে পারে আনন্দের হ্রাস বা বৃদ্ধি (১ ইউ ২:২৮); বেহেশতী সমর্থন (মথি ২৫:২১); দায়িত্ব ও ক্ষমতা (মথি ২৫:১৪-৩০); পদমর্যাদা (মথি ৫:১৯; ১৯:৩০); পুরস্কার (১ করি ৩: ১২-১৪; ফিলি ৩:১৪; ২ তীম ৪:৮) এবং সম্মান (রোমীয় ২:১০; ১ পিতর ১:৭)।

১০. আসন্ন বিচারের ভয় ঈসায়ীদেরকে তাদের পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করবে, তাদেরকে সজাগ করে তুলবে, জেগে থেকে মুনাজাত করতে সাহায্য করবে, পবিত্র আচরণ ও আল্লাহ্‌ভক্তির সাথে জীবন-যাপন করতে সাহায্য করবে এবং সকলের প্রতি অনুগ্রহ, দয়া ও মহব্বত দেখাতে সাহায্য করবে।

১১ হে করিন্থীয়েরা, তোমাদের কাছে আমরা
খোলামনেই কথা বলেছি, আমাদের অন্তর
সম্পূর্ণভাবে মেলে ধরেছি। ১২ আমরা আমাদের
অন্তর তোমাদের জন্য খুলে রেখেছি, কিন্তু
তোমরা তোমাদের অন্তর আমাদের বিরুদ্ধে বন্ধ
করে রেখেছ। ১৩ আমি তোমাদের সন্তানের মত
জেনে বলছি, অনুরূপ প্রতিদানের জন্য তোমরাও
অন্তর খুলে রাখ।

জীবন্ত আল্লাহ্‌র এবাদতখানা

১৪ তোমরা অ-ঈমানদারদের সঙ্গে অসম-
ভাবে জোয়ালিতে আবদ্ধ হয়ো না; কেননা ধর্মে
ও অধর্মে পরস্পর কি সহযোগিতা হয়?
অন্ধকারের সঙ্গে আলোরই বা কি সহভাগিতা?
১৫ আর বলীয়ালের [শয়তানের] সঙ্গে মসীহের কি
ঐক্য আছে? অ-ঈমানদারদের সঙ্গে
ঈমানদারদেরই বা কি অংশ আছে? ১৬ আর
মূর্তিগুলোর সঙ্গে আল্লাহ্‌র গৃহেরই বা কি সম্পর্ক
আছে? আমরাই তো জীবন্ত আল্লাহ্‌র
এবাদতখানা, যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন, "আমি
তাদের মধ্যে বসতি করবো ও গমনাগমন করবো;
এবং আমি তাদের আল্লাহ্‌ হব ও তারা আমার
লোক হবে।" ১৭ অতএব "তোমরা তাদের মধ্য
থেকে বের হয়ে এসো ও পৃথক হও, এটা প্রভু
বলছেন এবং তোমরা নাপাক বস্তু স্পর্শ করো না;
তাতে আমিই তোমাদের গ্রহণ করবো, ১৮ এবং
তোমাদের পিতা হব ও তোমরা আমার পুত্র কন্যা
হবে, এই কথা সর্বশক্তিমান প্রভু বলেন।"

৭ ১ অতএব, প্রিয়তমেরা এসব প্রতিজ্ঞার
অধিকারী হওয়াতে এসো, আমরা দৈহিক ও
রূহের সমস্ত মলিনতা থেকে নিজেদের পাক-
পবিত্র করি, আল্লাহ্‌ভয়ে নিজেদেরকে পরিপূর্ণ
ভাবে পবিত্র করি।

ফিলি ২:১৭; ৪:৪; কল ১:২৪; ১থিষ ১:৬।
[৬:১১] ২করি ৭:৩।
[৬:১৩] ১থিষ ২:১১।
[৬:১৪] পয়দা ২৪:৩; দ্বিঃবিঃ ২২:১০।
[৬:১৫] প্রেরিত ৫:১৪।
[৬:১৬] মথি ১৬:১৬; লেবীয় ২৬:১২; ইহি ৩৭:২৭; প্রকা ২১:৩।
[৬:১৭] প্রকা ১৮:৪; ইশা ৫২:১১; ইহি ২০:৩৪,৪১।
[৬:১৮] ২শামু ৭:১৪; ১খান্দান ১৭:১৩; ইশা ৪৩:৬।
[৭:১] ২করি ৬:১৭,১৮; ১পিতর ১:১৫,১৬।
[৭:২] ২করি ৬:১২,১৩।
[৭:৩] ফিলি ১:৭; ২করি ৬:১১,১২।
[৭:৪] ২করি ৮:২৪; ৬:১০।
[৭:৫] প্রেরিত ১৬:৯; দ্বিঃবিঃ ৩২:২৫।
[৭:৮] ২করি ২:২,৪।

হযরত পৌলের আনন্দ

২ তোমরা আমাদেরকে তোমাদের মনে স্থান
দাও; আমরা কারো প্রতি অন্যায় করি নি,
কাউকে নষ্ট করি নি, কাউকেও ঠকাই নি।
৩ আমি তোমাদেরকে দোষী করার জন্য এই
কথা বলছি, তা নয়; কেননা আগে বলেছি,
তোমরা আমাদের অন্তরে এমনভাবে গাঁথা রয়েছ
যে, মরবো তো একসঙ্গে মরবো, বাঁচব তো
একসঙ্গে বাঁচব। ৪ তোমাদের উপর আমার বড়ই
আস্থা আছে; তোমাদের জন্যে আমি খুবই
গর্বিত; আমাদের সমস্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে আমি
সান্ত্বনাতে পরিপূর্ণ, আমি আনন্দে উথলে পড়ছি।
৫ কারণ যখন আমরা ম্যাসিডোনিয়াতে
এসেছিলাম তখনও আমাদের দেহের কোন
বিশ্রাম ছিল না; কিন্তু সব দিক থেকে কষ্ট
পাচ্ছিলাম; বাইরে যুদ্ধ, অন্তরে ভয় ছিল।
৬ তবুও আল্লাহ্‌, যিনি অবনতদের সান্ত্বনা দেন,
তিনি তীতের আগমন দ্বারা আমাদের সান্ত্বনা
দিলেন; ৭ আর কেবল তাঁর আগমন দ্বারা নয়,
কিন্তু তোমাদের মধ্যে তিনি যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনা
লাভ করেছিলেন, তা দ্বারাও সান্ত্বনা দিলেন,
কারণ তিনি তোমাদের অনুরাগ, তোমাদের শোক
ও আমার পক্ষে তোমাদের গভীর আগ্রহের
বিষয়ে সংবাদ দিলেন, তাতে আমি আরও
আনন্দিত হলাম। ৮ কেননা যদিও আমার পত্র
দ্বারা তোমাদেরকে দুঃখ দিয়েছিলাম, তবু
অনুশোচনা করি না– যদিও অনুশোচনা
করেছিলাম কেননা আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সেই
পত্র তোমাদের মনোদুঃখ জন্মিয়েছে, কিন্তু তা
কেবল অল্প কালের জন্য। ৯ এখন আমি আনন্দ
করছি; তোমাদের মনোদুঃখ হয়েছে সেজন্য নয়,
কিন্তু তোমাদের সেই মনোদুঃখ যে তোমাদের
মনে অনুতাপজনিত পরিবর্তন এনেছে সেজন্য;

৬:১৪ অসমভাবে যোয়ালিতে আবদ্ধ হয়ো না। পৌল এখানে করিন্থীয়দেরকে ভ্রান্ত শিক্ষকদের সাথে এক সহভাগিতায় মিলিত হতে নিষেধ করছেন, কারণ তারা প্রকৃতপক্ষে শয়তানের সেবাকারী। কাজেই তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈমানদারদের মধ্যে ভাঙ্গন ও মতবিরোধ সৃষ্টি করা।

৬:১৫ বলীয়াল। শয়তানের আরেকটি নাম; এই নামটির অর্থ মূলত 'পাষণ্ড', 'বিঘ্ন সৃষ্টিকারী' ও 'ইতর'।

৬:১৬ মূর্তিগুলোর সঙ্গে আল্লাহ্‌র গৃহেরই বা কি সম্পর্ক? পৌল এখানে প্রত্যেক ঈসায়ী ঈমানদারকে আল্লাহ্‌র গৃহ আখ্যা দিয়ে বলছেন যে, সে কখনোই বদ-রূহের ও পৌত্তলিক দেবতার আবাসস্থল হতে পারে না, কারণ তা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সবচেয়ে ঘৃণ্য কাজ।

৬:১৭ পৃথক হও। সমস্ত প্রকার মন্দ আকাঙ্খা, অভিপ্রায় ও কাজ এবং ভ্রান্ত শিক্ষকদের সংস্পর্শ থেকে পৃথক থাকার কথা বলা হয়েছে।

৭:১ প্রতিজ্ঞার অধিকারী। যারা আল্লাহ্‌র অত্যাশ্চর্য প্রতিজ্ঞাসমূহ নিজেদের জীবনে দাবী করতে চায়, তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়া থেকে পৃথক ও পবিত্র জীবন যাপন করতে হবে, যাতে করে তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌ অবস্থান করতে পারেন।

৭:৫ কষ্ট পাচ্ছিলাম ... ভয় ছিল। একজন নিবেদিতপ্রাণ ঈমানদারের জীবনে যেমন বাইরে থেকে নানা প্রকার সমস্যা আসতে পারে, তেমনি তার অন্তরেও নানা প্রকার সংশয় থাকতে পারে।

৭:৬ অবনতদের সান্ত্বনা দেন। আল্লাহ্‌ সব সময় ক্লিষ্ট ও ভগ্ন-চূর্ণ অন্তর বিশিষ্ট লোকদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন। বস্তুত আমরা যতই দুঃখ-কষ্টে ম্রিয়মাণ হই, ততই প্রভু আমাদের কাছে আসেন।

তীতের আগমন ... সান্ত্বনা দিলেন। পৌল ম্যাসিডোনিয়াতে পৌঁছে তীতের কাছ থেকে করিন্থ সম্পর্কে ইতিবাচক সংবাদ শুনে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়েছিলেন, কারণ এই সংবাদের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন।

৭:৮ দুঃখ দিয়েছিলাম। করিন্থীয়দের উদ্দেশ্যে পৌলের লেখা একটি চিঠি তাদেরকে দুঃখার্ত করেছিল। তবে প্রত্যাশিত ফল অনুসারে তাদের দুঃখ তিক্ততা ও শত্রুতায় রূপান্তরিত না হয়ে

BACIB International Bible CHURCH

কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারেই তোমাদের
মনোদুঃখ হয়েছে, যেন আমাদের দ্বারা কোন
বিষয়ে তোমাদের ক্ষতি না হয়। ১০ কারণ
আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে যে মনোদুঃখ, তা নাজাত
লাভের জন্য মন পরিবর্তন ঘটায় এবং তাতে
আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই; কিন্তু দুনিয়ার
দেওয়া মনোদুঃখ মৃত্যু ডেকে আনে। ১১ কারণ
দেখ, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে যে মনোদুঃখ
তোমাদের হয়েছে, তা তোমাদের পক্ষে কত
একাগ্রতা সাধন করেছে, আর নির্দোষ বলে প্রমাণ
করার কেমন ইচ্ছা, কেমন বিরক্তি, কেমন ভয়,
কেমন অনুরাগ, কেমন গভীর আগ্রহ, আর
অন্যায়ের শাস্তি দেবার কেমন ইচ্ছা হয়েছিল!
সমস্ত বিষয়ে তোমরা নিজেদেরকে ঐ ব্যাপারে
নির্দোষ দেখিয়েছ। ১২ অতএব আমি যদিও
তোমাদের কাছে লিখেছিলাম, তবুও অপরাধীর
জন্য কিংবা যার বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়েছে
তার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের জন্য তোমাদের যে
গভীর আগ্রহ আছে, তা যেন আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে
সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ১৩ সেই কারণে আমরা
সান্ত্বনা পেলাম; আর আমাদের সেই সান্ত্বনার
উপরে তীতের আনন্দে আরও প্রচুর আনন্দ লাভ
করলাম, কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তিনি
মনে খুবই শক্তি লাভ করেছেন। ১৪ কেননা তাঁর
কাছে আমি কোন বিষয়ে যদি তোমাদের জন্য গর্ব
করে থাকি, তাতে লজ্জিত হই নি; কিন্তু
তোমাদের কাছে আমাদের সব কথা যেমন সত্য
ছিল তেমনি তীতের কাছে আমাদের কৃত সেই
গর্বও সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। ১৫ আর
তোমরা সকলে কেমন বাধ্য ছিলে, কেমন সভয়ে
ও সকম্পে তাঁকে গ্রহণ করেছিলে, তা স্মরণ
করতে করতে তোমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ বেশি
প্রবল হয়েছে। ১৬ আমি আনন্দ করছি, কারণ
সমস্ত বিষয়ে তোমাদের উপরে আমি নির্ভর
করতে পারি।

দানশীলতার উৎকৃষ্টতা ও সুন্দর ফল

৮ ১ আর ভাইয়েরা, ম্যাসিডোনিয়া দেশস্থ
মণ্ডলীগুলোতে আল্লাহ্‌র যে রহমত দেওয়া
হয়েছে, তা আমরা তোমাদের জানাচ্ছি। ২ যদিও
ভীষণ কষ্টভোগের মধ্য দিয়ে তাদের উপর মহা
পরীক্ষা চলছিল তবুও তাদের মধ্যে আনন্দের
প্রাচুর্য ছিল এবং তাদের চরম দীনতার মধ্যেও
খোলা হাতে দান করেছিল। ৩ কেননা আমি
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তারা সাধ্য পর্যন্ত, বরং সাধ্যের
অতিরিক্ত পরিমাণে স্বেচ্ছায় দান করেছিল।
৪ খুবই আগ্রহ সহকারে তারা আমাদের কাছে
অনুরোধ করেছিল যেন পবিত্র লোকদের
পরিচর্যায় তারা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়।
৫ এতে তারা যে আমাদের আশা অনুযায়ী কাজ
করলো কেবল তা নয়, বরং আল্লাহ্‌র ইচ্ছা
অনুসারে নিজেদেরকেই প্রথমে প্রভু এবং
আমাদের উদ্দেশে দিয়ে দিয়েছিল। ৬ সেজন্য
আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম যেন তিনি
ইতিমধ্যেই দানশীলতার যে কাজ আরম্ভ
করেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই কাজ সমাপ্তও
করেন।

ভাইদের পরস্পর উপকার করা উচিত

৭ ভাল, তোমরা যেমন সমস্ত বিষয়ে অর্থাৎ
ঈমানে, বক্তৃতায়, জ্ঞানে, সমস্ত রকম যত্নে এবং
আমাদের প্রতি তোমাদের মহব্বতে উপচে
পড়ছো তেমনি যেন এই দানশীলতার-কাজেও
উপচে পড়।
৮ আমি হুকুম হিসেবে বলছি না, কিন্তু অন্য
লোকদের যত্ন দ্বারা তোমাদের মহব্বতেরও
যথার্থতা পরীক্ষা করছি। ৯ কেননা তোমরা
আমাদের ঈসা মসীহের রহমতের কাজের কথা
জান; তিনি ধনবান হলেও তোমাদের জন্য দরিদ্র
হলেন, যেন তোমরা তাঁর দরিদ্রতায় ধনবান
হও। ১০ আর এই বিষয়ে আমার অভিমত
জানাচ্ছি; কারণ তোমাদের পক্ষে তা মঙ্গলকর,
যেহেতু তোমরা গত বছর থেকে কেবল কাজ
করতে নয়, কিন্তু কাজের ইচ্ছা করতেও প্রথমে
সঙ্কল্প করেছ। ১১ আর এখন সেই কাজ সমাপ্ত
কর; যেমন ইচ্ছা করায় আগ্রহ ছিল, তেমনি যার
যা আছে, সেই অনুসারে যেন সমাপ্তিও হয়।
১২ কেননা যদি দান করার আগ্রহ থাকে, তবে

[৭:১০] প্রেরিত ১১:১৮।
[৭:১২] ২করি ২:৩,৯; ১করি ৫:১,২।
[৭:১৩] ২করি ২:১৩।
[৭:১৫] ২করি ২:৯; ১০:৬; জবুর ৫৫:৫; ১করি ২:৩; ফিলি ২:১২।
[৭:১৬] ২করি ২:৩।
[৮:১] প্রেরিত ১৬:৯।
[৮:২] হিজ ৩৬:৫; ২করি ৯:১১।
[৮:৩] ১করি ১৬:২।
[৮:৪] প্রেরিত ২৪:১৭; ৯:১৩।
[৮:৬] ২করি ১২:১৮; ২করি ২:১৩।
[৮:৭] ২করি ৯:৮; রোমীয় ১৫:১৪; ১করি ১:৫; ১২:৮; ১৩:১,২; ১৪:৬।
[৮:৮] ১করি ৭:৬।
[৮:৯] রোমীয় ৩:২৪; ২করি ১৩:১৪; মথি ২০:২৮; ফিলি ২:৬-৮; ২করি ৬:১০।
[৮:১০] ২করি ৯:২; ১করি ৭:২৫,৪০; ১৬:২,৩।
[৮:১১] হিজ ২৫:২; ২করি ৯:২।
[৮:১২] ২করি ৯:৭; মার্ক ১২:৪৩,৪৪।

অনুতাপের দিকে চালিত হয়েছিল।

৭:১০ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে ... দুনিয়ার দেওয়া মনোদুঃখ। প্রথম মনোদুঃখটি অনুতাপ দ্বারা প্রকাশ পায় এবং এর মধ্য দিয়ে বেহেশতী অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি মৃত্যু ঘটায়, কারণ নাজাতবিহীন লোকেরা তাদের গুনাহ্‌র ফল ভোগ করতে গিয়ে অনেক সময় দুঃখভোগ করে থাকে এবং এই ধরনের মনোদুঃখ তাদের জন্য অনন্ত শাস্তি বয়ে নিয়ে আসে।

৮:১ রহমত। দান করার রহমত।

৮:২ আনন্দের প্রাচুর্য। সুসমাচারের রহমতস্বরূপ যে আনন্দ ঈমানদারগণ লাভ করে থাকেন। পৌল এখানে করিন্থীয়দেরকে দান দেওয়ার ব্যাপারে ম্যাসিডোনিয়া মণ্ডলীর দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন।

৮:৫ নিজেদেরকেই ... দিয়ে দিয়েছিল। ঈসায়ী দানের প্রকৃত নীতি। ম্যাসিডোনিয়ার ঈসায়ীরা করিন্থীয় ঈসায়ীদের কাছে তথা সমগ্র বিশ্বের সকল যুগের ঈসায়ীদের কাছে দানশীলতার এক বিস্ময়কর উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

৮:৭ তোমরা সমস্ত বিষয়ে ... উপচে পড়ছো। আল্লাহ্ করিন্থীয় মণ্ডলীকে এমন কিছু বিশেষ রূহানিক দান দিয়েছিলেন, যা অন্যান্য অনেক মণ্ডলীতে দেখা যায় নি।

৮:৮ হুকুম হিসেবে বলছি না। সত্যিকার দাতব্য কাজ ও উদারতার জন্য আদেশ দিতে হয় না।

৮:৯ দরিদ্র হলেন। আত্মত্যাগমূলক দান মসীহের চরিত্রের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। তিনি দরিদ্র হয়েছিলেন বলেই আমরা তাঁর অনন্ত ধনের ভাগী হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

যার যা আছে সেই অনুসারে তা গ্রাহ্য হয়; যার
যা নেই, তা চাওয়া হয় নি। ১৩ কেননা আমাদের
উদ্দেশ্য এই নয় যে, অন্য সকলে আরামে থাকুক
ও তোমরা কষ্টে থাক, বরং সাম্যতার
নিয়মানুসারে হোক; ১৪ বর্তমান সময়ে তোমাদের
প্রাচুর্যে ওদের অভাব পূর্ণ হোক, যেন আবার
ওদের প্রাচুর্যের সময়ে তোমাদের অভাব পূর্ণ হয়,
এভাবে যেন সাম্যভাব হয়; ১৫ যেমন লেখা
আছে, "যে বেশি সংগ্রহ করলো, তার অতিরিক্ত
হল না; এবং যে অল্প সংগ্রহ করলো, তার অভাব
হল না।"

করিন্থ শহরে হযরত তীত

১৬ কিন্তু আল্লাহ্‌র শুকরিয়া হোক, তিনি
তীতের অন্তরে তোমাদের জন্য সেই রকম যত্ন
দান করেছেন; ১৭ তীত আমাদের অনুরোধ গ্রাহ্য
করলেন বটে কিন্তু তিনি নিজে বেশি যত্নবান
হওয়াতে স্বেচ্ছায় তোমাদের কাছে যাচ্ছেন।
১৮ আর আমরা তাঁর সঙ্গে সেই ভাইকে পাঠালাম,
সুসমাচার তবলিগের কাজে সব মণ্ডলীই এই
ভাইয়ের প্রশংসা করে থাকে। ১৯ কেবল তাই নয়,
কিন্তু তিনি সেই দানশীলতার কাজ সম্বন্ধে
আমাদের সহচর হবার জন্য মণ্ডলীগুলো কর্তৃক
নির্বাচিতও হয়েছেন, যে কাজ প্রভুর গৌরবের
জন্য ও আমাদের আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমাদের
পরিচর্যায় সম্পাদিত হচ্ছে। ২০ আমরা সাবধানে
চলছি যেন এই যে মহাদানের পরিচর্যা আমাদের
দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে, তার বিষয়ে কেউ
আমাদের উপরে দোষারোপ করতে না পারে।
২১ কারণ কেবল প্রভুর সাক্ষাতে নয় মানুষের
সাক্ষাতে যা উত্তম, তাও আমরা চিন্তা করি।
২২ আর ওঁদের সঙ্গে আমাদের সেই ভাইকে
পাঠালাম, যাঁকে আমরা অনেকবার অনেক বিষয়ে
পরীক্ষা করে যত্নবান দেখেছি এবং তোমাদের
প্রতি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এবার আরও
যত্নবান দেখছি। ২৩ তীতের বিষয় যদি বলতে
হয়, তবে তিনি আমার সহভাগী ও তোমাদের
পক্ষে আমার সহকারী। আমাদের ভাইদের বিষয়
যদি বলতে হয়, তাঁরা মণ্ডলীগুলোর প্রেরিত,
মসীহের গৌরব। ২৪ অতএব তোমাদের
মহব্বতের এবং তোমাদের বিষয়ে আমাদের
গর্বের প্রমাণ মণ্ডলীগুলোর সাক্ষাতে তাঁদেরকে
দেখাও।

জেরুশালেমের ঈমানদারদের জন্য দান পাঠানো

৯ ১ অবশ্য পবিত্র লোকদের পরিচর্যা করার
বিষয়ে তোমাদেরকে আমার লেখার কোন
প্রয়োজন নেই, ২ কারণ আমি তোমাদের আগ্রহ
জানি এবং তোমাদের পক্ষে সেই বিষয়ে
ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের কাছে এই গর্ব করে
থাকি যে, গত বছর থেকে আখায়ার ভাইয়েরা
প্রস্তুত হয়ে রয়েছে; আর তোমাদের গভীর আগ্রহ
তাদের অধিকাংশ লোককে উৎসাহিত করে
তুলেছে। ৩ কিন্তু আমি এই ভাইদেরকে পাঠাচ্ছি,
যেন তোমাদের বিষয়ে আমাদের যে গর্ব তা এই
বিষয়ে বিফল না হয়, যেন আমি যেমন বলেছি,
সেই অনুসারে তোমরা প্রস্তুত হও; ৪ নতুবা কি
জানি, ম্যাসিডোনিয়ার কোন লোক আমার সঙ্গে
এসে যদি তোমাদের প্রস্তুত না দেখে তবে সেই
দৃঢ় প্রত্যাশার বিষয়ে আমাদের লজ্জা জন্মাবে–
অবশ্য তোমরাও লজ্জা পাবে। ৫ এজন্য আমি
ভাইদেরকে এই অনুরোধ করা প্রয়োজন মনে
করলাম যেন তাঁরা আগে তোমাদের কাছে যান
এবং আগে ওয়াদাকৃত তোমাদের সেই দান
ঠিকঠাক করেন, যেন এভাবে তা বাধ্যতামূলক
বলে নয়, কিন্তু বদান্যতার বিষয় বলে প্রস্তুত
থাকে।

যে পরিমাণে বপন সেই পরিমাণে কাটা

৬ মনে রেখ, যে অল্প পরিমাণে বীজ বপন করে
সে অল্প পরিমাণে শস্য কাটবে; আর যে ব্যক্তি
বেশি পরিমাণে বীজ বপন করে সে বেশি
পরিমাণে শস্যও কাটবে। ৭ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ
নিজ অন্তরে যেমন সঙ্কল্প করেছে সেই অনুসারে
দান করুক, মনোদুঃখপূর্বক কিংবা আবশ্যক বলে
না দিক; কেননা আল্লাহ্‌ হৃষ্টচিত্ত দাতাকে
মহব্বত করেন। ৮ আর আল্লাহ্‌ তোমাদের সব
রকম রহমতের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সমস্ত
বিষয়ে সব সময় সব রকমের প্রাচুর্য থাকায়
তোমরা সমস্ত রকম সৎকর্মের জন্য উপচে পড়।
৯ যেমন লেখা আছে, "সে বিতরণ করেছে,
দরিদ্রদের দান করেছে, তার ধার্মিকতা
চিরস্থায়ী।"

[৮:১৪] প্রেরিত ৪:৩৪; ২করি ৯:১২।
[৮:১৫] হিজ ১৬:১৮।
[৮:১৬] ২করি ২:১৩,১৪; প্রকা ১৭:১৭।
[৮:১৮] ২করি ১২:১৮; ১করি ৭:১৭; ২করি ২:১২।
[৮:১৯] প্রেরিত ১৪:২৩; ১করি ১৬:৩,৪।
[৮:২১] রোমীয় ১২:১৭; ১৪:১৮; তীত ২:১৪।
[৮:২৩] ২করি ২:১৩; ফিলী ১৭; ফিলি ২:২৫।
[৮:২৪] ২করি ৭:৪,১৪; ৯:২।
[৯:১] ১থিষ ৪:৯; প্রেরিত ২৪:১৭; ৯:১৩।
[৯:২] ২করি ৮:১১,১২,১৯; ৭:৪,১৪; ৮:২৪; ৮:১০; প্রেরিত ১৮:১২।
[৯:৩] ১করি ১৬:২; ২করি ৮:২৩।
[৯:৪] রোমীয় ১৫:২৬।
[৯:৫] ফিলি ৪:১৭; ২করি ১২:১৭,১৮।
[৯:৬] মেসাল ১:২৪,২৫; ২২:৯; গালা ৬:৭,৯।
[৯:৭] হিজ ২৫:২; ২করি ৮:১২; দ্বি:বি: ১৫:১০; রোমীয় ১২:৮।
[৯:৮] ইফি ৩:২০; ফিলি ৪:১৯।
[৯:৯] জবুর ১১২:৯; মালাখি ৩:১০।

৮:১২ যার যা আছে সেই অনুসারে। পৌল মূলত বোঝাতে চেয়েছেন যে, মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে দান করার আগ্রহ ও আন্তরিকতা, কত বেশি পরিমাণে দান দেওয়া হল তা নয়।

৮:১৮ সেই ভাই। সম্ভবত লূক অথবা বার্ণবার মধ্যে যে কোন একজন, যিনি তাঁর পরিচর্যার কাজের জন্য ব্যাপকভাবে সুপরিচিত ছিলেন।

৮:২২ আমাদের সেই ভাই। দ্বিতীয় এই ব্যক্তির পরিচয়ও অপ্রকাশিত, তবে তাঁকেও প্রাচীন মণ্ডলীর অন্যতম একজন পরিচর্যাকারী বলে মনে করা হয়।

৯:৬ যে অল্প পরিমাণে ... শস্যও কাটবে। সম্ভবত এটি তৎকালীন এক সুপরিচিত প্রবাদ। ঈসায়ীরা দানের সময় অল্প পরিমাণে বা অধিক পরিমাণে দিতে পারে, কিন্তু তাদের দানের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ্‌ তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

৯:৭ আবশ্যক বলে না দিক। অর্থাৎ, এমন চিন্তা না করুক যে, 'অল্পতে কী হবে?' ঈসায়ীদের দানের উৎস হওয়া উচিত নিজ নিজ অন্তর, টাকার থলে নয়।

৯:৮ রহমতের উপচয়। যে ঈমানদাররা অভাবী লোকদেরকে সাধ্যমত দান করে থাকে, আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি তাঁর রহমতের প্রাচুর্য ঢেলে দেন ও দোয়া করেন, যাতে করে তারা নিজেদের

১০ আর যিনি বপনকারীকে বীজ ও খাবারের
জন্য খাদ্য যুগিয়ে থাকেন তিনি তোমাদের
বপনের বীজ যোগাবেন এবং তা প্রচুর করবেন,
আর তোমাদের ধার্মিকতার ফল বৃদ্ধি করবেন;
১১ এভাবে তোমরা সব রকম দানশীলতার জন্য
সমস্ত বিষয়ে ধনবান হবে, আর এই দানশীলতা
আমাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র প্রতি শুকরিয়া সম্পন্ন
করে। ১২ কেননা এই সেবারূপ পরিচর্যা-কর্ম
কেবল পবিত্র লোকদের অভাব পূর্ণ করছে তা
নয়, বরং আল্লাহ্‌র উদ্দেশে গভীর কৃতজ্ঞতাও
উপচে পড়ছে। ১৩ কেননা তোমাদের এই
পরিচর্যায় তোমাদের যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে তারা
আল্লাহ্‌র গৌরব করবে এবং তোমরা মসীহের
ইঞ্জিলের প্রতি যে স্বীকৃত বাধ্যতা দেখাচ্ছ এবং
তাদের ও সকলের সংগে সহভাগী হয়ে যে
দানশীলতা দেখাচ্ছ তার জন্যও তারা তাঁর গৌরব
করবে; ১৪ আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অপার
রহমতের জন্য তারা তোমাদের জন্য মুনাজাত
করতে করতে তোমাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করছে।
১৫ আল্লাহ্‌র বর্ণনাতীত দানের জন্য তাঁর শুকরিয়া
হোক।

হযরত পৌলের প্রেরিতত্ত্ব ও ক্ষমতা

১০ ১ আর আমি পৌল নিজে মসীহের
মৃদুতা ও সৌজন্যের দোহাই দিয়ে
তোমাদেরকে অনুরোধ করছি। আমি নাকি যখন
তোমাদের সম্মুখে থাকি তখন বিনত থাকি, কিন্তু
যখন তোমাদের সম্মুখে থাকি না তখন তোমাদের
প্রতি সাহসী হয়ে উঠি। ২ কিন্তু আমি ফরিয়াদ
করছি, কারো কারো বিরুদ্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে যে
সাহস দেখান প্রয়োজন মনে করি, সাক্ষাৎ হলে
যেন আমাকে সেই সাহস দেখাতে না হয়; তারা
আমাদের বিষয়ে মনে করে যে, আমরা দুনিয়ার
বশে চলে থাকি। ৩ অবশ্য আমরা দুনিয়াতে
চলছি বটে, কিন্তু দুনিয়ার বশে যুদ্ধযাত্রা করছি
না; ৪ কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র দুনিয়াবী
নয়, কিন্তু দুর্গগুলো ভেঙ্গে ফেলবার জন্য
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে পরাক্রমী। আমরা লোকদের
বাজে বিতর্কগুলো ধ্বংস করছি, ৫ এবং আল্লাহ্-
জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত গর্বজনক বাধা
ভেঙ্গে ফেলছি এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দী করে
মসীহের বাধ্য করছি; ৬ আর তোমাদের বাধ্যতা
সম্পূর্ণ হলে পর সমস্ত অবাধ্যতার সমুচিত দণ্ড
দিতে প্রস্তুত আছি।
৭ যা সম্মুখে আছে, তোমরা তা-ই নিরীক্ষণ
করছো। কেউ যদি নিজের উপরে বিশ্বাস রেখে
বলে আমি মসীহের লোক, তবে সে পুনর্বার
নিজে নিজেই বিচার করে বুঝুক, সে যেমন,
আমরাও তেমনি মসীহের লোক। ৮ বাস্তবিক
আমাদের কর্তৃত্বের বিষয়ে কিছুটা বেশি গর্ব
করলেও আমি লজ্জা পাব না; প্রভু তোমাদের
উৎপাটনের জন্য নয়, কিন্তু তোমাদেরকে গেঁথে
তুলবার জন্য সেই কর্তৃত্ব দিয়েছেন; ৯ আমি
পত্রগুলোর দ্বারা যে তোমাদের ভয় দেখাচ্ছি
এমন মনে করো না। ১০ কেউ কেউ বলে, তাঁর
পত্রগুলো ভারযুক্ত ও তেজস্বী বটে, কিন্তু
সাক্ষাতে তাঁর শরীর দুর্বল এবং তাঁর কথা শুনব-
ার মত এমন কিছু নয়। ১১ এই রকম লোকেরা
বুঝুক যে, আমরা অনুপস্থিতিকালে পত্র দ্বারা
কথায় যেমন, উপস্থিতিকালে কাজেও তেমনি।
১২ কেননা এমন কোন কোন লোকের সঙ্গে
আমরা নিজেদেরকে গণনা করতে বা তুলনা
করতে সাহস করি না, যারা নিজেরাই নিজেদের
প্রশংসা করে; কিন্তু ওরা নিজেদের পরিমাপ-দণ্ডে
নিজেদেরকে পরিমাপ করে এবং নিজেদের সঙ্গে

[৯:১০] ইশা ৫৫:১০; হোসিয়া ১০:১২।
[৯:১১] ১করি ১:৫।
[৯:১২] ২করি ৮:১৪; ১:১১।
[৯:১৩] ২করি ৮:১৪; ২:১২।
[৯:১৫] ২করি ২:১৪; রোমীয় ৫:১৫,১৬।
[১০:১] মথি ১১:২৯; গালা ৫:২; ইফি ৩:১।
[১০:২] ১করি ৪:২১; রোমীয় ১২:২।
[১০:৪] ২করি ৬:৭; ১করি ২:৫; ইয়ার ১:১০; ২৩:২৯; ২করি ১৩:১০।
[১০:৫] ইশা ২:১১,১২; ১করি ১:১৯; ২করি ৯:১৩।
[১০:৬] ২করি ২:৯; ৭:১৫।
[১০:৭] ইউ ৭:২৪; ২করি ৫:১২; ১করি ১:১২; ৩:২৩; ১৪:৩৭; ২করি ১১:২৩।
[১০:৮] ইয়ার ১:১০; ২করি ১৩:১০।
[১০:১০] ১করি ২:৩; ১:১৭; গালা ৪:১৩,১৪; ২করি ১:১৬।
[১০:১২] ২করি ৩:১।

প্রয়োজনগুলোও মেটাতে পারে।

৯:১১ সমস্ত বিষয়ে ধনবান হবে। যে ব্যক্তি দান করবে, সে আরও রূহানিক ও পার্থিব সমস্ত দিক থেকে ধনবান হবে।

৯:১২ সেবারূপ পরিচর্যা-কর্ম। সমবেত নাগরিকদের সেবা ও দান, যাকে আধুনিক সমন্বিত সমাজিক কাজের সাথে তুলনা করা যায়। প্রাচীনকালে ধনী এথেনীয় নাগরিকরা এ ধরনের পরিচর্যা কাজের সূচনা ঘটান।

১০:১ আমি নাকি ... সাহসী হয়ে উঠি। করিন্থ মণ্ডলীতে পৌলের বিরোধিতাকারীরা বলতো যে, তিনি দূরে থাকলে সাহসিকতা দেখিয়ে তাঁর চিঠিগুলোতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া ও শাসন করার কথা বলেন, কিন্তু সামনে আসলে তিনি দুর্বল ও দ্বিধান্বিত হয়ে যান; অর্থাৎ তিনি যে প্রেরিতিক কর্তৃত্বের দাবী করেন, সেই কর্তৃত্ব তাঁর নেই। পৌল এই অভিযোগটি এখানে খণ্ডন করেছেন।

১০:৪ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। আমাদের এই যুদ্ধ রূহানিক দুনিয়ার মন্দ শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে। এ কারণে মাংসিক অস্ত্রশস্ত্র এখানে কোন কাজের লাগবে না। এই রূহানিক অস্ত্রগুলো হচ্ছে, সত্যের প্রতি নিবেদিত থাকা, ধার্মিক জীবন যাপন করা, সুসমাচারের সত্যগুলো ঘোষণা করা, ঈমান, মহব্বত ও প্রত্যাশা ধরে রাখা, আল্লাহ্‌র কালাম ও মুনাজাতে নিবিষ্ট থাকা।

১০:৫ সমুদয় চিন্তাকে বন্দী করে। ঈসায়ী যুদ্ধের অর্থ হচ্ছে, সমস্ত চিন্তাগুলোকে ঈসায়ী চিন্তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা ও তাঁর পরিকল্পনার অধীনে আসা। এর ব্যতিক্রম হলে মণ্ডলীর মধ্যে নৈতিক ও রূহানিক ধ্বংস সূচিত হবে।

১০:৮ গেঁথে তুলবার জন্য সেই কর্তৃত্ব। পৌলের প্রেরিতিক কর্তৃত্বের মূল উদ্দেশ্য গঠনমূলক। তিনি গেঁথে তুলতে এসেছেন, ধ্বংস করতে নয় বা পতন ঘটাতে নয়।

১০:১০ তাঁর কথা শুনবার মত এমন কিছু নয়। পৌলের বিপক্ষরা লোকদের কাছে পৌলকে ছোট করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ ধরনের কথা বলেছিল; কিন্তু পৌলের কথা বলার ধরন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর কথা ছিল সরল ও কৃত্রিমতা বর্জিত, উপরন্তু এই কথা শুনতে কোন মূল্যও দিতে হত না।

১০:১২ গণনা করতে ... সাহস করি না। গুরুত্বপূর্ণ একটি ঈসায়ী নীতি এখানে আমরা দেখতে পাই– আমাদের নিজেদেরকে এমন এক মানদণ্ডের সাথে তুলনা করে ধার্মিকতার পথে চালিত করতে হবে যা বেহেশতী ও অপরিবর্তনশীল।

প্রেরিত পৌলের জীবন-আলেখ্য

হযরত পৌলের তবলিগ-জীবনের অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা ছিল করিন্থ মণ্ডলীকে নিয়ে, যারা তাঁকে বড় একজন তবলিগকারী ব্যতিত আর কিছুই ভাবত না। ফলে তিনি পত্রের মাধ্যমে বা পরিদর্শন করে তাদেরকে যে উপদেশ ও নির্দেশই দিতেন না কেন, তারা তা মান্য করত না। এ কারণে ২ করিন্থীয় পত্রে পৌল মসীহের একজন প্রেরিত হিসেবে তাঁর প্রৈরিতিক জীবনের একটি বিবৃতি দিয়েছেন এবং কেন তাঁকে তাদের মান্য করা উচিত তা ব্যাখ্যা করেছেন।

আল্লাহ্ কর্তৃক প্রেরিত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন	১:১,২১; ৪:১
আল্লাহ্‌র দেওয়া পবিত্রতায় ও সরলতায় চলেছেন	১:১২
তাঁর পত্রসমূহে সরাসরি ও আন্তরিকভাবে কথা বলেছেন	১:১৩,১৪
সততার সাথে কথা বলেছেন	১:১৮; ৪:২
আল্লাহ্‌র পাক-রূহ্ তাঁর সাথে ছিল	১:২২
করিন্থীয় ঈমানদারদের ভালবেসেছিলেন	২:৪; ৬:১১; ১১:১১
আন্তরিকতার সাথে ও মসীহের কর্তৃত্ব নিয়ে কথা বলেছেন	২:১৭
তাদের মাঝে কাজ করেছেন ও তাদের জীবন পরিবর্তন করেছেন	৩:২,৩
কখনো হাল ছাড়েন নি	৪:১.১৬
যথার্থভাবে পাক-কিতাব শিক্ষা দিয়েছেন	৪:২
মসীহ্‌কে তাঁর তবলিগের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছিলেন	৪:৫
সুসমাচার তবলিগ করতে গিয়ে সমস্ত নির্যাতন সহ্য করেছেন	৪:৮-১২; ৬:৪-১০
মসীহের দূত ছিলেন, তাঁকে সুসমাচার তবলিগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল	৫:১৮-২০
দৃষ্টান্তমূলক জীবন যাপন করেছেন, যেন সকলে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হয়	৬:৩,৪
পবিত্র জীবন-যাপন করেছেন, সুসমাচারকে চমৎকারভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং করিন্থীয়দের জন্য অপরিসীম ধৈর্য দেখিয়েছেন	৬:৬
সত্যবাদী ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমতায় পরিপূর্ণ ছিলেন	৬:৭
সব সময় আল্লাহ্‌র পক্ষে সত্যের সমর্থন করেছেন	৬:৮
কাউকে কখনো বিপথে ঠেলে দেন নি বা কারও দুর্বলতার সুযোগ নেন নি	৭:২; ১১:৭-৯
সব সময় নিজেকে দোষহীন ও দায়িত্বশীলভাবে উপস্থাপন করেছেন	৮:২০,২১
আল্লাহ্‌র কাজের জন্য আল্লাহ্‌রই অস্ত্র ব্যবহার করেছেন, নিজের নয়	১০:১-৬
তিনি যে মসীহের, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন	১০:৭,৮
নিজের জন্য গর্ববোধ করতেন না, বরং আল্লাহ্‌তে গর্ব করতেন	১০:১২,১৩
তিনি লোকদেরকে সুসমাচার শিক্ষা দিতেন বলে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল	১০:১৪,১৫
তাঁর আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট ও বিপদের মুখে পড়েছেন	১১:২৩-৩৩
এক অসাধারণ দর্শন দানের মধ্য দিয়ে দোয়াপ্রাপ্ত হয়েছিলেন	১২:২-৪
ঈমানদারদের কাছে আদর্শ জীবন-যাপন করেছিলেন	১২:৬
তাঁর মাংসে একটি ‘কাঁটা’ থাকায় সব সময় নম্র থাকতেন, যা তুলে নিতে আল্লাহ্ অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন	১২:৭-১০
ঈমানদারদের মধ্যে অলৌকিক কাজ সাধন করেছিলেন	১২:১২
অন্যদেরকে রূহানিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে সব সময় উৎসাহী ছিলেন	১২:১৯
আল্লাহ্‌র শক্তিতে পূর্ণ ছিলেন	১৩:৪
পরীক্ষায় ও প্রলোভনে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন	১৩:৫,৬
তাঁর রূহানিক সন্তানেরা যেন পরিপক্ক ঈমানদার হয়ে ওঠে সেজন্য সব সময় চিন্তিত ছিলেন	১৩:৯

নিজেদের তুলনা করে বলে ওদের অত বোধশক্তি
নেই। ১৩ আমরা কিন্তু সীমার অতিরিক্ত গর্ব
করবো না, বরং আল্লাহ্‌ আমাদের কাজের যে
সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার পরিমাণ
অনুসারে গর্ব করবো; আর সেই সীমানার মধ্যে
তোমরাও রয়েছ। ১৪ আমরা যখন তোমাদের
কাছ পর্যন্ত গিয়েছি তখন যে আমরা সীমা
অতিক্রম করছি এমন নয়, কেননা মসীহের
সুখবর নিয়ে আমরা তোমাদের কাছ পর্যন্তও
প্রথমে উপস্থিত হয়েছিলাম। ১৫ আমরা সীমা না
মেনে যে পরের পরিশ্রমের গর্ব করি তা নয়; কিন্তু
প্রত্যাশা করি যে, তোমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাওয়ার
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাজের সীমা তোমাদের
মধ্যে আরও অনেক প্রসারিত হবে। ১৬ তাতে
তোমাদের পরবর্তী অঞ্চলেও মসীহের সুসমাচার
তবলিগ করতে পারব; পরের সীমার মধ্যে যা
প্রস্তুত করা হয়েছে, সেই জন্য আমরা গর্ব করবো
না। ১৭ তবে “যে গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব
করুক;” ১৮ কেননা যে নিজের প্রশংসা করে সে
নয়, কিন্তু প্রভু যার প্রশংসা করেন সেই
পরীক্ষাসিদ্ধ।

হযরত পৌল ও ভণ্ড শিক্ষকরা

১১ ১ আমার ইচ্ছা এই যে, তোমরা আমার
একটুখানি নির্বুদ্ধিতা সহ্য কর; অবশ্য
তোমরা তো আমার নির্বুদ্ধিতা সহ্য করছোই।
২ কারণ খোদায়ী এক জ্বালায় তোমাদের জন্য
আমি এক গভীর জ্বালায় জ্বলছি, কেননা আমি
তোমাদেরকে সতী কনে হিসেবে একমাত্র বর
মসীহের হাতে তুলে দেবার জন্য বাগদান
করেছি। ৩ কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, সেই সাপ যেমন
নিজের ধূর্ততায় হাওয়াকে প্রতারণা করেছিল,
তেমনি তোমাদের মনে মসীহের প্রতি যে
সরলতা ও শুদ্ধতা আছে তা থেকে দূরে সরিয়ে
নিয়ে না যায়। ৪ কোন আগন্তুক যদি এমন আর
এক ঈসাকে তবলিগ করে, যাকে আমরা তবলিগ
করি নি, কিংবা তোমরা যে পাক-রূহ্‌কে পেয়েছ
তা ছাড়া যদি এমন অন্য কোন রূহ্‌ পাও, বা যে
ইঞ্জিল তোমরা আগে গ্রহণ করেছ তা থেকে যদি
ভিন্ন কিছু পাও, তবে তো তোমরা সেসব মেনে
নিতে খুবই ইচ্ছুক! ৫ কারণ আমার বিচার এই
যে, সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের থেকে আমি
একটুও পিছনে নই। ৬ কিন্তু যদিও আমি
বক্তৃতায় সামান্য তবুও জ্ঞানে সামান্য নই, এই
কথা আমরা সমস্ত বিষয়ে সব লোকের মধ্যে
তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি।
৭ তোমাদের উন্নতির জন্য নিজেকে বিনত
করেছি বলে আমি কি গুনাহ্‌ করেছি কারণ বিনা
বেতনে তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র সুসমাচার
তবলিগ করেছি? ৮ তোমাদের পরিচর্যা করার
জন্য আমি অন্যান্য মণ্ডলীকে লুট করেই যেন
বেতন গ্রহণ করেছি; ৯ এবং যখন তোমাদের
কাছে ছিলাম তখন আমার অভাব হলেও কারো
ভারস্বরূপ হই নি, কেননা ম্যাসিডোনিয়া থেকে
ভাইয়েরা এসে আমার অভাব দূর করলেন। হ্যাঁ,

[১০:১৩] রোমীয় ১২:৩।
[১০:১৪] ১করি ৩:৬; ২করি ২:১২।
[১০:১৫] রোমীয় ১৫:২০; ২থিষ ১:৩।
[১০:১৬] রোমীয় ১:১।
[১০:১৭] ইয়ার ৯:২৪।
[১০:১৮] রোমীয় ২:২৯।
[১১:১] মথি ১৭:১৭; ২করি ৫:১৩।
[১১:২] হোসিয়া ২:১৯; ইফি ৫:২৬,২৭।
[১১:৩] পয়দা ৩:১-৬,১৩; প্রকা ১২:৯।
[১১:৪] রোমীয় ৮:১৫; গালা ১:৬-৯।
[১১:৫] গালা ২:৬।
[১১:৬] ইফি ৩:৪।
[১১:৭] রোমীয় ১:১।
[১১:৮] ফিলি ৪:১৫,১৮।
[১১:৯] ফিলি ৪:১৫,১৮।

পৌল আমাদেরকে বলেন যে, একমাত্র মসীহ্‌ই সেই মানদণ্ড।

ওরা নিজেদের ... পরিমাপ করে। করিন্থের ভ্রান্ত শিক্ষকরা এমন আচরণ করতো, যেন তাদের চেয়ে উচ্চতর তুলনাযোগ্য মানসম্পন্ন আর কেউ নেই।

১০:১৩ আল্লাহ্‌ ... নির্ধারণ করে দিয়েছেন। দৌড় প্রতিযোগিতায় যেমন প্রত্যেক প্রতিযোগীর জন্য সীমারেখা নির্ধারিত থাকে, তেমনি আল্লাহ্‌ আমাদের কাজ ও কথার সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যা অতিক্রম করা আমাদের জন্য অন্যায্য।

১০:১৫ আমাদের কাজের ... প্রসারিত হব। করিন্থীয়রা তাদের মণ্ডলীতে স্থিতিশীল অবস্থা আনয়ন করলে প্রেরিতদের পরিচর্যা কাজের জন্য আরও সুপ্রশস্ত ও আন্তরিক অবস্থান সৃষ্টি হবে।

১০:১৬ পরবর্তী অঞ্চল। সম্ভবত পৌল এরপর স্পেনে যেতে চেয়েছিলেন এবং সে কথাই ব্যক্ত করছেন।

১১:১ নির্বুদ্ধিতা। ভণ্ড শিক্ষকরা পৌলকে মূখ্য বলে অভিহিত করেছিল; তাই তাদেরকে কটাক্ষ করতে ও নিজের নম্রতা প্রকাশ করতে তিনি এই উক্তি করেছেন।

১১:২ খোদায়ী এক জ্বালা। মসীহ্‌ ও তাঁর সুসমাচারের বিপক্ষদের কথা চিন্তা করে পৌলের এই অন্তর্জ্বালার উৎপত্তি।

সতী কনে হিসেবে ... বাগদান করেছি। পৌল করিন্থীয় মণ্ডলীর রূহানিক পিতা হিসেবে তাদেরকে নতুন নিয়মের বর ঈসা মসীহের সাথে চিরকালীন রূহানিক বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন।

১১:৪ এমন আর এক ঈসা। পৌলের বিরোধীরা ইহুদীবাদের ধাঁচে ঈসাকে উপস্থাপন করে তাঁর বিষয়ে লোকদেরকে শিক্ষা দিত।

ভিন্ন কিছু। ভণ্ড শিক্ষকরা অনেক সময় এই দাবী করতো যে, তারা পাক-কিতাব ও সুসমাচার ব্যতীত আরও অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাদেশ লাভ করেছে, যা পাক-কিতাবের মতই ক্ষমতাপূর্ণ; আর এই কথায় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত মোহিত হত।

১১:৫ প্রেরিত-চূড়ামণি। ভ্রান্ত প্রেরিতদের বোঝাতে পৌলের ব্যঙ্গোক্তিমূলক প্রকাশভঙ্গি। এরা নিজেদেরকে সকল প্রেরিতের চেয়ে উঁচু স্থানের বলে দাবী করতো এবং মণ্ডলীকে এরা দূষিত করে তুলেছিল।

১১:৬ বক্তৃতায় সামান্য তবুও জ্ঞানে সামান্য নই। পৌল বাকপটু হলেও তিনি যা বলতে চাইতেন তা সরাসরি অকপটে বলে ফেলতেন, এ কারণে করিন্থে পৌলের বিরোধীরা তাঁকে বাজে বক্তা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু অন্যদিকে পৌলের ছিল মসীহ্‌ সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান, যা ছিল সত্য, ক্ষমতাপূর্ণ ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত।

১১:৭ বিনা বেতনে। পৌলের বিপক্ষরা এই যুক্তি দেখিয়েছিল যে, পৌল যেহেতু তাঁর এই শিক্ষা দান ও তবলিগের বিনিময়ে কোন পারিশ্রমিক বা বেতন নিচ্ছেন না, সেহেতু তাঁর এই শিক্ষার কোন মূল্য নেই। প্রাচীনকালে একজন শিক্ষকের বেতনের পরিমাণ তাঁর মর্যাদা নির্ণয় করতো।

১১:৮ অন্যান্য মণ্ডলীকে লুট করে। পৌল প্রতিষ্ঠিত এবাদতকারী দল ও মণ্ডলীর কাছ থেকে গৃহীত ধন্যবাদের দান দ্বারা জীবন ধারণ করতেন। কাজেই এখানে ‘লুণ্ঠন’ ও ‘বেতন’

আমি যাতে কোন বিষয়ে তোমাদের ভারস্বরূপ না
হই নিজেকে সেভাবে রক্ষা করেছি এবং রক্ষা
করবো। ১০ মসীহের সত্য যখন আমার মধ্যে
আছে, তখন আখায়ার কোন অঞ্চলে কেউ আমার
এই গর্ব ভেঙ্গে ফেলতে পারবে না। ১১ কেন?
আমি তোমাদেরকে মহব্বত করি না বলে কি?
আল্লাহ্‌ জানেন আমি তোমাদের মহব্বত করি।
১২ কিন্তু যা করছি তা আরও করবো; যারা সুযোগ
পেতে ইচ্ছা করে তাদের সুযোগ যেন খণ্ডন
করতে পারি; তারা যে বিষয়ের গর্ব করে সেই
বিষয়ে যেন তারা আমাদের সমান হয়ে পড়ে।
১৩ কেননা এ রকম লোকেরা ভণ্ড প্রেরিত,
প্রতারক কার্যকারী, তারা মসীহের প্রেরিতদের
ছদ্মবেশ ধারণ করে। ১৪ আর এতে আশ্চর্য হবার
কোন কারণ নেই যে, শয়তান নিজে আলোতে
পূর্ণ ফেরেশতার বেশ ধারণ করে। ১৫ সুতরাং
তার পরিচারকেরাও যে ধার্মিকতার পরিচারকদের
বেশ ধারণ করে, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।
তাদের পরিণাম তাদের কাজ অনুসারে হবে।

মসীহের জন্য হযরত পৌলের দুঃখভোগ

১৬ আমি পুনর্বার বলছি, কেউ আমাকে যেন
নির্বোধ মনে না করে; কিন্তু তোমরা যদি কর,
তবে আমাকে নির্বোধ বলেই গ্রহণ কর যেন
আমিও একটুখানি গর্ব করতে পারি। ১৭ তবুও
আমি এই যে কথা বলছি তা প্রভুর হুকুম
অনুসারে বলছি না, কিন্তু এক রকম নির্বুদ্ধিতায়
এই গর্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই বলছি।
১৮ অনেকে যখন মানবীয় মান অনুসারে গর্ব
করছে, তখন আমিও গর্ব করবো। ১৯ কেননা
তোমরা নিজে বুদ্ধিমান বলে নির্বোধ লোকদের
আনন্দের সঙ্গে সহ্য করে থাক; ২০ কারণ কেউ
যদি তোমাদের গোলাম বানায়, যদি তোমাদের
শিকার করে, যদি তোমাদের ধরে নেয়, যদি
তোমাদের কাছে উদ্ধত কথা বলে, যদি
তোমাদের গালে চড় মারে, তবে তোমরা সহ্য
করে থাক। ২১ আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি
যে, আমরা ভীষণ দুর্বল ছিলাম; তবুও যে বিষয়ে
অন্য কেউ সাহস করে– নির্বোধের মত কথা
বলছি– সেই বিষয়ে আমিও সাহস করি। ২২ ওরা
কি ইবরানী? আমিও তা-ই। ওরা কি ইসরাইল?
আমিও তা-ই। ওরা কি ইব্রাহিমের বংশ? আমিও
তা-ই। ২৩ ওরা কি মসীহের পরিচারক?
হতবুদ্ধির মত বলছি– আমিও আরও বেশি করে
তা-ই; আমি বেশি পরিশ্রমে, বহুবার কারাবন্ধনে,
অতিরিক্ত প্রহারে এবং বহুবার প্রাণ বিপন্ন
করেছি। ২৪ ইহুদীদের থেকে পাঁচবার ঊনচল্লিশ
ঘা চাবুকের আঘাত পেয়েছি। ২৫ তিনবার
বেত্রাঘাত, একবার প্রস্তরাঘাত, তিনবার
নৌকাভঙ্গ সহ্য করেছি, এক দিন ও এক রাত
অগাধ পানিতে কাটিয়েছি; ২৬ যাত্রায় অনেকবার
নদীসঙ্কটে, দস্যুসঙ্কটে, স্বজাতি-ঘটিত সঙ্কটে, অ
-ইহুদী ঘটিত সঙ্কটে, নগরসঙ্কটে, মরুসঙ্কটে,
সমুদ্রসঙ্কটে, ২৭ ভণ্ড ভাইদের মধ্যে ঘটিত সঙ্কটে,
পরিশ্রমে ও আয়াসে, অনেকবার নিদ্রার অভাবে,
ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায়, অনেকবার অনাহারে, শীতে ও
কাপড়ের অভাবে কষ্টভোগ করেছি। ২৮ আর
এসব বাহ্যিক বিষয় ছাড়াও একটি বিষয়
প্রতিদিন আমার উপর চাপ দিচ্ছে, তা হল সমস্ত
মণ্ডলীর চিন্তা। ২৯ কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল না
হই? কে উচোট খেলে আমি জ্বালা বোধ না
করি? ৩০ যদি গর্ব করতে হয়, তবে আমার নানা
দুর্বলতার বিষয়ে গর্ব করবো। ৩১ প্রভু ঈসার
আল্লাহ্‌ ও পিতা, যিনি যুগে যুগে ধন্য, তিনি
জানেন যে, আমি মিথ্যা কথা বলছি না।
৩২ দামেস্কে বাদশাহ্‌ আরিতার নিযুক্ত শাসনকর্তা
আমাকে ধরবার চেষ্টায় দামেস্কবাসীদের সেই
নগরে পাহারার নিয়ম করেছিলেন; ৩৩ আর
একটি ঝুড়িতে করে প্রাচীরের মধ্যকার জানালা

[১১:১০] রোমীয় ৯:১।
[১১:১] প্রেরিত ১৮:১২।
[১১:১১] রোমীয় ১:৯।
[১১:১৩] মথি ৭:১৫;।
[১১:১৪] মথি ৪:১০।
[১১:১৫] মথি ৬:২৭।
[১১:১৮] ফিলি ৩:৩,৪।
[১১:১৯] ১করি ৪:১০।
[১১:২০] গালা ২:৪।
[১১:২১] ফিলি ৩:৪।
[১১:২৩] রোমীয় ৮:৩৬।
[১১:২৪] দ্বি:বি: ২৫:৩।
[১১:২৫] প্রেরিত ১৬:২২।
[১১:২৬] গালা ২:৪।
[১১:২৭] প্রেরিত ১৮:৩।
[১১:২৮] ১করি ৭:১৭।
[১১:২৯] ১করি ২:৩; মথি ৫:২৯।
[১১:৩০] গালা ৬:১৪।
[১১:৩১] রোমীয় ১:২৫।
[১১:৩২] প্রেরিত ৯:২৪।
[১১:৩৩] প্রেরিত ৯:২৫।

ব্যঙ্গার্থে বলা হয়েছে।

১১:১৩ মসীহের প্রেরিতদের ছদ্মবেশ। যারা ভণ্ড ও শয়তানের অনুসারী, তারা সহজেই মসীহের প্রেরিত ও পরিচর্যাকারীর ছদ্মবেশ ধারণ করে লোকদেরকে ধোঁকা দেয়।

১১:১৪ আলোতে পূর্ণ ফেরেশতা। শয়তান বাস্তবে অন্ধকারের বাদশাহ্‌ হলেও মানুষের সামনে সে নিজেকে আলোর ফেরেশতা হিসেবে প্রকাশ করে, যেন সকলে আকৃষ্ট হয়।

১১:২০ তোমরা সহ্য করে থাক। করিন্থীয়রা একটুতেই যে কারও কথায় মোহিত হত এবং তাদেরকে বিপথে নিয়ে ইচ্ছামত চালানো ছিল খুবই সহজ কাজ।

১১:২১ আমরা ভীষণ দুর্বল ছিলাম। ভণ্ড ও অসৎ প্রেরিতদের তুলনায়, পৌলের আচরণকে দুর্বল বিবেচনা করা যেতে পারে; তবে তিনি এখানে মূলত ব্যঙ্গাত্মক উক্তি করেছেন।

১১:২২ ওরা কি ইবরানী? আমিও তা-ই। ভণ্ড শিক্ষকরা নিজেরা ছিল ইহুদী, এ কারণে তারা নিজেদেরকে অ-ইহুদী থেকে আসা ঈসায়ীদের চেয়েও উৎকৃষ্ট বলে মনে করতো। অনেক ক্ষেত্রে তারা পৌলকেও তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট বলে অভিহিত করতে শুরু করেছিল।

১১:২৩ আমিও আরও বেশি করে তা-ই। পৌলের পরিচর্যার কাজের প্রকৃতি ও যন্ত্রণাভোগ প্রকাশ করে যে, তিনি অন্য সকলের চেয়ে আরও বেশি একাগ্র ও নিবেদিত প্রাণ নিয়ে ঈসা মসীহের সেবায় নিয়োজিত।

১১:২৯ আমি দুর্বল না হই? পৌল ঈমানদারদের সাথে নিজেকে এত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত করেছেন যে, তিনি যে কোন দুর্বল ঈসায়ীর দুর্বলতা অনুভব করতেন এবং কেউ গুনাহ্‌ করলে তিনি নিজেও বিবেকের দংশনে জ্বলতেন।

১১:৩০ দুর্বলতার বিষয়ে গর্ব করবো। কারণ তাঁর দুর্বলতার কারণেই তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের অবিস্মরণীয় শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হন।

১১:৩২ আরিতা। বাদশাহ্‌ চতুর্থ আরিতা, হেরোদ আন্তিপাসের শ্বশুর। তিনি ৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাবাতীয় আরবদের শাসন করেছিলেন। সম্ভবত ৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সম্রাট কালিগুলা বাদশাহ্‌ আরিতাকে দম্মেশক শাসন করার অধিকার হস্তান্তর করেন।

দিয়ে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে তাঁর
হাত থেকে পালাতে পেরেছিলাম।

হযরত পৌলের বিশেষ দর্শন

১২ ১ গর্ব করা আমার পক্ষে প্রয়োজন হয়ে
পড়েছে যদিও তা মঙ্গলজনক নয়, কিন্তু
তবুও প্রভুর নানা দর্শন ও প্রত্যাদেশের কথা
বলবো। ২ আমি মসীহে আশ্রিত এক ব্যক্তিকে
জানি, চৌদ্দ বছর হল সশরীরে কিনা জানি না;
অশরীরে কিনা জানি না; আল্লাহ্ জানেন এমন
ব্যক্তি তৃতীয় বেহেশত পর্যন্ত নীত হয়েছিল।
৩ আর এমন ব্যক্তির বিষয়ে আমি জানি সশরীরে
বা অশরীরে, তা আমি জানি না, ৪ আল্লাহ্ জানেন
সে পরমদেশে নীত হয়ে, যা ভাষায় প্রকাশ করা
যায় না এমন কথা শুনেছিল, তা বলা মানুষের
উচিত নয়। ৫ এমন ব্যক্তির জন্য গর্ব করবো;
কিন্তু নিজের জন্য গর্ব করবো না, কেবল নানা
দুর্বলতার গর্ব করবো। ৬ বাস্তবিক গর্ব করতে
চাইলেও আমি নির্বোধ হব না, কারণ সত্যি
কথাই বলবো। তবুও গর্ব করা থেকে বিরত
রইলাম, যেন কেউ আমাকে যেমন দেখেছে ও
আমার মুখে যেরকম কথা শুনেছে আমাকে তার
চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলে জ্ঞান না করে।

হযরত পৌলের নিজের দুর্বলতা ও ঈসা মসীহ্ প্রদত্ত বল

৭ আর ঐ প্রত্যাদেশের অতি মহত্ত্বের
কারণে আমি যেন অতিমাত্রায় অহংকার না করি

[১২:১] ১করি ২:১০।
[১২:২] রোমীয় ইফি ৪:১০।
[১২:৪] লূক ৩:৪৩; প্রকা ২:৭।
[১২:৫] ১করি ২:৩।
[১২:৬] ২করি ১০:৮; ১১:১৬।
[১২:৭] খান্দান ৩৩:৫৫; মথি ৪:১০।
[১২:৮] মথি ২৬:৩৯,৪৪।
[১২:৯] রোমীয় ৩:২৪; ফিলি ৪:১৩; ১করি ২:৩; ১রাজা ১৯:১২।
[১২:১০] মথি ৫:১২; ২করি ৬:৪; ১৩:৪; ২থিষ ১:৪।
[১২:১১] ২করি ১১:১,৫; ১করি ১৫:৯,১০।
[১২:১২] ইউ ৪:৪৮।
[১২:১৩] ১করি ৯:১২,১৮; ২করি ১১:৭।

সেজন্য আমার দেহে একটা কাঁটা, শয়তানের
এক দূত, আমাকে কষ্ট দেবার জন্য দেওয়া
হয়েছে, যেন আমি অতিমাত্রায় অহংকার না
করি। ৮ এই বিষয়টি নিয়ে আমি প্রভুর কাছে
তিনবার ফরিয়াদ করেছিলাম যেন ওটা আমাকে
ছেড়ে যায়। ৯ আর তিনি আমাকে বলেছেন,
আমার রহমত তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা
আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে। অতএব
আমি বরং অতিশয় আনন্দের সঙ্গে নানা
দুর্বলতায় গর্ব করবো, যেন মসীহের শক্তি আমার
উপরে অবস্থান করে। ১০ তাই মসীহের জন্য
নানা দুর্বলতা, অপমান, অনটন, নির্যাতন, সঙ্কট
ঘটলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্বল
তখনই বলবান।

করিন্থীয়দের জন্য হযরত পৌলের ভাবনা

১১ আমি নির্বোধ হলাম! তোমরাই তা হতে বাধ্য
করেছ; কারণ আমার প্রশংসা করা তোমাদেরই
উচিত ছিল; কেননা যদিও আমি কিছুই নই, তবু
সেই মহা প্রেরিতদের থেকে কোনমতেই ছোট
নই। ১২ প্রেরিতের চিহ্নগুলো তোমাদের মধ্যে
সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে, নানা চিহ্ন-কাজ, অদ্ভুত
লক্ষণ ও কুদরতি-কাজ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।
১৩ বল দেখি, অন্যান্য মণ্ডলীর চেয়ে তোমরা
কোন দিক দিয়ে ছোট? একটা বিষয়ে কেবল এই
যে, আমি নিজে তোমাদের গলগ্রহ হই নি;
আমার এই অন্যায়টি মাফ কর।

১২:১ দর্শন ও প্রত্যাদেশ। পৌলের বিপক্ষরা এই মিথ্যে দাবী করতো যে, তারা আল্লাহ্র কাছ থেকে নানা দর্শন ও প্রত্যাদেশ পেয়ে প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্কে মহিমান্বিত করার জন্য সকলকে জানাতে চেয়েছেন যে, তিনি যে সমস্ত দর্শন ও প্রত্যাদেশ পেয়েছেন, তাতে কত আশ্চর্য আনন্দময় অভিজ্ঞতা ও রহমত তিনি লাভ করেছেন।

১২:২ মসীহে আশ্রিত এক ব্যক্তি। পৌল এখানে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলছেন। তিনি নিজেকে মসীহের খুব কাছের একজন মানুষ হিসেবে দেখিয়েছেন, যাকে সাময়িকভাবে বেহেশতে তুলে নেওয়া হয়েছিল। ঈসায়ী ঈমানদারগণ একদিন যে বেহেশতী গৌরব ও মহিমা ভোগ করবেন সেগুলো জানানোর জন্যই পৌলকে এই প্রত্যাদেশ দান করা হয়েছিল।

চৌদ্দ বছর হল। সম্ভবত ৪১ বা ৪২ খ্রীষ্টাব্দে পৌলের দামেস্ক থেকে পালানোর কয়েক বছর পরের ঘটনা, যখন তিনি তাঁর মহান তবলিগ যাত্রা শুরু করেন।

তৃতীয় বেহেশত। পাক-কিতাবে আমরা তিনটি বেহেশত সম্পর্কে জানতে পারি:

১. প্রথম বেহেশত হচ্ছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও এর উপরিভাগের আকাশ।
২. দ্বিতীয় বেহেশত হচ্ছে মহাকাশ, যা নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জের আবাসস্থল।
৩. তৃতীয় বেহেশত হচ্ছে বেহেশেতের বেহেশত বা পরমদেশ, যেখানে আল্লাহ্, ঈসা মসীহ্ ও মসীহ্তে নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা বসবাস করেন।

১২:৪ পরমদেশ। তৃতীয় বেহেশত; ঈসায়ী ঈমানদাররা মৃত্যুর পর প্রভুর সাথে যে স্থানে বসবাস করবেন। মূল শব্দটি এসেছে ফার্সি ভাষা থেকে, যার বুৎপত্তিগত অর্থ 'উদ্যান'।

১২:৭ অতিমাত্রায় অহংকার না করি। পৌল এই কাঁটাকে তাঁর শুদ্ধিকরণের উপকরণ হিসেবে দেখেছেন, যা আল্লাহ্ তাঁর লোকদের দুর্বলতা, বৈকল্যতা এবং বিভিন্ন রোগের আকারে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে: ১. তাঁর লোকদেরকে নম্র করা ও অহঙ্কার দূর করা; ২. মুনাজাতে বারবার বিনতি করতে তাদেরকে সচেতন রাখা; ৩. আল্লাহ্র অনুগ্রহের সর্বময় ক্ষমতা দেখানো।

আমার দেহে একটা কাঁটা। 'কাঁটা' বলতে ব্যথা, যাতনা, দুঃখকষ্ট, লজ্জা অথবা দৈহিক দুর্বলতা ও গুনাহ্পূর্ণ প্রলোভনের কথা বোঝানো যায়। পৌলের এই কাঁটাকে অনেকে বদ-রূহের দেওয়া যন্ত্রণা বলে অভিহিত করেন। আবার অনেকে মনে করেন তাঁর কোন দুরারোগ্য শারীরিক ব্যাধি ছিল, যার কারণে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ও ক্ষীণকায় ছিলেন। তবে কোনটিই নিশ্চিত নয়।

১২:৯ আমার রহমত তোমার পক্ষে যথেষ্ট। পৌলকে এই কাঁটা যতটুকু যন্ত্রণা দিচ্ছিল, আল্লাহ্র রহমত তাঁর জীবনে এর চাইতে আরও অনেক বেশি প্রশান্তি বয়ে নিয়ে এসেছিল। বস্তুত আল্লাহ্ জন্য যে রহমত দিয়েছেন তার পরও আমাদের আর কোন কিছু চাইবার থাকে না।

১২:১২ প্রেরিতের চিহ্নগুলো। প্রত্যেক আহ্বান প্রাপ্ত প্রেরিতের মাঝে অসাধারণ প্রৈরিতিক বেহেশতী দান ও ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়ে থাকে, যা ভ্রান্ত শিক্ষক ও প্রেরিতদের মধ্যে দেখা যায় না।

প্রেরিত পৌলের নির্যাতন ও কষ্টভোগ

- দামেস্ক শহরে ইহুদীরা পৌলকে হত্যা করতে চেষ্টা করেছিল --------------প্রেরিত ৯:২৪
- জেরুশালেমে তাঁকে পুনরায় হত্যা করার চেষ্টা করা হয়------------------প্রেরিত ৯:২৯
- আন্তিয়খিয়া শহরে তাঁকে অত্যাচার করে বিতাড়িত করা হয়------------- প্রেরিত ১৩:৫০
- ইকনিয় শহরে তাঁকে পাথর মারার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয় ----------------প্রেরিত ১৪:৫
- লুস্ত্রা শহরে তাঁকে পাথর মারা হয়, কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি -- প্রেরিত ১৪:১৯
- ফিলিপী শহরে তাঁকে ভীষণভাবে বেত মারা হয় এবং জেলখানায় হাঁড়িকাঠ দিয়ে তাঁর পা আটকে রাখা হয়-------------------------------------- প্রেরিত ১৬:২৩,২৪
- থিষলনীকী শহরে লোকদের ভিড়ের মধ্যে তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয় --প্রেরিত ১৭:৫
- বিরয়া শহর থেকে তাঁকে পালিয়ে যেতে হয় ----------------------প্রেরিত ১৭:১৩,১৪
- করিন্থ শহরে তাঁকে ধরে বিচারের জন্য আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় ------ প্রেরিত ১৮:১২
- ইফিষ শহরে তাঁকে হত্যা করার প্রচেষ্টা চালানো হয় ----- প্রেরিত ১৯:২৯; ২ করি ১:৮,৯
- পুনরায় করিন্থ শহরে (২ করিন্থীয় পত্রটি লেখার কিছু দিন পর) তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয় -- প্রেরিত ২০:৩
- জেরুশালেমে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে উদ্ধার করে এবং জেলখানায় বন্দী করে ------------------------------- প্রেরিত ২২:২২-২৫

২ করিন্থীয় ১১:২৩-২৭ আয়াত অনুসারে প্রেরিত পৌল এই দুঃখ-কষ্টগুলো সয়েছেন:

- পৌল অসংখ্যবার জেল খেটেছেন
- ইহুদীদের হাতে ৫ বার ৩৯ ঘা করে চাবুক দ্বারা প্রহারিত হয়েছেন
- তাঁকে ৩ বার বেত্রাঘাত করা হয়েছে
- ১ বার পাথর মারা হয়েছে
- ৩ বার তিনি জাহাজডুবির শিকার হয়েছেন
- ১ দিন ও ১ রাত তিনি সমুদ্রের মাঝে কাটিয়েছেন
- আরও নানা ধরনের দুঃখ কষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে; যেমন – বন্যা, ডাকাতি, নিদ্রাহীন রাত যাপন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কনকনে ঠাণ্ডা, কাপড়-চোপড়ের অভাব, ইত্যাদি (২ করি ১১:২৬-২৯)
- তাঁকে একজন অপরাধীর মত করে রোম শহরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (২ তীমথি ২:৯)
- প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে প্রভুর জন্য তিনি শহীদ হয়েছেন।

করিন্থীয়দের প্রতি শেষ নিবেদন

১৪ দেখ, এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের
কাছে যেতে প্রস্তুত আছি; আর আমি তোমাদের
গলগ্রহ হব না; কেননা আমি তোমাদের কাছ
থেকে কোন কিছুর পাবার চেষ্টা করি নি কিন্তু
তোমাদেরই পাবার চেষ্টা করছি; কারণ পিতা-
মাতার জন্য ধন সঞ্চয় করা সন্তানদের কর্তব্য
নয়, বরং সন্তানদের জন্য সঞ্চয় করা পিতা-
মাতার কর্তব্য। ১৫ আর আমি অতিশয় আনন্দের
সঙ্গেই তোমাদের প্রাণের জন্য ব্যয় করবো এবং
নিজেকেও দিয়ে দেব। আমি যখন তোমাদেরকে
বেশি মহব্বত করি তখন কি তোমরা আমাকে
অল্প মহব্বত করবে?
১৬ যা হোক, আমি তোমাদেরকে ভারগ্রস্ত
করি নি, কিন্তু ধূর্ত হওয়াতে ছলনায় নাকি
তোমাদেরকে ভুলিয়েছি! ১৭ আমি তোমাদের
কাছে যাঁদের পাঠিয়েছিলাম তাঁদের কারো দ্বারা
কি তোমাদের ঠকিয়েছি? ১৮ আমি তীতকে
অনুরোধ করেছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে সেই ভাইকে
পাঠিয়েছিলাম; তীত কি তোমাদের ঠকিয়েছেন?
আমরা কি একই রূহে ও একই পদচিহ্নে চলি
নি?
১৯ এই পর্যন্ত তোমরা কি মনে করছো যে,
আমরা তোমাদেরই কাছে দোষ কাটাবার কথা
বলছি? আমরা আল্লাহ্‌রই সাক্ষাতে মসীহে কথা
বলছি; আর প্রিয়তমেরা, সমস্ত কথাই তোমাদের
গেঁথে তুলবার জন্য বলছি। ২০ কেননা আমার ভয়
হয়, আমি উপস্থিত হলে তোমাদের যেরকম
দেখতে চাই যদি সেরকম দেখতে না পাই এবং
তোমরা আমাকে যেরকম দেখতে না চাও যদি
সেরকম দেখতে না পাও। আমার ভয় হচ্ছে যে,
তোমাদের মধ্যে ঝগড়া, ঈর্ষা, রাগ, স্বার্থপরতা,
পরনিন্দা, কুৎসা, অহংকার, বিশৃঙ্খলা দেখতে
পাব; ২১ আমার ভয় হচ্ছে, আমি পুনর্বার আসলে
পর আমার আল্লাহ্‌ তোমাদের সম্মুখে আমাকে
নত করেন এবং যারা আগে গুনাহ্‌ করেছে কিন্তু
তাদের নিজেদের কৃত সেই নাপাক কাজ, জেনা
ও লম্পটতার বিষয়ে অনুতাপ করে নি, আর
এমন অনেক লোকের জন্য আমাকে মাতম
করতে হয়।

শেষবার সতর্ক করা

১৩ ১ এই তৃতীয়বার আমি তোমাদের
কাছে যাচ্ছি। "দুই কিংবা তিন সাক্ষীর
সাক্ষ্য অনুসারে সমস্ত কথা নিষ্পন্ন হবে।"
২ দ্বিতীয়বার যখন আমি উপস্থিত হয়েছিলাম
তখন যারা আগে গুনাহ্‌ করেছে, তাদেরকে ও
অন্য সকলকে আমি আগেই যেমন বলেছি এখন
উপস্থিত না হয়েও আবার বলছি, যদি আবার
আসি, আমি কিন্তু মমতা করবো না; ৩ কারণ
মসীহ্‌ যিনি আমার মধ্যে কথা বলেন, তোমরা
তো তাঁরই বিষয়ে প্রমাণ খুঁজছো; তিনি
তোমাদের পক্ষে দুর্বল নন বরং তোমাদের মধ্যে
শক্তিমান। ৪ কেননা তিনি দুর্বল অবস্থায়
ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন বটে কিন্তু আল্লাহ্‌র শক্তিতে
তিনি জীবিত আছেন। আর আমরাও তাঁতে দুর্বল
কিন্তু তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্‌র শক্তিতে তাঁর
সঙ্গে জীবিত থাকব। ৫ নিজেদেরকে পরীক্ষা
করে দেখ, তোমরা ঈমানে বাস করছো কি না;
প্রমাণের জন্য নিজেদেরকে পরীক্ষা কর।
তোমরা কি নিজেদের সম্বন্ধে জান না যে, ঈসা
মসীহ্‌ তোমাদের মধ্যে আছেন? অবশ্য যদি
তোমরা পরীক্ষায় অকৃতকার্য না হও। ৬ আমি
আশা করি, তোমরা দেখতে পাবে যে, আমরা
অকৃতকার্য হই নি। ৭ আর আমরা আল্লাহ্‌র কাছে
এই মুনাজাত করি, যেন তোমরা কোন মন্দ কাজ
না কর, পরীক্ষায় আমাদের কৃতকার্যতা যেন
প্রমাণিত হয় এই জন্য নয়, বরং এই জন্য যে,
যদিও আমরা অকৃতকার্যের মত হই তবুও

[১২:১৪] ২করি ১৩:১; ১করি ৪:১৪,১৫; মেসাল ১৯:১৪।
[১২:১৫] ফিলি ২:১৭; ১থিষ ২:৮; ২করি ১১:১১।
[১২:১৬] ২করি ১১:৯।
[১২:১৮] ২করি ৮:৬,১৬; ২:১৩।
[১২:১৯] রোমীয় ৯:১; ১৪:১৯; ১করি ১০:১৪।
[১২:২০] গালা ৫:২০; রোমীয় ১:৩০; ১:২৯।
[১২:২১] ১করি ৬:১৮।
[১৩:১] দ্বি:বি: ১৯:১৫; মথি ১৮:১৬।
[১৩:২] ২করি ১:২৩; ১২:২১।
[১৩:৩] মথি ১০:২০; ১করি ৫:৪।
[১৩:৪] ১করি ১:২৫; ৬:১৪; ফিলি ২:৭,৮; ১পিতর ৩:১৮; রোমীয় ১:৪; ৬:৪; ৬:৫; আঃ ৯; ১করি ২:৩।
[১৩:৫] ১করি ১১:২৮; মাতম ৩:৪০; ইউ ৬:৬; রোমীয় ৮:১০।

১২:১৫ ব্যয় করবো ... দিয়ে দেব। পৌল যাদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, তাদের তাঁর ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল। এই বিষয়টি সমস্ত পরিচর্যাকারী, তবলিগকারী ও ইমামদের জন্য আদর্শ স্বরূপ।

১২:১৬ ধূর্ত হওয়াতে ... ভুলিয়েছি! পৌল বিরুদ্ধে ভ্রান্ত শিক্ষকদের আরেকটি অপবাদ ছিল এই: তিনি জেরুশালেমে দারিদ্র-ক্লিষ্ট ঈসায়ীদের জন্য দান সংগ্রহ করে তা নিজের পকেটস্থ করছেন। এই উক্তিটি সেই অপবাদেরই ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদ।

১২:১৯ আল্লাহ্‌রই সাক্ষাতে ... বলছি। পৌল ঈসা মসীহের নাম তবলিগ করার সময় নিজের যশ ও খ্যাতির চিন্তা করেন নি, বরং আল্লাহ্‌কে সামনে রেখে তাঁরই গৌরবার্থে তিনি এই কাজ করেছেন।

১২:২০ তোমাদের মধ্যে ... দেখতে পাব। ঈমানদারদের জীবনে এই সকল বিষয় ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে নিয়ে আসে ও ঈসায়ী ভালবাসা ও মূল্যবোধের চরম ক্ষতি সাধন করে।

১২:২১ মাতম করতে হয়। যারা গুনাহ্‌ করেও এর জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চায় না, তারা রূহানিকভাবে মৃত, আর তাই তাদের জন্য দুঃখ ও শোক করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

১৩:২ মমতা করবো না। পৌল তৃতীয় বারের মত যখন করিন্থে আসবেন, সে সময় অপবাদকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাসনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে ইতস্তত করবেন না।

১৩:৪ আল্লাহ্‌র শক্তিতে ... জীবিত থাকব। পৌল এই সত্যকে প্রকাশ করছেন যে, বর্তমান সময়ে যে তাঁর প্রেরিতিক কাজে বাধা সৃষ্টি করবে, তাঁকে বেহেশতী ক্ষমতা দ্বারা প্রতিহত করা হবে এবং তিনি জীবন্ত ঈসা মসীহের পরাক্রমী উপস্থিতি প্রদর্শন করবেন।

১৩:৫ নিজেদেরকে পরীক্ষা কর। মসীহ্‌ আসলেই পৌলের মাধ্যমে কথা বলছেন কি না, ভণ্ড শিক্ষকরা তার প্রমাণ দাবী করেছিল। এর উত্তরে পৌল তাদের নিজেদের অন্তরের বিশুদ্ধতা যাচাই করতে বলেছেন।

তোমরা যেন সৎকর্ম কর। [৮] কারণ আমরা
সত্যের বিপক্ষে কিছুই করতে পারি না, কেবল
সত্যের সপক্ষে করতে পারি। [৯] বাস্তবিক আমরা
যখন দুর্বল হই আর তোমরা বলবান হও তখন
আমরা আনন্দ করি; আর এর জন্য মুনাজাতও
করি যেন তোমরা পরিপক্ক হও। [১০] এই কারণেই
আমি অনুপস্থিত থেকে এসব কথা লিখলাম যেন
উপস্থিত হলে প্রভুর দেওয়া ক্ষমতা কঠোরভাবে
প্রয়োগ করতে না হয়; সেই ক্ষমতা তিনি ভেঙ্গে
ফেলবার জন্য নয় কিন্তু গেঁথে তোলার জন্যই
আমাকে দিয়েছেন।

[১৩:৯] ১করি ২:৩; ইফি ৪:১৩। [১৩:১০] ২করি ১:২৩; ১০:৮। [১৩:১১] ১থিষ ৪:১; ২থিষ ৩:১; মার্ক ৯:৫০; ১ইউ ৪:১৬; রোমীয় ১৫:৩৩; ইফি ৬:২৩। [১৩:১২] রোমীয় ১৬:১৬। [১৩:১৩] ফিলি ৪:২২। [১৩:১৪] রোমীয় ১৬:২০; রোমীয়

শেষ শুভেচ্ছা ও দোয়া

[১১] শেষে বলি, হে ভাইয়েরা, এবার বিদায়;
তোমরা পরিপক্ক হও, আমি যা বলেছি তা গ্রহণ
কর, একভাববিশিষ্ট হও ও শান্তিতে থাক; তাতে
মহব্বতের ও শান্তির আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে
সঙ্গে থাকবেন। [১২] পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে
সালাম জানাও। [১৩] পবিত্র লোকেরা তোমাদের
সালাম জানাচ্ছেন।
[১৪] ঈসা মসীহের রহমত ও আল্লাহ্‌র মহব্বত
এবং পাক-রূহের সহভাগিতা তোমাদের সকলের
সহবর্তী হোক।

১৩:১৪ ঈসা মসীহের রহমত ... সহবর্তী হোক। পৌলের এই দোয়া-বাণীটি আমাদেরকে জানায় যে, প্রাচীন মণ্ডলী সর্বোতভাবে ত্রিত্বে বিশ্বাস করতো। এখন পর্যন্ত বিশ্বের অধিকাংশ মণ্ডলীতে এই দোয়া-বাণীটিই প্রভুর মুনাজাতের পর উচ্চারণ করে এবাদতের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।